চরিত্রবান্ কুলীন।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ

কলিকাতা।

ভবানীপুর—বকুলবাগান

অরুণ যন্ত্রে

শ্রীহরিচরণ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১০ সাল।

মূল্য ॥৵০ দশ আনা

বিজ্ঞাপন।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি তৈয়ার করিবার কারণ এই যে বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত আমি কতকগুলি গীত রচনা করিয়াছি। ঐ সকল গীত শ্রবণ করিয়া আমার বন্ধু বান্ধবেরা অনেকেই উহা পুস্তকাকারে ছাপাইতে আমাকে উপদেশ দেন, নানা কারণে এ পর্য্যন্ত আমি তাঁহাদের উপদেশ মতে চলিতে পারি নাই। সম্প্রতি সুযোগ পাইয়া কতকগুলি সাংসারিক ঘটনা ও ক্রিয়া অবলম্বনে নাটক ছন্দে এই পুস্তক রচনা করিয়া ঘটনার অবস্থানুসারে মধ্যে মধ্যে এক একটী করিয়া ৭১টী গীত সন্নিবেশীত করিলাম। এই গীতের মধ্যে কএকটী জঙ্গলা সুর বিধায় উহার রাগিণী ও তাল জানা গেল না। গানের ভাব অনুসারে গল্পের ছন্দে মিল রাখিতে গিয়া বোধ করি স্থানে স্থানে রস ভঙ্গ হইয়াছে; পাঠকগণ আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিয়া কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক আদ্য প্রান্ত এই পুস্তক পাঠ করিলে আমি চরিতার্থ হইব।—

ভবানীপুর, বকুলবাগান
১৮ নং দ্বিতীয় গলি।
সন ১৩১০ সাল।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।
প্রতিমূর্ত্তি চিত্রকর।

চরিত্রবান্ কুলীন।

প্রথম অঙ্ক।

সূচনা।

াঙ্গালা দেশের অন্তর্গত ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারস্থিত গোবর্দ্ধনপুর একটী
সমৃদ্ধ ... র ধনাঢ্য জমীদার, কতকগুলি ব্যবসায়ী ও
নেক ... বাস। গ্রামের দক্ষিণে একটী ক্ষুদ্র নদী,
র ও পূর্ব্বাংশে অনেকগুলি বহুবিধ ফলের বাগান, প্রত্যেক বাগানেই
র দুই ... টী পুষ্করিণী ... মের মধ্যে দুইটী প্রশস্ত পাকা ও কএকটী কাঁচা
া, প্রান্তভাগে একটী বাজার, দুইটী ইংরাজী ও বাঙ্গালা স্কুল, দুইটী
শালা, একটী সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত ডাক্তারখানা, একটী ডাকঘর ও
টী ফাঁড়ি। ছত্রিশ বর্ণ জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত ও
লমান বাসিন্দাই গোবর্দ্ধনপুরে অধিক। দুর্গোৎসব প্রভৃতি হিন্দুর
ল পার্ব্বণ প্রতি বৎসরেই এ গ্রামে অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়।
দার মহাশয়দিগের একটী কালী বাটী আছে; সেই পাষাণময়ী মায়ের
দেশে নিত্য পূজা ও দিবা রাত্রে দ্বাদশটী ব্রাহ্মণকে পরিতোষ রূপে
জন করান হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসে জমীদার ও অন্যান্য ধনশালী

ব্যক্তিগণ প্রত্যহ অপরাহ্নে দেব নিবেদিত জলপানীয় দ্রব্য সমুদয় হিন্দু প্রথানুসারে স্বগ্রাম ও নিকটবর্ত্তী গ্রামস্থ ব্রাহ্মণের বাটীতে প্রেরণ করেন। আম্র, কাঁটাল ও লিচু প্রভৃতি ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মাইলে অনেকেই গ্রামবাসীদিগকে না দিয়া আপনারা আহার করেন না। কোন কোন পুণ্যবান্ নর ও পুণ্যবতী নারী শীতকালে শীতবস্ত্র, বেদানা, কমলালেবু ও থেজুর এবং শ্রাবণ মাসে মালদহের আম্র প্রভৃতি কলিকাতা হইতে আনয়ন করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য হিতার্থী লোকদিগকে দিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। পতি-পুত্র-বিহীনা, সম্পন্না রমণীরা অনেক সময় দরিদ্র দ্বিজ কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধে, পুত্র কন্যাদির বিবাহে ও ভগ্ন গৃহাদি পুনরুদ্ধারে পূর্ণ বা কিঞ্চিৎ মাত্রায়ও সচরাচর সাহায্য করেন। কেহ কেহ বা মৃত্যুকালে ভদ্রাসন বাটীখানি সম্পন্ন জ্ঞাতিকে না দিয়া কোন দরিদ্র দ্বিজকে দান করিয়া যান। শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ, জলাশয় দান, জলছত্র, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ ও পুত্রের বিবাহ ইত্যাদি কর্ম্ম সমুদয় এ গ্রামে মধ্যে মধ্যে অতি সমারোহের সহিত সমাধা হইয়া থাকে। ভদ্রকুলের অসহায় বালকগণ কেহ উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীর বাসায়, কেহ বা ব্যবসায়ী ব্যক্তির আড়তে আশ্রয় পাইয়া কিছু কিছু লেখাপড়া শিখিয়া আপনাদের ভবিষ্যৎ সুখের উপায় করিয়া [illegible] তবে নিতান্ত স্বার্থপর ব্যক্তি, যুবক যুবতী ও কলহ প্রিয়া কামিনীর দৌরাত্ম্য চিরকাল সর্ব্বত্রে সমভাবে যখন চলিয়া আসিতেছে তখন গোবর্দ্ধনপুরবাসীর এত কি সুকৃতি যে এ সম্প্রদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

রাগিণী ভীমপলশ্রী——তাল [illegible]।

দান করিলে [illegible] হয় না শাস্ত্রের লিখন।
যাহার যেমন সম্বল, পথের সম্বল করে নেও কিছু এখন।
যে জানে অর্থের অর্থ, তার অর্থ বাসনা ব্যর্থ,
মেলে অর্থ হতে ধর্ম্ম-অর্থ, পরমার্থ পরম ধন।
এ দিনে যা দীনকে দিবে, সে দিনে তা সঙ্গে যাবে,
শেষে তিলটী তোমার তালটী হবে, লোকে বল্‌বে সুকৃপণ।

বৎসরের অন্যান্য পার্ব্বণ শেষ হইয়াছে, সম্প্রতি রথ পার্ব্বণ উপস্থিত; এ গ্রামে আপাততঃ তিনখানি রথ। রথ উপলক্ষে রামধন কুণ্ডু ও হলধর দাসের বাটীতে যথেষ্ট সমারোহ হয়, কিন্তু জমীদার মহাশয় এ পর্ব্বটা এখন নম নম করিয়া সারেন, কারণ গ্রামের মধ্যে তাঁহাকে অনেক ক্রিয়া কর্ম্ম করিতে হয়।

প্রথম দৃশ্য।

বাঁড়ুয্যেদের জীব কুমারের বাটীতে প্রত্যহ বৈকালে মহাধুমধাম পড়িয়া যায়,—বাড়ীটী অন্যান্য ভদ্রাসন হইতে কিছু দূরে অবস্থিত থাকায় আহারান্তে অনেক স্ত্রীলোক সেই বাটীতে আসিয়া ক্রীড়া কৌতুক ও নানা প্রকার গল্প করেন। উদরান্ন হজম হওয়া ত চাই।

জীবর মা।—কাল যে রথ, তোরা যাত্রা শুন্‌তে যাবি না?

মলিনা।—আমি যাব পিসী; নিয়ে যাবে ত! আমার মাতার দিব্বি।

জীবর মা।—শুনেছি হলধর দাসের বাড়ীতে সহচরীর কীর্ত্তন আর কালী হালদারের যাত্রা হবে; আর রামধন কুণ্ডুর বাড়ী রসিক রায়ের পাঁচালী আর গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা।

কীর্ত্তনী।—আহা—কি চমৎকার যাত্রা গোবিন্দর! গান শুন্‌তে বস্‌লে আর নাওয়া খাওয়া মনে থাকে না; মিন্‌ষেদের কি হাত মুখ নাড়া, কি আশ্চর্য্যি গান বাঁধা—শুনে যেন সর্ব্ব শরীর খসে আসে। (আনন্দে) বৃন্দে কই গো কই—বৃন্দাবনের চাঁদ। অস্তাচলে চলিল দেখ গগণ চাঁদ।

মলিনা।—আমি বলি; কোন শর্করী, অনুমান করি, কোন চকোরী চাঁদোদয় হেরি।

কীর্ত্তনী।—(মলিনার চিবুক ধরিয়া) কাঁদ, পেতে ধরেছে তোমার কালাচাঁদ।

জীবর মা।—কীর্ত্তনী! তুই কথাটা যে উল্‌টো বল্‌লি! মলিনার বর তবু মাঝে মাঝে আসে; কালে ভদ্রে কখন নিয়ে যায়; আর তোমার ভূতের যে নিজের কোন ক্ষমতা নাই কেবল জোরদস্ত টুকু আছে, বেটা ছেলের এত কেন?

(অমলার প্রবেশ।)

অমলা।—ছুঁড়ীরে দেখছি বড় বাড়িয়েছে; মেয়ে মানুষের আবার গলাবাজী কেন—হ্যাঁ লা মলিনা? তোরা ত বড় মানুষের ঘরের বউ, ঝি নস্ যে সাত খুন মাপ হবে—গৃহস্থের মেয়ে, গৃহস্থের বউ, যেমন জন্ম, তেম্‌নি থাকতে হয়, যে কাল পড়েছে একটুতে লোকে মুখে চুণ কালী দেবে যে? কালাচাঁদ দাদা বাড়ীতে আছেন তা মনে নাই? যদি শুন্‌তে পান ত তোদের আস্ত রাখ্‌বেন না।

মলিনা।—সত্যি, বড় জেটা বাড়ীতে আছেন, আমার তা মনে নাই।

জীবর মা।—আমাদের বাড়ীর মধ্যে বসে সারী গাইলেও গাঁয়ের লোক শুন্‌তে পায় না।

(বাটীর বহির্দ্বারে এক জন প্রাচীন ব্রাহ্মণ ও ২৪।২৫ বৎসর বয়স্ক একটী যুবক উপস্থিত)।

ব্রাহ্মণ।—(উচ্চৈস্বরে) বাড়ীতে কে আছেন গা?

জীবর মা।—(অগ্রসর হইয়া) কি বলছ গা?

ব্রাহ্মণ।—রামধন কুণ্ডর বাড়ী রথ। ব্রাহ্মণ মহাশয়দের কাল থেকে আট দিন মধ্যাহ্ণের জলপানের নিমন্ত্রণ আর রাত্রে গান শুন্‌বেন।

(প্রস্থান)।

জীবর মা।—কেবা নিমন্ত্রণে যাবে, আমার জীবকুমার বাড়ী না, তবে গান শোনা, তা আমি কি এই সৃষ্টি ফেলে এই সোমত্ত বউকে একা রেখে রাত্রে গান শুন্‌তে যেতে পারি?—আগে কি শুদ্রের বাড়ীতে ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ খাওয়া ছিল, একটা সন্দেশ ও কেউ কারো বাড়ী থেকে হাতে করে আন্‌ত না। এখন লক্ষ্মীর হয়েছে ঐ সব ঘরে বাস, কাজেই কালে কালে সব চল্‌ছে।

রসনা।—জীবর মা। তুমি না বল্‌ছিলে তোমার বাড়ীতে সারী গাইলেও কেউ শুনতে পায় না? এই ত মিন্‌ষেরা যদি একটু আগে আসত তা হলে ত এদের গান করা শুনে যেত।

জীবর মা।—ঠিক বলেছ। মেয়ে মান্‌ষের দশ হাত কাপড়ে কাছা নাই। মিন্‌ষেরা সাধে কি আমাদের টিক্ টিক্ করে নে বেড়ায়; (কথায় বলে,— মরে মেয়ে উড়ে ছাই, তবে তার গুণ গাই)।

মলিনা।—পুরুৎ ঠাকুরের সঙ্গে যে ছেলেটী এসেছিল, তাকে চিন্‌তে পারলাম্ না।

জীবর মা।—ওটী রামধনের মেজ ছেলে। এই বয়সে ঐ ছেলে খুব বিদ্যান হয়েছে।

মলিনা।—বেস শ্রীখানি,—যেন চাঁদ্‌টি।

জীবর মা।—আহা মা! তা হবে না কেন? (সুখের ঘরেই রূপের বাতান) আর গুণ দেখ্‌লেত?—এই রোদে বাছা বাড়ী বাড়ী টো টো করে বেড়াচ্চে,—সাধে কি মা লক্ষ্মী এখন ঐ সব ঘরে বাঁধা, ওদের গুণেতে, অহঙ্কার নাই, মাৎসর্য্য নাই। আর আমাদের পোড়া বামণের ঘরের ছেলেদের হয়েছে (ঘরে ছুঁচোর কীর্ত্তন, বাইরে কোঁচার পত্তন) বাবাজীরা দুই চার খানা ইংরাজী বই পড়ে ডেলে পাদেন, কি অম্বলে পাদেন, তার ঠিকানা পান না। সেদিন আমার ভাই পো বিপিনকে বল্‌লাম; বাবা;—আমি একাদশী করে আছি, তুমি যদি মোহনের দোকান থেকে আমাকে দু পয়সার বাতাসা এনে দেও, ঐ কথায় বিপিন যেন আমাকে মার্‌তে এল! মুখখান সিঁট্‌কে চোক্ লাল করে বল্‌লে ও সব আমার দ্বারা হবে না, আমি কি তোমাদের চাকর? ছোঁড়ার টেঁস্ টেঁসে কথায় আমার যেন চোক্ ফেটে জল এল (নর মানুষ কয় কথা, তার জ্বালায় যাব কোথা)। বলি, ওঃ হরি, ও কলি, এই কি সেই বিপ্‌নে! ও যখন সাত দিনের ছেলে ওর মা তখন সুতিকা রোগে যায় যায়; আমিই ৩।৪ মাস ওর গু মুৎ কেটে তবে মানুষ করি—ও যে বাঁচ্‌বে তা তখন কেউ ভাবেনি।

অমলা।—সত্যি—এখনকার ছেলেদের উপায় হবে কি?—কেবল বাবুগিরি নিয়েই আছেন; যদি একটু চাকরি হল, অমনি মাগ্ নিয়ে গেলেন; বুড়

বাপ্‌কে পত্র লিখলেন, আমারই বাসা খরচ কুলায় না, তা আপনাদের খরচ দেব কি। কেউ হয়ত খৃষ্টান হলেন, কেউ হয়ত অখাদ্য খেয়ে, না চতুর্ভুজ না দ্বিভুজ এক রকম হয়ে, পয়সার জোরে সমাজের ভিতর ছোঁয়াচে রোগ ঢুকুতে লাগ্‌লেন। লেখা পড়া শিখে কোথায় কর্ত্তব্য জ্ঞান হবে তা না হয়ে-সেকেলে বুড়দের উপর যত রাগ, তাঁরা কোন্ কালে কে একটু কি অন্যায় করেছেন তাই নিয়ে ঘুঁট পাঁচা হতে লাগ্‌ল পাল পার্ব্বণ, শ্রাদ্ধ শান্তি একেবারে উঠিয়ে দিয়ে মাগ-ভাতারে কেবল খান দান নিয়েই ব্যস্ত। নিতাইদাস চাটুযোর ছেলে গোপাল তাদের অবস্থা ত জান; এক সন্ধ্যা হয় ত দু সন্ধ্যা হয় না, তবু মিন্‌ষে মাতায় মোট বয়ে ছেলেটাকে লেখাপড়া শিখিয়েছে,—বল্‌লে না প্রত্যয় যাবে, মাগীর একখান বই দ্বিতীয় বস্ত্র নাই।

জীবর মা।—কৈ গোপালের ত আজও চাকরি বাকরি কিছু হল না। তবে ও লেখাপড়ার ফল কি ?

অমলা।—মুরুব্বি নইলে কি এখন চাকরি হয় ? টাকা রোজগার করা সে অদৃষ্ট, তবে ব্যাটা ছেলের লেখা পড়া শেখা চাই বই কি ? বিদ্বান্ হয়ে যে মা বাপের ধর্ম্মে থাকে, অখাদ্য না খায়,—সেই মানুষ।

মলিনা।—আমার নিবারণ দাদা বলেন, খাবার জিনিষ খাব তাতে আবার অধর্ম্ম কি ?

অমলা।—ও সব ত রাক্ষস আর পেটুকো লোকের কথা। পরমেশ্বর এত খাবার সৃষ্টি করেছেন তা খেয়েও যারা আবার কতকগুল জীব জানোয়ার খায়, তাদের পোড়া পেটে ছাই দিতে হয়। ভব চাকলা ত একজন বিদ্যের জাহাজ ছিল। সেই গুমরে মানুষকে মানুষ জ্ঞান করত না;—যা ইচ্ছে তাই খেত, পূণ্যের ঘরে পাপ সইবে কেন ? শেষটা ৫০ বছর বয়েস না হতেই একটা সৃষ্টিছাড়া রোগে মারা গেল। এখন তার মাগ ছেলের ন জল ন স্থল লালাটির শেষ। আর দেখ দেখি ভট্‌চার্য্যি বামনদের কেমন। আমাদের এই শাক পাতাড় আর দুদ ঘি খেয়ে এক এক জনের কত পেরমাই। আমাদের মুনি ঋষিদের বিধেনের চেয়ে বিধেন কি আর কোন জাতিতে আছে।

মলিনা।—বোধ করি গোপালদের কিছু টাকা আছে, নইলে সোনার চশ্‌মা কোথায় পেলে।

অমলা।—তিন মাস কার ছেলে পড়িয়ে ৪৫ টাকা পেয়েছিল; তাতেই ঐ চশ্‌মা আর এক জোড়া বিলিতী জুতো কিনেছে।

কীর্ত্তনী।—এ যে দেখ্‌ছি রোগে ধরা মানুস, অবাক করেছে, (ঘরে নাই অষ্টরম্ভা, বাইরে কোঁচা লম্বা) যার মা বাপের পেটে ভাত নাই, পরনে কাপড় নাই,—তার চোখে সোনার চশ্‌মা।

জীবর মা।—এখনকার ছেলেরা কি সকলে মা বাপের কষ্ট বোঝে! সংসারের ভাবনা নাই, সন্ধ্যা আহ্নিক নাই, ইষ্ঠ নিষ্ঠা নাই, কেবল ঠসক। এমন কি বিজয়ার দিন গুরুজনকে একটা প্রণাম করতে ও ভাল বাসে না; কেবল সেকেলে বুড়দের দোষ খুঁজে বেড়ায়। আমি একদিন বিপিনকে বলে-ছিলাম,— বলি ও বিপিন? তুই সন্ধ্যা করিস্ না কেন? তাতে উত্তর দিলে, সন্ধে করে কি হবে? ঘাটে গিয়ে বুড়রা সন্ধ্যে পূজো তাঁদের মাতা মুণ্ড, কেবল মেয়েদের দিকে নজোর। আমি বল্‌লাম-তাতে সন্ধ্যে কি অপরাধ কবলে? মানুষ ত কেবল লক্ষ্মণের মত পা পানে তাকিয়ে চোক বুজিয়ে থাক্‌তে পারে না! তোর মন এত খারাপ কেন? তুইতো কার মনের ভিতর যাস্‌নি তবে মিছামিছি তোর বাপ দাদার বইসী লোকের খুঁত ধরে বেড়াস কেন? স্বভাবে ভাব্‌লিনি পারিস্, যে হয়ত ঐ মেয়েটীর মত ওঁর মেয়ে কি আপনার জন কেউ মারা গেছে তাই দেখ্‌ছেন যে, সে যদি বেঁচে থাক্‌ত ত এতদিনে অমনিটী হতো।

২ গীত।

রাগিণী-ভীমপলশ্রী——তাল জং।

মন, আড়ালে আড় হয়ে শুন্‌ছ কি।
তোমার ঘাড়ে চেপেছে কি চণ্ডালের ঝি;
তুমি জানতে চাও পর ছিদ্র ছি ছি ছি।
আপনার অপরাধ, সেত নয় সোনায় খাদ, সে সকল দিয়ে বাদ, পরকে সাধ,
বাদ;—(তুমি) পেতে উড়ুট্টি ফাঁদ, ধর চৌষট্টি চাঁদ,
সোনার চাঁদ তুমি কি নও কলঙ্কি;
ইতে হবেনা মহেন্দ্রের মন সুখী॥

রসনা।—বড় মানুষের ছেলেদের ত কথাই নাই, গরিব দেখ্‌লে অনেকে

এম্‌নি ভাব দেখান যে তাঁরা যেন কলির জাগ্রত দেবতা। আর হাভাতে কুড়ের ছেলেরা একটু ইংরাজী শিখ্‌লে প্রায় অনেকেই মাটিতে পা দেন না; তাঁদের সর্ব্বাঙ্গে কে যেন মদ মাখিয়ে দিয়েছে। গুরুজন্‌কে একটা প্রণাম কর্‌তে হলে যেন মাতা কাটা যায়। আমি আমার ভাশুর পোর মাতায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেছিলাম ব'লে আমার উপর যে রাগ,—বলে আর যদি কখন তোমাকে প্রণাম করি ত আমার অতি বড়দিব্বি। অনেকের ভাল করে তেলমাখা নাই, ভাল করে হাতে মাটি দেওয়া নাই, পেচ্ছাব করে জল নেওয়া নাই, জুত পায় খাবার খাওয়া, দেখ্‌লে যেন হাড় জ্বলে যায়।

জীবর মা।—গুরুজন তুষ্ট থাক্‌লে যে দেবতারা তুষ্ট হন, একেলে ছোঁড়ারা অনেকেই তা বোঝে না। যেটা বারণ কর্‌বে সেইটাই যেন করে বসে আছে।

মলিনা।—এই রথের দিনই না দুর্গাঠাকুরের কাঠামে সিঁদুর দেয়?

জীবর মা।—তা দেয় বই কি! তবে সকলে কি এতদিন থাক্‌তে পারে, যাদের পাঁচ জনে রোজগার করে, অনেক ধন দৌলৎ আছে, তারাই আগে থাক্‌তে বুক বাঁধে। আমাদের দেশে দুর্গোৎসবের চেয়ে অহিক পরমার্থীকের কাজ কি আর আছে? কর্ত্তাটা বল্‌তেন যে পুরুষ, নিজ রোজগারের ধনে দুর্গোৎসব কর্‌তে পারে, সেই ধন্য। সেকালে অশ্বমেদে যে ফল ছিল কলিতে দুর্গা পূজোয় এখন সেই ফল।

৩ গীত।

রাগিণী-ঝিঁঝিট——তাল—পোস্ত।

সুর (আদরে আদরে বল প্রাণ কেমন ছিলে।)

যা করি, শঙ্করী, মা তোমারি দোহাই দিয়ে।
তবু বিবাদ বাধাও বেটী বিষম হলো তোমায় নিয়ে।
দীন বলেত দিলে না দিন, বাসেতে বস্‌লে না দুদিন,
বেঁচে আমি আছি যদিন, রইলে পরের অধীন হয়ে।
পুষ্প চন্দন শাখা শাড়া, না মিলিল আমার বাড়ী,
মায়ে পুত্রে ছাড়াছাড়ি, মরি ঐ ভয়ে ;=

মহেন্দ্রে ফেলে ফাঁকিতে, পার্‌লে না মা পায় রাখিতে,
এজন্মে আর দিন থাকিতে, মিল হল না মায় পোস্ব ॥

অমলা।—মদন চাটুর্য্যের বাড়ীতে যে পূজো হবে শুনছি ; পত্র এসেছে।

জীবর মা।—সেই সনকা ত গিন্নেপানা করবেন—তবেই ত দেখ্‌ছি দক্ষ যজ্ঞ হবে। বলে সূর্য্যের তাপ সওয়া যায়—কিন্তু সেই তাতে যে বালি তাতে তার তাপ সয় না।

রসনা।—সনকা ওদের কে হয় ?

জীবর মা।—গিন্নির সুবাদে মাসতুত বোন হয়।

রসনা।—ওমা তাতেই এত—অহঙ্কারে মাটীতে পা দেন না—বুড় মাগীর ঠসক কত ? আমর মাগী—আছিস কুটুম্ব বাড়ীতে—তার আবার এত বাড়াবাড়ী কেন, অতি অহঙ্কারে রাবণ নষ্ট, অতি দানে বলীর কষ্ট, অতিশয় কিছুই ভাল না। শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়াও তাই সয়।

রাগিণী বিভাষ——তাল—তেওট্‌া কাওয়ালি।

ওগো মন মহাশয়, ক্ষান্ত কর দুরাশয় ;
করনা আর বাড়াবাড়ী ভাল নয় অতিশয়।
বিষয় ভ্রমে নিতান্ত বদ্ধ হইও না সংসারে,
অসাধ্য হলে ব্যাধি সেও কি সহজে সারে,
অসার ত্যজিয়ে কেন ভজনা সেই সারাৎসারে,
তবে মন দুষ্মনের ভার মহেন্দ্রের প্রাণে সয়।

অমলা।—সনকার কি আর কেউ নাই ? পরের বাড়ীতে পড়ে আছে কেন ?

জীবর মা।—থাকবে না কেন—দুটি সহোদর ভাই রয়েছে, তারা চিঠির উপর চিঠি দেয় তবু পোড়ার মুখি সেখানে যেতে চান না—শরতের মার মোসাহেবি কর্‌তে আর পাৎড়া চাট্‌তে ভাল বাসেন, ভেয়ের বাড়ীতে ত আর সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়া চলবে

না ; মাগী এ বোঝে না—যে কোথায় মায়ের পেটের ভাই—আর কোথা ধান সম্পর্কে পর, মদন চাটুয্যে ভগ্নীপতি।

অমলা।—বিধবার এক মুঠো আলোচাল আর এক খান কাঁচকলা হলেই দিন যায় তার আবার এত কেন ?

জীবর মা।—তাকি বোন্ সকলে বোঝে—আমি একদিন লক্ষ্মী পূজোয় সনকাকে নিমন্ত্রণ করতে গেছিলাম—ভাব্লাম—(বলি বিধবা মানুষ—বারো মাস হাত পুড়িয়ে রেঁধে খায়) যেই বলেছি—আমার বাড়ী লক্ষ্মী পূজো—মায়ের ভোগ্ চারটী খেতে বল্তে পারি কি ? অম্নি মুখ ঝাম্টা দিয়ে চোখ্ দুটো তেলোয় তুলে—সে যে মুখ্খান করে উঠ্লো—তোমরা যদি দেখ্তে ত হেসে আর বাঁচতে না—বলেন পোড়াকপালে হাতের খাড়ু ঘুচেছে বলে কি যার তার হাতে খেয়ে বেড়াব। আমিত অবাক্—ভাব্লাম্ এ আবার কোন দিশে বিষহরি। মিথ্যে কথা বল্তে নাই—শরতের মার কিন্তু মান্যেতা আছে—সে বল্লে—ও দিদি—ওঁর পাতের পেসাদ পেলে আমরা বোর্ত্তে যাই যে বাড়ীতে ওঁর পা পড়ে সে বাড়ী পবিত্তির হয়। বাসী হাঁড়ীতে খান—সিদ্ধ চাল খান—তার আবার গুমোর দেখ !

রসনা।—বড় মানের ভাত খাচ্ছেন কি না, তাই এত ঠ্যাকার। আমি ভাব গতিক দেখে মাগীর সঙ্গে আলাপ করিনে—যাদের রূপ দেখেন, অনেক গহনা দেখেন, তাদের গলা জড়িয়ে বেড়ান—আর কালো মান্ষের সঙ্গে কথাই কন না।

অমলা।—কাল দেখে ঘেন্না করা ও এক এক জনের কেমন একটা বিদ্ঘুটে স্বভাব। আমার শ্বশুর বাড়ীর গাঁয় চাটুর্য্যেদের বাড়ীর মেয়ে পুরুষে কাল লোক দেখতে পারে না, গাঁয় কেউ কাল বউ বিয়ে করে আন্লে—বলে, কাল বোয়ের আবার মুখ দেখ্ব কি ; টাকাটা জলে ফেলে দিতে ! কাল ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করে না—কাল মানুষ ভয়ে তাদের বাড়ীতে কেউ পা দেয় না—সাক্ষাতেত মুখ শিঁটকানো আছেই—যেই মানুষটো চোখের বার হয় অম্নি গুষ্টী শুদ্ধ বসে তার ভিক্নেস্ কর্তে থাকে। তাদের মেজ বোয়ের একটী কালো মেয়ে হয়েছিল—দেখে গিন্নি বলেন—পোড়াকপালে—ব [illegible] অবার কোথেকে আন্লে—এ মেয়ে কখন আমার বেটার না—আমি গঙ্গা জল ছুঁয়ে দিব্বি কর্তে পারি।

রমনা।—তাদের কি ত্রিকূলে কারো কেউ কাল নাই—কালোর উপর যাদের এত তাচ্ছিল্য তারা বুঝি কৃষ্ণ মন্ত্রেও মন্ত্র নেয় না; কালী পূজোও করে না,—অন্ধকার রাত্রে ঘুমোয় কি ক'রে; ডরিয়ে ডরিয়ে উঠে বুঝি?

জীবর মা।—কথায় বলে—কাল?—জগতের আলো। লাল, কাল আর ধল নিয়েই পৃথিবী চল্‌ছে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর, তাঁরা তিনজনে তিন রঙ্গের হয়েও একজন হয়েছেন; কালোয় ধলোয় যারা বিভিন্ন ভাবে তাদের ইহকাল পরকাল সব মিথ্যে। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম লক্ষণ যখন মিথিলায় গেছিলেন, রামকে দেখে জনক রাজা ব'লেছিলেন।

গীত।

রাগিণী—ঝিঁঝিট——তাল—জৎ।

সুর (এই দাসীর কথা যদি রাখ প্রাণনাথ বল শুনি।)

মুনি, কালো ছেলে এনে কথার ছলে আমায় কি দেখালে।
কালো কায়, বল কায়, শুনে প্রাণ শুকায়,
এমন কালো দেখেছে বা কে কোন কালে।
হেরে যায় মন ভুলিল, কেমনে তায় বোল্‌বো কালো,
সত্য করি বল এমন কালোয় ভালো কোথায় পেলে।
এই কালো পাবার তরে, সাধকে সাধনা করে,
মোক্ষ ফল আজ পেলাম করে, জন্মান্তরের পুণ্য বলে॥

অমলা।—মানুষ হয়ে মানুষকে ঘেন্না কর্‌তে নাই তা যদি সকলে বুঝবে তবে লোকে এত দুঃখ পাবে কেন। আসি দিদি—বেলা গেল—অনেক কায কর্ম্ম আছে।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অতিথি সৎকার।

গোবর্দ্ধনপুরের অনতিদূরে একটী প্রশস্ত সরকারী কাঁচা রাস্তার ধারে একটী বৃহৎ অশ্বথ বৃক্ষের তলায় এক জন ব্রাহ্মণ দণ্ডায়মান হইয়া চঞ্চল

চক্ষে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতেছেন। বেলা তখন প্রায় তৃতীয় প্রহর, শ্রাবণ মাস; পূর্ব্ব দিবসে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হওয়ায় সে দিন মেঘরাজ যেন নিশ্চন্ত চিত্তে নিদ্রা যাইতেছেন। আকাশে মেঘের লেশ মাত্র নাই। সমস্ত দিন প্রচণ্ড কিরণে মনুষ্য ও অন্যান্য জীবকে দগ্ধ করিয়া স্বীয় দৌরাত্ম্য স্মরণ হওয়ায়, দিবাকর এখন যেন লজ্জায় নয়ন মুদিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু একেবারে তাহা পারিতেছেন না। ধনশালী দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তি যেমন অসহায় লোকের উপর অন্যায় উৎপীড়ন করিয়া অন্তরে কুণ্ঠিত হইয়াও কিয়ৎকালের জন্য কৃত্রিম কোপ্ প্রকাশ করিয়া আপনার অসার গৌরব রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, সম্প্রতি সূর্য্যদেবের যেন সেই দশা ঘটিয়াছে; অথবা কিয়দ্দূরে একটী ক্ষুদ্র জলাশয়ে একটী প্রফুল্ল পদ্ম পুষ্প দৃষ্ট করিয়া মধুর আলাপনে তাঁহাকে তুষ্ট করিতেছেন, সুতরাং অন্যমনস্ক থাকায় এখন তাঁহার অন্য দিকে দৃষ্টির খর্ব্বতা হইয়া আসিয়াছে। সরোবর বাসিনী সরোজিনী যেন কাতর কণ্ঠে কহিতেছে; হৃদয়বল্লভ,—বিরহিনী রমণীগণের গাত্রদাহ নিবারণ করিবার জন্য কি স্বস্থানে প্রস্থান করিতেছ?—এত ত্রস্ত কেন? এখনও বেলা আছে। কুলবধূদিগের বৈকালিক কর্ম্ম এখনও সম্পন্ন হয় নাই। পতিচিন্তায় প্রাণ ঢালিবার অবসর এখনও তাহারা পায় নাই। ঐ অশ্বত্থ তরুমূলে যে ব্রাহ্মণটী দণ্ডায়মান দেখিতেছ; তোমার ন্যায় উনিও ন্যায়বান; উঁহার চৌদ্দটী বিবাহ, প্রণয়িনীগণের চিত্ত বিনোদনার্থে উনি সর্ব্বদাই তৎপর।

পাঠক মহাশয়! বলিতে কি, প্রকৃতই ঐ কৃতি দ্বিজবর ইদানীন্তন সময় কর্ত্তব্য গুণে অনেকেরই বরনীয়। নির্দ্দোষী মানব এ মর্ত্ত্য জগতে সচরাচর সম্ভবেনা; কিন্তু কলঙ্ক সত্ত্বেও শীতলতা ও সুধাময় প্রভৃতি বিশেষ গুণে গুণান্বিত হওয়ায় শশাঙ্ক যেমন জগজ্জন মনহারী, উক্ত দ্বিজরাজ ও সেইরূপ বহুরূপ গুণের আকর, এবং নর নারী সমাজে অনেকেরই আদরের ধন। উঁহার বয়ঃক্রম আপাততঃ ৫৬ বৎসর; নাম শ্রীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বকৃত ভঙ্গ, বেগের গাঙ্গুলী: হরিরাম ঠাকুরের সন্তান।

শ্রীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতার নাম ৺পিতাম্বর গঙ্গোপাধ্যায়, তিনি একজন সদ্‌গুণ সম্পন্ন বিষয়াপন্ন মান্যগণ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। সরকারী খাজনা বাদে বারো হাজার টাকার অধিক তাঁহার জমাদারীর আয় ছিল। স্বগ্রাম বাসী

জীবন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক একজন দুঃখী দ্বিজের কন্যা দায়ে দুঃখিত হইয়া আপনার একমাত্র পুত্র শ্রীচরণের সহিত তাঁহার কন্যা কুসুম কুমারীর বিবাহ দিয়া কুলভঙ্গ করিয়াছিলেন। তখন শ্রীচরণের বয়ঃক্রম ১৫ বৎসর। কুলভঙ্গের কথা শ্রুত হইয়া নানা স্থান হইতে কন্যাদায় গ্রস্থ ব্রাহ্মণগণ পীতাম্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকটে আসিতে লাগিলেন; গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহাদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ২৫ বৎসর বয়সের মধ্যে শ্রীচরণের ১৩টী বিবাহ দিয়া স্ত্রী পুরুষে ৺ কাশী বাসী হন। ৺ কাশীধামে পৌছিবার অষ্ট দিবস পরেই তাঁহার পত্নী স্বর্গারোহন করেন; ভার্য্যার মৃত্যুর পঞ্চ দিবস পরেই তাঁহার ও ৺ কাশী প্রাপ্তি হয়। পিতা মাতার ঔর্দ্ধদেহীক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শ্রীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় এক্ষণে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অধীন হইয়া পড়িয়াছেন। ৺দুর্গোৎসব প্রভৃতি পৈত্রিক কার্য্য সমাপনান্তে, বৎসরের মধ্যে প্রায় চারিমাস কাল উপর্য্যুপরি তিনি ছয়টী শ্বশুরালয় গমনাগমন করেন। এরূপ করিবার কারণ এই যে, তাঁহার চতুর্থ, পঞ্চম ও একাদশ পত্নীর পিত্রালয়ের অবস্থা অতি ক্ষুন্ন; দুর্ভাগ্য বশতঃ এই তিন স্ত্রীরই মাতৃত্রয় অতি প্রাচীনা তাঁহাদের ঐ এক মাত্র দুহিতা ব্যতীত অন্য সহায় নাই, সুতরাং শ্বশ্রু ত্রয়ের ভরণ পোষণের ভার ও তাঁহাকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছে ও তিনি স্বইচ্ছায় ... এয়কে তাঁহাদিগের মাতার নিকটে রাখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ষষ্ঠ, নবম ও দ্বাদশ ভার্য্যা ত্রয়কে ও কোন বিশেষ কারণ বশতঃ বৎসরের অধিক দিন তাঁহাদের পিতৃভবনে থাকিতে হয়; কিন্তু পূজা পার্ব্বণে সকলেই শ্বশুরালয়ে গমন করেন। উপরোক্ত ষড় ভার্য্যাকে তিনি মাস মাস যথোপযুক্ত খরচ পত্র দিয়া থাকেন। গঙ্গোপাধ্যায়ের আর অষ্ট ভার্য্যা সচরাচর তাঁহার ভদ্রাসন বাটীতেই অবাস্থতি করেন। এই চৌদ্দটী স্ত্রীকে তিনি তুল্যাংশে বস্ত্রাভরণ দিয়াছেন। প্রণয়িণী গণের মনে কোন কষ্ট দিলে পাছে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হয় এই আশঙ্কায় তিনি সদা সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের চিত্ত বিনোদনার্থে যত্নবান। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অনেক কুল কুলাঙ্গা রর প্রকৃতি পবিত্র হইয়াছে; তাঁহারা এক্ষণে বুঝিয়াছেন যে, কর্ত্তব্যই ঈশ্বরোপাসনার প্রধান অঙ্গ। একমাত্র শ্রীচরণের সদ্‌গুণ স্বাতি নক্ষত্রের বারি হইয়া অস্থানে ও উপকার করিতেছে।

ষষ্ঠ গীত।

রাগিণী রামকেলি-কালাংড়া —তাল-জলদ তেতালা।

ওরে মন, বিফলে দিন কোরোনা যাপন। যাবার নাই নিরূপণ॥ প্রত্যুষে পুষ্প তুলে, কালীপাদ পদ্মমূলে, মন খুলে কর নিত্য পাদ্য অর্ঘ সমর্পণ। সত্যের দোহাই দিয়ে মিথ্যা প্রবঞ্চনা, হিংসা ক্রোধ আদি করোনা আলোচনা, জগৎ সন্তুষ্ট হলে তুষ্ট হন ত্রিলোচনা, বিবেচনা করে কর সকল কর্ম্ম সমাপন। সূর্য্যের জ্যোতি যেমন সংসার আলো করে, কীর্ত্তি অন্তরের অন্ধকার হরে, কুবাক্য বল্লে পরে, উড়াবে ধৈর্য্য ধরে, গুহ্যকথা সদাকরে রেখো সদা সঙ্গোপন॥

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্রীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতা মাতা বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহার ১৩টী বিবাহ হইয়াছিল; তাঁহার চতুর্দ্দশ পক্ষের বিবাহ বড় আশ্চর্য্য জনক, সে বিষয় পরে বলিব। সকল ভার্য্যাকেই তিনি তুল্যাংশে বস্ত্রাভরণ দিয়াছেন। ভার্য্যাগণের প্রয়োজন হইলে পাছে কাহাকেও কাহারও মুখাপেক্ষা করিতে হয় এজন্য তাঁহাদের প্রত্যেককেই তিনি ৫০০৲ পাঁচশত করিয়া টাকা দিয়াছেন। ক্রিয়া উপলক্ষে সীমন্তিনীগণ যখন সকলেই শশুরালয়ে উপস্থিতা হন, তখন গঙ্গোপাধ্যায় অবসর মতে মধ্যে মধ্যে তারা ঘেরা চন্দ্রের ন্যায় স্ত্রী মণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া জ্ঞান চর্চ্চাও শাস্ত্রীয় কথায় সকলকে সন্তুষ্টা করেন, এবং রামায়ণ ও মহাভারতাদি পাঠ করিয়া তাঁহাদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন; এজন্য কোন কোন সময় তাঁহার পত্নীগণ তাঁহাকে পাঠশালার গুরুমহাশয় বলিয়া সম্বোধন করেন। একদিন কনিষ্ঠা স্ত্রীর এরূপ সম্বোধনে, তিনি পরিহাসচ্ছলে কহিলেন-গুরু ত অনেক দিন হইয়াছি কিন্তু তোমাদের মধ্যে একজন ভিন্ন আর কেহই ত আমাকে গুরু দক্ষিণা দিতে পারিলে না। তাহাতে তাঁহার কনিষ্ঠা ভার্য্যা কহিলেন, দক্ষিণা কি আর, সকলেই হাতে হাতে দিয়া থাকে, আমাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠা যিনি তাঁহার দেওয়াতেই আমাদের সকলের দেওয়া হইয়াছে। এ কথার ভাবার্থ এই যে তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে কেবল দুইটী মাত্র পুত্র জন্মিয়াছে; প্রথম পুত্রটীর নাম মনোরঞ্জন ও দ্বিতীয়টীর নাম অংশুমালী। এতদ্ভিন্ন আর কাহারও উদরে সন্তান কি সন্ততি কিছুই হয় নাই। বিধাতার ইচ্ছায় অন্য ত্রয়োদশ জনই বন্ধ্যা।

স্ত্রীগণের মধ্যে কেহ লেখাপড়া জানেন না, কিন্তু উপযুক্ত স্বামী সহবাসে তাঁহারা সকলেই সুপবিত্রা ও বহুগুণ সম্পন্না হইয়াছেন।

৭ গীত।

রাগিণী-মূলতান—তাল—আড়খেম্‌টা।

সুর (তুই যেমন সুরূপা)

ও মন, সৎপথে সুখ আছে। সদা বসত কর সতের কাছে।

সঙ্গ গুণে সজ্জনের গুণ পায় নির্গুণে,

শশীর উদয় হলে নিশার আঁধার ঘুচে।

কাল বলে কয়লা খানা, কেনা তারে করে ঘৃণা,

অনলের সংযোগে সে হয় অগ্নিকণা,

সোনার সঙ্গে দাঁড়ায় তখন সমান ছাঁচে॥

আমি বড় অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, সৎকুলোদ্ভব সুব্রাহ্মণকে অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় অনেকক্ষণ একাকী রাখিয়া বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। ব্রাহ্মণ হয় ত মনে মনে আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! দুগ্ধ ফেণ শয্যায় শয়ন করিয়া যাঁহার সকল সময় সুনিদ্রা হয় না, তিনি যে অদ্য বৃক্ষমূলে বসিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন! ইহাঁর ত সাহস কম নয়, এই জনশূন্য প্রান্তর মধ্যে যদি কোন হিংস্রক জন্তু কিম্বা দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন, তবে যে সোনার কার্ত্তিক অকালে বনেই বিসর্জ্জন হবে।

পয়ার।

উঠ উঠ দ্বিজরাজ কত নিদ্রা যাও

বুঝিবার দোষে কেন অন্যেরে মজাও॥

এক তীরে মারা যাবে অনেক বিহঙ্গ।

একাকী গহন মাঝে হয় না আতঙ্ক॥

তব যোগ্য নহে এই নিরালয় স্থান।

সাবধান বিনা দেহে রবে না হে প্রাণ॥

মানুষের নিকটে মানুষের আদর।

তোমা ধনে কি চিনিবে বনের বাঁদর॥

অজ্ঞানে জানে না কভু মাণিকের গুণ।
অরসিকের কাছেতে পাছে হও খুন॥
শিশু করে দুগ্ধ পান পশু খায় রক্ত।
আশু আসি তব প্রেমে হইবে আসক্ত॥
অনিচ্ছাতে দিতে হবে দেহ প্রাণ ধন।
ছাড়িবে না পায়ে ধরে করিলে রোদন॥

অকস্মাৎ ব্রাহ্মণের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। দুর্গা নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন।

ব্রাহ্মণ। আর ত ভাল লাগে না—না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেহটা মাটী হয়ে গেল। বাবার যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ ছিল না,—একটী ছেলের ১৩টী বিবাহ দিয়াছেন; আবার আমি তার উপর (গোদের উপর বিষ ফোড়া) আর একটা বিয়ে ক'রে বসেছি; সামান্য এই চৌদ্দ পোয়া দেহ জমীতে চৌদ্দ জনে আশ্রয় নিয়েছে, আমাতে কি আর আমি আছি? দূর হোক, আজ আর কোন শ্বশুর বাড়ীতে যাব না: এই গ্রামে কোন বাড়ীতে গিয়ে অতিথি হই; খাই না খাই তবু একরাত ঘুমিয়ে ত বাঁচব?

গ্রাম্য পথে উপনীত হইয়া অনেক উদ্যান, পুষ্করিণী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহস্থাশ্রম অতিক্রম করিয়া একটী লক্ষ্মীবন্ত গৃহস্থের বহির্ব্বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে একজন পরামাণিকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্রাহ্মণ। ওহে বাপু? এ বাড়ীটী কি ব্রাহ্মণের?

পরামাণিক। আজ্ঞা হাঁ মহাশয়। চাড় যো মহাশয়দের বাড়ী।

ব্রাহ্মণ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরে অনেক গুলি লোক বসিয়া পাশক্রীড়া করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ—আমি অতিথি?

ব্রাহ্মণগণ প্রতি নমস্কার করিলেন।

গৃহস্বামী। আসতে আজ্ঞে হোক্; আজ আমাদের পরম ভাগ্য। আপনাকে দেখে আমার এমনি জ্ঞান হোচ্চে—যে, রাবণ

বধের পর রামচন্দ্র যেন ভরদ্বাজের আশ্রম ভুলে কশ্যপের কুটীরে পদার্পণ ক'র্‌লেন। আমাদের এমন কি ভাগ্য যে, আপনার ন্যায় ব্রাহ্মণের সেবা ক'র্‌তে পা'র্‌ব ; এ আপনারই বাড়ী।

রাগিণী—তাল- কাওয়ালি।

(৺মধুসূদন কানের সুর)—দেখ্‌তে যেন কাঙ্গালিনীর মত।

উদয় হও রাম হৃদয় লঙ্কা পুরে। ভাই লক্ষ্মণকে সঙ্গে কোরে॥ শান্তিরূপা সীতার উদ্ধার তরে॥ কামরূপী রিপুরাজ রাবণ, যার ভয়ে ভীত ত্রিভুবন, বধ তারে পতিত্ পাবন, তবে জীবন পাইহে ঘোর দুস্তারে। যদি বল পাপ জলধি কেমনে হই পার, তাপে তনু পাষাণ হয়ে রয়েছে আমার : আছে বীর্য্য বীর হনুমান, গাম্ভীর্য্য তাহে জাম্বুবান, আমি হই মৃত্তিকা সমান, সেতু নির্ম্মাণ হেতু ভক্তি ভরে॥ মিছে মাত্র আছে মিত্র বিবেক বিভীষণ, সদয় হয়ে দেওহে তারে সাহস হিংসাসন ; ক্রোধ হয়েছে কুম্ভকর্ণ, করহে তার দম্ভচূর্ণ, তবে আশা হবে পূর্ণ, দুরাশা নিকষা যাবে দূরে॥ অহঙ্কার হয়েছে আমার কুমার ইন্দ্রজিৎ, অনন্ত দেব এসে তারে করুণ পরাজিত্ ; ভাগীত মম প্রাণতরণী, যার তাপে তাপে ধরণী, তরাও তারে বৈতরণী, এই মিনতি করি সকাতরে॥ মূলে শত্রু আছে মোহ সে মহারাবণ, সে ম'লে সমূলে রিপুর হয় মূলচ্ছেদন, লজ্জা সরমা সুন্দরী, লজ্জা তার রাখহে হরি, মায়া রাণী মন্দোদরী, মজায় না যেন সে মহেন্দ্রেরে॥

ব্রাহ্মণ। ভরদ্বাজই হ'ন আর কশ্যপই হ'ন—যখন ঋষির আশ্রমে আজ আশ্রয় পেলাম, তখন আমাকে আর পায় কে ; মা অন্নপূর্ণা স্বয়ং এসে আজ আমাকে আহার করাবেন।

গৃহস্বামী। অবশ্য, মা অন্নপূর্ণার কৃপা ভিন্ন এই সংসার চ'ল্‌ছে কিসে ; কিন্তু আমরা যে পূর্ব্ব পুরুষের নরাধম সন্তান, ঋষিদের মত

আমাদের সাধনা কৈ ; যে মা এসে রন্ধন শালায় আবি-
ভূ‘তা হবেন।

ব্রাহ্মণ। ও মহাশয়, মন চাঙ্গা, ত কাটুতে গঙ্গা। যত জীব, তত শিব।
যত রমণী, তত জননী।

প্রতিবাসী। এক জনকে বাদ দিন।

ব্রাহ্মণ। শিব তন্ত্রের মতে গেলে কেহই বাদ পড়েন না।

(সকলের হাস্য)

ব্রাহ্মণ বড় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুরুষ। পদদ্বয়ের অঙ্গুলি হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত এরূপ অপরূপ ভাবে সুগঠিত যে, তাঁহাকে কন্দর্পের কনিষ্ঠ সহোদর বলিলে মনে প্রীতি জন্মায় না ; হয় ত তাহাতে তাঁহার সৌন্দর্য্যের অপমান করা হয়। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি আছে, তবে ইংরাজী যাহা জানেন তাহাতে ইংরাজের সঙ্গে অনায়াসে কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন। বিষয় কর্ম্মে এতদূর বিচক্ষণ যে, অনেক সময় অনেক জমীদার ও প্রবীণ রাজ কর্ম্মচারীরাও গোপনে তাঁহার সহিত পরা-মর্শ করিয়া কার্য্য করেন। যে সময় চট্টোপাধ্যায় দিগের বাটীতে তিনি অতিথি হইলেন, তখন তাঁহার পরিধান শ্বেত পট্টাম্বর, পদদ্বয়ে মকমল মণ্ডিত চিনামা, গলদেশে সুবর্ণমণ্ডিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষের মালা ও যজ্ঞো-পবীত, দক্ষিণ হস্তের অনামিকা অঙ্গুলিতে একটী নবরত্ন খচিত স্বর্ণাঙ্গুরী, কপালে শ্বেত ও রক্তচন্দন মিশ্রিত দীর্ঘ ফোঁটা, কটী দেশের অধঃভাগ উত্তরীয় বেষ্টিত, বামহস্তে একখানি গামছা জড়ান একটী কার্পেটের থলি ও দক্ষিণ হস্তে ছত্র। এ জগতে সৌন্দর্য্য এমনি নয়ন মন মুগ্ধকারী যে, সময় সময় মানুষ ভয়ানক পাষণ্ডের হস্তেও পরিত্রাণ পায়, বিপক্ষেরাও বিপক্ষতাচরণে নিবৃত্ত হয়, অল্প বিদ্যাবুদ্ধি সত্ত্বেও অনেকের নিকট আদর নীয় হওয়া যায়, এবং দূরবস্থাপন্ন হইলেও লোকে দয়া করে। গৃহ কর্ত্তার আদেশ অনুসারে একটী বালক ভৃত্য, ব্রাহ্মণকে বাতাস করিতে লাগিল, এবং পুরাতন ভৃত্য নটবর ঘোষ তামাক দিয়া গেল।

গৃহস্বামীরা চারি সহোদর। জ্যেষ্ঠ অমলচন্দ্র, মধ্যম কমলচন্দ্র, তৃতীয় বিমল চন্দ্র ও কনিষ্ঠের নাম নির্ম্মল চন্দ্র। ইহাঁদিগের পিতা গগণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক জন কৃতি পুরুষ ছিলেন ; আপনার বুদ্ধি

কৌশলে তেজারতি, মহাজনী ও বন্দকী কারবার করিয়া সাংসারিক অবস্থার উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। প্রায় আড়াই বিঘা ভদ্রাসনের মধ্যে উত্তর সীমানায় সিঁড়ীর ঘর সম্বলিত লম্বা দরদালান সংযুক্ত আট্‌টী পাকা কুঠারী, পূর্ব্বদিকে একটী বৃহৎ প্রকোষ্ঠ, (বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন সে ঘরটী প্রায় ব্যবহার হয় না) পশ্চিমে একখানি প্রশস্ত রন্ধনশালা ও ঢেঁকী-শালা। অন্দরের বৃহৎ অঙ্গনের এক পার্শ্বে তিনটী ধান্যের ও একটী চাউলের গোলা, (মরাই), অপর পার্শ্বে গোশালা ও কাষ্ঠ তৃণাদি রাখিবার ঘর। ইষ্টক প্রাচীরের বহির্ভাগে বাটীর উত্তর ও পূর্ব্বসীমায় পুষ্করিণী, পায়খানা ও নানাবিধ ফলপুষ্পের বাগান। সদর বাটীর মধ্যে চণ্ডীমণ্ডপ, দুইটী বৈঠকখানা ঘর, ভিয়ান ও বাজে লোকের জন্য প্রাচীরের গায় একখানি লম্বা চালাঘর এবং বাজন্দার দিগের জন্য একখানি ছোট চালা-ঘর। সদর বাটীর বহির্ভাগে একদিকে একটী বিল্ববৃক্ষ ও অন্যদিকে দুইটী জোড়া পায়খানা এবং সম্মুখে একটী পাকাঘাট সংযুক্ত পুষ্করিণী।

অমল। মহাশয়ের নাম ধাম জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি?

ব্রাহ্মণ। আমার নাম শ্রীশ্রীচরণ দেবশর্ম্মণঃ, বেগের গাঙ্গুলী, হরিরাম ঠাকুরের সন্তান। নিবাস হালিসহরে।

প্রতিবাসী। স্বভাব না ভঙ্গ?

শ্রীচরণ। আমি স্বকৃত ভঙ্গ। যেমন তেমন ভঙ্গ নই, একেবারে চৌদ্দভাগে বিভক্ত। ব'ল্'ব কি মহাশয়, ভেঙ্গে ভেঙ্গে আমার শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছে—তাই কোন শ্বশুর বাড়ী আজ না গিয়ে এই বাড়ীতে এসে অতিথি হোলাম।

প্রতিবাসী। আপনি ত দেখ্‌ছি বেস সুরসিক। দেখ্‌তেও যেমন, কথা বার্ত্তায় ও তেম্‌নি।

শ্রীচরণ। রসিক কেবল মুখে; তাড়িখোর শিউলীদের হাতে পড়ে এই দেহ তরুর এক দিন ও জীরণ নাই, কাজেই ক্রমে নিরস হয়ে পোড়্‌ছি।

কুলীন। শিউলীদের জবাব দিলেই পারেন, দেহকে এত কষ্ট দেবার কি প্রয়োজন? আমিও ত ১০টী বিবাহ ক'রেছি; কালে ভদ্রে কখন শ্বশুর বাড়ী গেলাম ত গেলাম; নইলে এক-

টীকে বাড়ীতে এনে রেখেছি সেই আমার সংসারের সর্ব্বে সর্ব্বা।

শ্রীচরণ। (সহাস্যে) কুণ্ঠিত হবেন না, বেস ক'রে ভেবে দেখুন দেখি, নয়টী কুলবালার অন্তরে ব্যথা দিয়ে আপনি কি ভাল কাজ ক'রছেন? তাঁদের এক এক বিন্দু চক্ষের জল আর দীর্ঘ নিশ্বাস যে আপনার স্বর্গ-পথের কণ্টক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জন্মে জন্মেও সে পাপের মোচন হবে না। যিনি সংসারে আছেন তিনিও সহধর্ম্মিণী; আর যাঁরা তাঁদের পিত্রালয় থেকে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ ক'রছেন, তাঁরাও আপনার সহধর্ম্মিণী। তাঁদের মর্ম্মান্তিক কষ্ট দিয়ে আপনি অধর্ম্ম সঞ্চয় ক'রছেন কেন? সুধু ভগবানের নাম নিলে ভগবান্ তুষ্ট হন না, আপনার কর্ত্তব্য পালন করা চাই—নতুবা তাঁর দয়া হয় না। এ বিষয় আপনা আপ্‌নি না বুঝ্‌লে কেউ কাকে বুঝিয়ে দিতে পারে না।

কুলীন। বড় জোর আমি আর তিন জনকে এনে খেতে প'র্‌তে দিতে পারি; কিন্তু সকলকে পোষা ত আমার সাধ্য নয়? তাতে তাদের আবার তিন চারিটী ছেলে মেয়েও আছে।

শ্রীচরণ। আমার দুচ চারটে কথায় আপনার মন যে নরম হয়ে এ'ল, আমি এ আহ্লাদ রাখ্‌বার আর স্থান পাচ্ছি না। আপ্‌নি ব'ল্‌লেন তাঁদের তিন চারিটী ছেলে মেয়ে আছে; তারা কার? তারা ত আপনারই। দেখুন দেখি কি দুঃখের বিষয়: যে, সন্তানের অভাবে ক্রোর পতিরাও পোষ্য পুত্র গ্রহণ ক'রে তাকে সর্ব্বস্ব দিচ্ছেন, আর ঔরস জাত কন্যা পুত্র হয়ে আপনার অন্নে প্রতিপালিত হওয়া দূরের কথা, আপনাকে দর্শন ক'রে জন্ম সার্থক ও ক'র্‌তে পার না। আচ্ছা—কোন স্থান হতে আপ্‌নি যদি মাস মাস পোনেরটী টাকা পান, তা হলে আর কয়জনকে বার মাসের জন্য বাড়ীতে এনে রাখ্‌তে পারেন কি না?

কুলীন। তা পার্'ব না কেন। তবে শূদ্রের দান নিতে ইচ্ছা নাই।

শ্রীচরণ। ঐ টুকু লোকের বুঝ্বার ভুল; পরিবারের মনে কষ্ট দেওয়ার চেয়ে কি শূদ্রের দানগ্রহণে বেশী পাপ? আমাদের হয়েছে—বিষ নাই কেবল কুলোপানা চক্রখানা। মনে করুন যদি আমাদের বাড়ী থেকে মাস মাস টাকাটা আসে —তাতে কি কোন আপত্তি আছে?

ইতি পূর্ব্বে সকলে নর বৃক্ষের শোভা সন্দর্শনে মোহিত হইয়াছিলেন; সম্প্রতি উহার ফল-পুষ্পের আঘ্রাণ পাইয়া সকলে মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কেরে! এ ব্রাহ্মণ ত বড় সাধারণ লোক নয়।

চাকরে পা ধোবার জল ও গামছা আনিয়া দিল, এবং চণ্ডীমণ্ডপের এক পার্শ্বে হস্ত মার্জ্জনা পূর্ব্বক একখানি কার্পেটের আসন পাতিয়া রাখিয়া গেল। কিঞ্চিৎ পরে কনিষ্ঠ নির্ম্মল চন্দ্র খালি পায়, দক্ষিণ হস্তে রেকাবীতে তুইটী সন্দেশ, তুইটী রসকরা, একটী আতা ও কিঞ্চিৎ তুগ্ধের সর এবং বাম হস্তে পূর্ণ—জলপাত্র ও ডিবায় চারিটী পানের খিলি লইয়া মার্জ্জিত স্থানে রক্ষা করিলেন।

নির্ম্মল। (কর জোড়ে অতিথির প্রতি) গাঙ্গুলী মহাশয়: পা ধুন, কিঞ্চিৎ জলযোগ কর্‌তে হবে?

শ্রীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় হস্ত পদাদি প্রক্ষালন-পূর্ব্বক জলযোগ করিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে পূর্ব্ব স্থানে উপনীত হইলেন।

অমল। রাত্রে মহাশয়ের আহারের কিরূপ ব্যবস্থা করা যাবে?

শ্রীচরণ। আপনার ঘরের মেয়েরা যা পাক ক'র্‌বেন্ তাই আহার কোর্'ব।

কুলীন। ছেলে মেয়ে গুলির কি ব্যবস্থা কোর্'ব?

শ্রীচরণ। যারা অত্যন্ত শৈশব তারা তাদের গর্ভধারিণীদের সঙ্গে আপনার বাটীতে আস্‌বে বই কি—এখন শস্তা গণ্ডা, ঐ টাকাতেই তাদের ও চ'লে যাবে। আর যারা বড় হয়েছে তারা আপাততঃ তাদের মামার বাড়ীতেই থাক না; শেষ যা হয় বিবেচনা করা যাবে।

কুলীন। আমার পরিবারের মধ্যে দুই জনের অবস্থা বড় মন্দ; তাঁরা চরকা কেটে সুতো বিক্রি ক'রে পেট চালান; কাল সকালে গিয়ে আগে তাঁদের এখানে আনি?

শ্রীচরণ। তাতে কি আর বিলম্ব ক'রতে আছে। আপ্‌নি ব'ল্‌ছিলেন আমি আর দুই তিন জনের ভার নিতে পারি; এত দিন তা কেনই বা না কর্‌লেন্—আপনার উপর আমার এম্‌নি রাগ হোচ্ছে যে সে কথা আর ব'ল্‌তে পারি না। পুরুষ হয়ে স্ত্রীর প্রতি এত অত্যাচার পরমেশ্বর সইবেন কেন?

কুলীন। আপনি যখন কুলীন, তখন আমাদের কুলীনদের দশা ত জানেন: এক আপনাকে কেবল কর্ত্তব্যবান দেখ্‌ছি; নচেৎ সকলেরই যে এক ক্ষুরে মাতা মুড়ান; কাণ্ডজ্ঞান সকলেরই আমার মত। দেখুন মহাশয়—আপনি যা ব'ল্‌ছেন? আমি সময় সময় সে বিষয় ভেবে থাকি—তবে পুরুষানুক্রমে আমাদের কেমন একটা ছোঁয়াচে রোগে ধ'রেছে—আমরা যেন বুঝেও বুঝি না। পাঁচ জনের সম্মুখে আপনার সুবাতাস পেয়ে আজ আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্‌ল। আপনি টাকা দিন আর নাই দিন, তাদের বাড়ীতে এনে আমাকে যদি ভিক্ষা ক'রে ও খাওয়াতে হয়, প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি, তাও ক'র্‌বো।

শ্রীচরণ। আপনার নাম ও ঠিকানা আমাকে লিখে দিন?

কুলীন। নাম, শ্রীবিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সাং—গোবর্দ্ধনপুর, জেলা ২৪ পরগণা।

শ্রীচরণ। (কাগচ খানি লইয়া) লক্ষ্মীদের বাড়ীতে এনে দেখ্‌বেন যেন কোন অযত্ন না হয়—সর্ব্বদা মুখের দিকে তাকাবেন, কা'র অন্তঃকরণে কোন কষ্ট দেবেন না, আর মনে এটী যেন ধারণা থাকে—নারী স্বর্গ নারী ধর্ম্ম নারীহি পরমং গুরু। নারীর—প্রীতিমাপন্নে নারী অন্তে সত্মরণ।

১ম প্রতিবাসী। অতদূর ক'র্‌লে লোকে যে মেগের ভেড়ো ব'ল্‌বে?

২য় প্রতিবাসী। ওঁর বল্‌বার উদ্দেশ্য অন্যরূপ। আন্তরিক যত্ন নইলে কেউ কি পোষ মানে। একটা ছোট বক্‌না বাছুরকে এক মুটো ঘাস দিয়ে আট্‌কানো যায়; কিন্তু গাইগরুকে খোল বিচালী দিয়েও সর্ব্বদা চ'খে চ'খে রাখ্‌তে হয়; কি জানি কখন সে দড়ি ছেঁড়ে। বিবাহের পর বিশেশ্বর হয়ত তাদের কারো কারো সঙ্গে দ্বিতীয় বার দেখাও করেন নি।

বিশেশ্বর। আপনারা যতদূর মনে ক'র্‌ছেন, আমি আমার গুরুর কৃপায় ততদূর নিষ্ঠুর নরাধম নই·· তা হলে গাঙ্গুলী মহাশয়ের এক কথায় নরম হয়ে গ'লে যেতাম না।

১ম প্রতিবাসী। ফলেন পরিচিয়তে! দেখা যাক কতদূর গড়ায়।

বিশেশ্বর। এই আমি চল্‌লাম, কাল বেলা দেড় পরের মধ্যে নিদেনে একটীকেও বাড়ীতে এনে তবে আমার আর কায। (প্রস্থান)

---

৯ গীত।

রাগিণী—ভৈরবী——তাল পোস্ত।

সুর (যারে রত্ন ভেবে যত্ন ক'রে রাখ্‌লাম্ চিরদিন।)

হরি ভেবে ছিলে ছেলে তোমার হবে সুপণ্ডিত্। সাধু সঙ্গ জুট্'ল না তার ঘ'ট্‌ল বিপরীত্। লেখা পড়া শিখ্‌বে বলে; বিশ্ব বিদ্যালয় পাঠালে, ছয়জনে তার মাতা খেলে, বিগ্‌ড়ে দিলে রীত্। ষড় রিপুর সহবাসে, বাস ক'রে মজিলাম শেষে, কেমন ক'রে যাবো দেশে, শিখ্‌লাম্ না সুনীত্॥

২য় প্রতিবাসী। আমাদের দেশের ধনী লোকেরা অনর্থক বাজে খরচে টাকা নষ্ট না ক'রে আপনার মত যদি এইরূপ ন্যায় পথে চলেন তা হলে দেশের কত মঙ্গল হয়?

শ্রীচরণ। সদ্ব্যায় সদানুষ্ঠান আছে বই কি, নইলে সংসার চ'ল্‌ছে কি ক'রে।

২য় প্রতিবাসী। আমি ত দেখ্‌তে পাই যিনি যা কিছু করেন প্রায়ই

স্বার্থপরতার উপর। ধর্ম্ম ভেবে কায না ক'র্‌লে কোন কাযই সুখের হয় না।

শ্রীচরণ। গাছে উঠ্‌তে হলে সকল মানুষ কি একেবারে উচ্চডালে উঠ্‌তে পারে—দান—ক'র্‌তে ক'র্‌তে স্বার্থের সঙ্গে ক্রমে নিঃস্বার্থ ভাব এসে পড়ে।

২য় প্রতিবাসী। মেয়েরা একটা সামান্য কথায় বলে—স্বভাব যায় মলে ইল্লৎ যায় ধুলে। যশের প্রত্যাশী হ'য়ে যে, মানুষকে একেবারে মাটী করে।

১০ গীত।

রাগিণী—আশা ভৈরবী——তাল—জৎ।

হৃদয়ো সিন্দুকে রে মন এখনো দিলি না চাবী।
যদি কিঞ্চিৎ ক'রে থাকিস্ কেমন ক'রে তা বাঁচাবি॥
গুরু দত্ত গচ্ছিত মাল, প্রাণপণে কর্ সামাল,
নতুবা তুই হবি পয়মাল, বেমালুমে মাল ঘুচাবি॥

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। বৃদ্ধেরা স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। পাঠশালার বালকেরা কোলাহল করিতে করিতে আপনাপন ভবনে উপনীত হইল। কৃষক ও রাখালগণ গোধন ইত্যাদি লইয়া স্ব স্ব কুটীরে পৌঁছিল। পক্ষীগণ দূর দূরান্তর হইতে আসিয়া নিজ নিজ লক্ষিত স্থান আশ্রয় করিল। চতুর্দ্দিকে শঙ্খ, ঘণ্টা ও কাঁসর ধ্বনি আরম্ভ হইল। সধবা যুবতীগণ কেশ বিন্যাসাদি শেষ করিয়া আনন্দে শয্যা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এ দিকে বিমলচন্দ্র, গঙ্গোপাধ্যায়ের সন্ধ্যার আয়োজন করিয়া দিয়া, ৺ নারায়ণের আরতি দিতে চলিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে প্রতিবাসীগণের মধ্যে অনেকেই গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া সাংসারিক রীতি, নীতি পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

একটী বালক ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিল।

বালক। বাবা, বাবা, শীগ্‌গীর বাড়ী আসুন! বুধি গরুটো মাঠের

থেকে এসে, কেমন কেমন ক'র্‌ছে—মুখ দিয়ে গেঁজলা উঠ্‌ছে।

১ম প্রতিবাসী। (আসি মহাশয়) এই দেখুন এক বিভ্রাট—হয়ত মুচী ব্যাটারা কি থাইয়েছে। (পিতা পুত্রে প্রস্থান)

শ্রীচরণ। ঐ দুঃখেই ত ম'লাম্—কতক মুচীরে বিষ খাইয়ে মার্‌বে, কতক বিদেশীরা—উদরস্থ ক'র্‌বেন্—আবার এত খাবার সামগ্রী থাক্‌তে দেশীয় মহাপ্রভুরা অনেকে অখাদ্য না খেয়ে বাঁচ্‌বেন না—তাতে গো বেচারাদের আর বাঁচন নাই। হা জগদম্বে! তোমার এ আবার কি খেলা! এই বিশ্ব চিড়িয়াখানায় কত রকমই যে দেখাচ্ছো তার আর সীমা নাই। যে গোরু জগতের এত উপকারী যে, ঋষিরা একমুখে তাদের গুণ বর্ণণা ক'রতে পারেন নাই, সেই গোরু মেরে ফেলে তার মাংস খায় একি সাধারণ বিড়ম্বনা। মানুষের অখাদ্য কিছুই নাই।

---

১১ গীত।

রাগিণী—মোল্লার—তাল—ঠেকা।

দাশরায়ের সুর (শ্মশান ভবনে ভব থাঁয় ভাবে।)

গো হত্যা দোষে এবার গেল দেশ। কেহ শুনে না কারো উপদেশ; তারা, বিপত্যে তার মা দিয়ে রাজার প্রতি প্রত্যাদেশ। এমা, চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয়, থাক্‌তে নানা উপাদেয়, উপকারী জীবের উপর এত দ্বেষ; ফলে মুলে হয় না রুচি, খায় না খাসা মোণ্ডা লুচি, গণ্ডা গণ্ডা গোরুর জীবন হ'চ্ছে শেষ; যে দোষ চাক্ষষ, মনুষ্য রাক্ষস, মা তোর উদ্দেশ্য করে না কারো প্রাণের ভিতরে প্রবেশ। এমা, আমাদের সর্ব্বস্ব গোধন, সে ধন যদি হ'ল নিধন, সংসারে আর রইল কি ধন অবশেষ; কিসে হবে কৃষি কর্ম্ম, কেউ বুঝে না তার মর্ম্ম, গোচর্ম্ম আমদানী দেখি অনিমেষ; ভদ্র-লোকের লোভ, দেখে হয় যে ক্ষোভ, মানুষ, মাই খাবেনা মাকে খাবে এত

নয় মা তোর আদেশ। এ দেশের কি পোড়া কপাল, যত সব আদুরে গোপাল, সন্ধ্যাকালে হোটেলে হয় সমাবেশ; মাতৃ দত্ত ক্ষীরো ননী; খেতে চান্ না যাদুমণি, পোকা শুদ্ধ পচা পনির, বলেন বেস; অতি বুদ্ধি যাঁর, অপমৃত্যু তাঁর; বাপের দোষে বলি, বংশাবলি, কুষ্ঠ রোগেতে পায় ক্লেশ। ওমা, জন্ম মাত্রে দুগ্ধ বিধি, সর্ব্ব রোগের মহৌষধি; আমাদের পক্ষে মা অমৃত বিশেষ; কাল হবে যে কালের অধীন, দুদ্ খেলেও সে বাঁচে দুদিন, দিনে দিনে সে দুগ্ধ হ'ল নিঃশেষ; রক্ষকে ভক্ষক, কি ক'র্‌বে শিক্ষক, একে, তক্ষকে দংশেছে তাতে ধন্বন্তরি নিরুদ্দেশ॥

শ্রীচরণ। শীত প্রধান দেশে শস্যাদি ভাল জন্মায় না, সুতরাং সে দেশের ব্যবস্থা ও স্বতন্ত্র। কিন্তু আমাদের এই গ্রীষ্ম প্রধান সোনার ভারতবর্ষে পরমেশ্বর না দিয়েছেন কি; তাতে ও যাঁদের ক্ষুন্নিবৃত্তি না হয় তাঁরা নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী।

২য় প্রতিবাসী। গো খাদক লোকের বোধ করি রাক্ষসগণ?

শ্রীচরণ। তার আর সন্দেহ আছে। অনেকে যে ব'লেন; খাবার জিনিস খা'ব তাতে আবার অধর্ম্ম কি; সেই সূক্ষ্মটুকু যে বোঝে সেত বাপের ঠাকুর। ইংরাজের দেশেও যে অনেকে ফল মূল ভোজী; তাঁদের কি বিবেচনা শক্তি নাই, তাই মাছ মাংস ত্যাগ ক'রেছেন? তা নয়—ভালো লোক মাত্রেরই ধারণা যে, সাত্ত্বিক আহারে বুদ্ধি ও পরমায়ু বৃদ্ধি করে। কতকগুলি লোক এত দাম্ভিক ও একগুঁয়ে যে, আপনাদের গায়ের জোরে, হিন্দুদের টিট্‌কারী দিয়ে, গাঁয় মানেনা আপ্‌নি মোড়ল হয়ে, বাপ দাদা'কে বোকা বানায়ে, অখাদ্য খেয়ে, ঠিক যেন আপনাদেরই নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করেন। তার পরিণাম—হয় কুষ্ঠ ব্যাধি, নয় উৎকট্ রোগে অকাল মৃত্যু। গরম দেশে গরম দ্রব্য

সইবে কেন—সেই জন্যেই ত আহারের বিষয়ে আমাদের এত শাসন প্রণালী।

২য় প্রতিবাসী। মুসলমানের সময় এতটা গোরু মারা ছিল না; কালে ভদ্রে, পাল পার্ব্বণে, কেউ কখন গোবধ ক'র্‌তেন; তাতে ধর্ম্মত যা হোক্, দেশের তত ক্ষতি হ'ত না। এখন হয়েছে (চোর ডাকাতের ভয়; পেট ভ'র্‌লে হয়।) আর আমাদের হয়েছে, (নিশ্চিন্ত ঘরে ক'রেছি বিয়ে; খাই না খাই আছি শুয়ে।) (পেটে ভাত নাই কপালে সিঁদুর, গোলায় ধান নাই কেবল ইঁদুর।) (গলা নাই গান গাই; মাগ নাই শ্বশুর বাড়ী যাই।) (ঘরে চাল নাই কিনি পাঁটা; টেকো মাতায় টেড়ী কাটা।)

৩য় প্রতিবাসী। গোরু লয়ে ত এই বিভ্রাট; আবার দেখুন, কতকগুলি আদালত হয়ে কোথায় লোকের মঙ্গল হবে; তা না হয়ে যে সে রকমে মানুষ সর্ব্বশান্তই হ'চ্ছে। ভুক্ত ভোগী হয়েও ঘর ঘর গাঁয় মানেনা আপ্‌নি মোড়ল। শালিষ কি মধ্যস্ত মানা নাই—কাগচ পত্র হাতে ক'রে ছুট্‌লেন—যদি কেউ জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে—কি ভায়া? কোথায় যাচ্ছ? অমনি গরবের হাসি হেসে—বক্রদৃষ্টিতে এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত ক'রে বলা হ'ল--আদলতে বিশেষ প্রয়োজন আছে—সে সময় নিকটে যদি কোন সহজ বুদ্ধির লোক থাকে, সে তাঁর গরব মাখা ভাব দেখে মনে কর্‌লে—এঁর যখন হাকিমের কাছে যাতায়াত আছে তখন ইনি একজন মানুষের মত মানুষ—ঈশ্বর জানিত লোক—যে ব্যক্তি এঁর অনুগ্রহের পাত্র হতে পারে, এই পৃথিবীতে সে ধন্য। ইনি যার সঙ্গে হেসে কথা কন; তার বুঝি আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। খুঁচিয়ে ঘা করা মোকর্দ্দমার জন্যে যিনি কাছারীতে যান, তাঁকে দেখ্‌লে এম্‌নি জ্ঞান হয়, ইনি বুঝি হাকিমের পোষ্য পুত্র কিম্বা তাঁর শ্বশুরের বংশধর। কাছারীতে যাবার সময় মুখ নাড়া চোখ ঘুরানো দেখে কে; বিচারের

পূর্ব্বেই যেন, অল্প দোষে দোষী, আসামী বেচারা জেলে গিয়ে কোদাল পাড়্‌ছে। দয়া নাই, ক্ষমাগুণ নাই—যেন হিমালয় হ'তে পাতর বাছাই ক'রে বিধাতা তাঁর সৃষ্টি ক'রেছেন।

১২ গীত।

রাগিণী—টৌড়ী——তাল—কাওয়ালি।

প্রাণান্তে ক'রনা মন মাম্‌লা। তাঁরে, দূর হ'তে নমস্কার কর যাঁর মাতায় সাম্‌লা। কাছারী রূপ কাছার ঐরীর কাছে কাছা সাম্‌লা ;—পাছে তোমার হ্যান্ ক'রে লয় উকীল মুক্তার আম্‌লা॥ কার বিচালী কেবা খাবে পড়ে রবে গামলা ;— ঠিক্ হ'য়ে ঠিক্ দিয়ে রাখ জীবনের মোট জুম্‌লা॥

শ্রীচরণ। গৃহ বিবাদ কি সামান্য সামান্য বিষয়ে মোকর্দ্দমা ত ক'র্‌তেই নাই, তবে বিষয় রক্ষার জন্য জমীদারকে মধ্যে মধ্যে আদালতের আশ্রয় না নিলে সম্পত্তি রক্ষা হয় না। জমীদারের কার্য্যই হ'ল প্রজার প্রতি সদ্ব্যবহার করা ; তাতে নিজের ক্ষতি স্বীকারও সময় সময় ক'র্‌তে হয়—দুষ্ট প্রজা কিম্বা দুষ্ট লোকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার না ক'রে বিপদে সম্পদে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ভাবে চ'ল্‌তে পা'র্‌লে তাদের অনেককেই প্রায় বাধ্য করা যায়।

৩য় প্রতিবাসী। সে সত্য যুগ হ'লে হ'ত। এখন যে সকলেই কলি অবতার ; বা'র ব[illegible] ছেলেটীকে পর্য্যন্ত তুমি ব'লবার যো নাই=অমনি সেই মানের টেমি ভেঙ্গে যান। ইংরিজী নবিশ ভাড়ানীর বেটা থেকে আরম্ভ ক'রে জমীদারের ছেলেকে পর্য্যন্ত, বু'ড়রাও বাবু কি আপনি ব'লে না ডাক্‌লে তাঁদের আর নিস্তার নাই। কিন্তু কি ক'রে যে বাবু হয় সে জ্ঞান কারই নাই। ছুঁচোর গায় আতর দিলে কি কুকুরকে ঘি ভাত খাওয়ালে তাদের যে সহ্য হবে না

সে বিবেচনার নিকটেও যায় না। বিষয় থাক আর নাই থাক, মুচী ও বাবু ব্রাহ্মণের ছেলেও বাবু।

---

১৩ গীত।

রাগিণী—খাম্বাজ——তাল—জৎ।

কমলাকান্তের সুর (মা, কেমন তোমার বিবেচনা।)

মন, বাবু হও সদ্ব্যবহারে। আহারে বিহারে। রুষ্টে তুষ্ট কর মিষ্ট বাক্য উপহারে। গাম্ভীর্য্যকে ক'রে ঘোড়া, পর সত্য শালের জোড়া, বিষ নাইকো কেবল ধোঁড়া, কি সুখ সে বাহারে। তবে লোক বলিবে বড়, ষড় রিপুর সঙ্গে লড়, শত্রু হবে জড়সড়, তোমারে নেহারে। লয়ে লোকের গুহ্য কথা, ক'রনা মন মাতা বেথা, দেখ্‌লে এ জীবনের খাতা, কে দোষে কাহারে। অর্থে কি সামর্থ্যে পার, অপরের উপকার কর, অহঙ্কার কে ধ'রে মার, জ্ঞান অসি প্রহারে॥

কথায় কথায় রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর হইল। কনিষ্ঠ নির্ম্মলচন্দ্র অন্দর হইতে আগমন পূর্ব্বক চণ্ডীমণ্ডপের পার্শ্বস্থ দরজার নিকট দাঁড়াইয়া।—

নির্ম্মল। (করযোড়ে) গাঙ্গুলী মহাশয়; গাত্রোত্থান করুন; আহারের স্থান হয়েছে। বড় দাদা; আপনারাও তিন জনে আসুন?

প্রতিবাসীগণ। আমরাও তবে আসি—গাঙ্গুলী মহাশয়? আপনাকে পেয়ে এতক্ষণ আমরা যেন স্বর্গ সুখ ভোগ ক'রছিলাম। (অমল চন্দ্রের প্রতি) ওহে বাবাজী? যদি কপাল ক্রমে পাওয়া গিয়েছে—কাল যেন ওঁকে যেতে দিও না—উনি একটী রত্ন।

শ্রীচরণ। (বৃদ্ধের প্রতি) আপনাদের পায়ে স্থান পাবার যোগ্য কি?

বৃদ্ধ ও কথা ব'ল্‌বেন না—আপনি আমাদের মাতার মণি।

অমল। আমার ত—ইচ্ছা যে ওঁকে বেঁধে রাখি।

(সকলের প্রস্থান।)

চণ্ডীমণ্ডপে কেবল নটবর ঘোষ একাকী বসিয়া ব্রাহ্মণদিগের তেজস্য অর্দ্ধ দগ্ধ কলিকা লইয়া থেলো হুকায় তামাক টানিতে লাগিল; আর বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল।

নটবর। বাবা—বামণঠাকুরদের ক্ষুরে নমস্কার—ক'ল্‌কেটা একে-বারে বাদুড় চোষা ক'রে ছেড়েছে। (পুনর্ব্বার তামাক সা'জিয়া টানিতে লাগিল।)

হাবী গোয়ালিনীর মাতা। ও বাবা—নটবর?

নটবর। কেন—কি ব'ল্‌ছ গা?

হাবীর মা। আজ্ আবার যে মোর হাবীর পেটে ব্যথা ধ'রেছে—মেয়ে মোর ব্যথায় ছট্‌ফট্ ক'র্‌ছে—শীগ্‌গীর এক-বার এস বাবা—সে দিন তোমার অষুধে ধন্বন্তরি হয়েছেলো।

নটবর। চল—যা'চ্ছি। (উভয়ের প্রস্থান)

পূর্ব্বে হাবীর মা'য়ের অবস্থা বড় মন্দ ছিল না; তাহার স্বামী শম্ভু ঘোষ, দুগ্ধ, দধি ও ছানা বিক্রয় করিত। বাটীতে ৮টা গোরু, তিন খানা বড় বড় ঘর ও একখানা গোশালা ছিল। বছর বছর নন্দোৎসব ক'রে অনেক লোক জন খাওয়াত। ১২৪০ সালে শম্ভু ঘোষের মৃত্যুর পর হাবীর মা আপনার গহনা পত্র ও গারু বাছুর বিক্রয় করিয়া কাঁচড়াপাড়ায় হাবীর বিবাহ দিয়াছিল। কপাল যখন মন্দ হয় তখন মনুষ্যের বিপদের উপর বিপদ ঘটে; পুষ্পোৎসবের এক বৎসর পরেই হাবী বিধবা হইল। সম্প্রতি হাবীর বয়ঃক্রম ২৮ বৎসর। মায়ের জন্য হাবী গায়ের গহনা খুলিতে পারে না; হাজার হউক ভদ্র পল্লীতে বাস করে, পাঁচ জনের দেখাদেখি এখনও গহনা পরিতে তার লজ্জা হয়। তার মা বলে মুই যদ্দিন আছি তুই আর আমাকে খালি হাত দেখাস্ নে; তোর গায়ে গহনা থাক্‌লে তবু ভাবি, হয়ত আমার শ্যামচাঁদ বেঁচে আছে। একদিন ১৭।১৮ বৎসর বয়স্কা একটী বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যাকে আভরণ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া হাবীও আপনার রূপার মর্দ্দানা, গালার চূড়ি ও তাবিজ ইত্যাদি খুলিয়া হাত যাঁড় করিয়া বসিয়া আছে, এমন সময় তার মা বাটীতে আসিয়া, মেয়ের ঐ দশা

দেখিয়া চিৎকার ছাড়িয়া উঠানে আছ্ড়া পিছ্ড়ি করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পাড়ার লোক মনে করিল, মাগীর একটা বিধবা মেয়ে ছিল, আহা! তাও বুঝি গেল। সকলে দৌড়িয়া গিয়া দেখিল; (এক গাঁয় ঢেঁকি পড়ে, আর গাঁয় মাতা বেথা) হাবী গায়ের গয়না খুলে ফেলে আস্তে আস্তে ফুলে ফুলে কাঁদ্ছে; মাগী উঠানে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার ক'র্ছে; আর নটবর ঘোষ, ওগো তোমরা চুপ্ কর, ওগো তোমরা চুপ্ কর, বলিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতেছে। প্রতিবাসীগণ তাহা দেখিয়া, সে স্থানে মুখ চাপিয়া গৃহে আসিয়া হাসিয়া বাঁচিল।

এ দিকে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া অমল বাবু ও তাঁহার আর দুই সহোদর ভোজনে বসিয়াছেন; কনিষ্ঠ নির্ম্মল চন্দ্র, কি দিতে হয় না হয়—এজন্য এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন। আহারের উপকরণ—বাঁক-তুলশী চাউলের অন্ন, গোব্য ঘৃত, মোচার ঘণ্ট, মুগের ডাউল, মাছভাজা, মাছের ডিম, পটল ও কাঁটালের বিচি ভাজা, পুঁইশাক চড়্চড়ি, মাছের ঝোল, আনারসের অম্ল, লেবু, দুগ্ধ, আমসত্ব, চাঁপাকলা ও সন্দেশ।

শ্রীচরণ। অতি উত্তম পাক শাক হয়েছে। আমাদের বাঙ্গালীর এই ত উত্তম আহার।

অমল। আর যা দরকার হয় মহাশয় চেয়ে নেবেন?

শ্রীচরণ। যা দিয়েছেন এই যথেষ্ট—আর কত খা'ব।

ভোজনান্তে গঙ্গোপাধ্যায় বরাবর চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া দেখিলেন প্রদীপটী নির্ব্বাণোম্মুখ হইয়াছে—বাম হস্তের দ্বারা উহা পুনরোজ্জ্বল করিয়া দিয়া গাড়ুটী লইয়া হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন করিলেন; জল পাত্রে অতি অল্পই জল ছিল—সুতরাং অতি কষ্টে সেই জলে পদদ্বয় ধৌত করিয়া তক্তাপোষের উপর একটী তাকিয়ায় অর্দ্ধশায়ীত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাইত! এখন ও যে এঁদের কাহারও দেখা নাই—পান পাই না পাই তামাক পেলে, এক টান টেনে—এই খানেই নিদ্রা যাই। এরূপ অবস্থায় অল্পবুদ্ধি ও তেজী লোকের অন্তঃকরণে অভিমান ও ক্রোধোদয় হয়—নীচ মনের চাঞ্চল্যে হয়ত মনে করেন—এ বেটারা ত বড় ছোট লোক—(ছাইতে জানে—গ'ড়েন চেনে না) আগে মাতায় রেখে শেষ পদদলীত ক'রে আমাকে যে কুম্ভকারের মাটী ক'র্লে। কিন্তু আমাদের

অতিথি মহাশয়ত সেরূপ নীচমনা নহেন—নবগুণের মধ্যে একটীও গুণ নাই —অথচ আমি কুলীন—এরূপ অসার গর্ব্বে স্ফীত হইয়া ধরাটা সরাখানা দেখাত তাঁহার অভ্যাস নাই। কু শব্দটী লীন করিয়া যাহাকে প্রকৃত কুলীন বলে তিনি তাহাই। স্বভাব সিদ্ধ গুণ জ্ঞানের প্রভাবে বুঝিলেন যে—দৈব বিপাক ভিন্ন প্রথমে আদর করিয়া কেহই শেষ এরূপ করিতে পারে না। অতিথি সেবার প্রধান অঙ্গ—আহার করান—সেই দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার যখন চাতুর্বিধ উপাদানে সম্পন্ন হইয়াছে তখন এই সামান্য ত্রুটি কি জ্ঞানী জনের নিকট গণ্য হইতে পারে? ভক্তি পূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি দিতে দিতে যদি সদাশিবের চক্ষে ফুল কিম্বা বিল্বদলের আঘাত্ লাগে; তাহাতে কি সদানন্দ ভক্তের প্রতি বিরূপ হন। অল্প ঝটিকায় অসার কদলী বৃক্ষকেই ভূতলশায়ী করে, কিন্তু সার শাল, তমাল, প্রভৃতি তরুর কিছুই করিতে পারে না।

---

১৪ গীত।

রাগিণী—পরজ কালাঙ্গড়া——তাল—কাওয়ালী।

বিশ্বাসীর নিকটে কেউ অবিশ্বাসী নয়। (মনরে) সে জনের এই মনের ভাব সব ব্রহ্মময়। মিলায়ে দুগ্ধ জলে, মরালের মুখে দিলে, জল ফেলে সে অনায়াসে দুগ্ধ পিয়ে লয়;—বিশ্বাসীর কাছে তেম্নি গুণের পরিচয়;—সে জন কা'র দোষ ধরে না, সামান্যেতে রোষ করে না, ও তার, বিবাদ কালেও বাক্ সরে না, অবাক হয়ে চেয়ে রয়॥

হাবীদের বাটী হইতে নটবর ঘোষ অনেকক্ষণ আসিয়াছে। সে গোরুর খাবার দিবে, সাঁজাল দিবে, চারিটী আহার করিবে তবে চণ্ডীমণ্ডপে আসিবে। গঙ্গোপাধ্যায়ের নিদ্রাকর্ষণ হইবার উপক্রম হইতেছে, ইত্যবসরে একটী অবগুণ্ঠনবতী প্রাচীনা একটী বালককে সঙ্গে লইয়া, প্রদীপ হস্তে মণ্ডপের পার্শ্বদ্বারের অদূরে দাঁড়াইয়া।—

প্রাচীনা। (বালকের প্রতি) ডাক, বল, গাঙ্গুলী মহাশয়, বাড়ীর

ভিতর আসুন ; এই পূবের কোটায় আপনার শোবার যায়গা হয়েছে।—

বালক। গাঙ্গুলী মশাই—বাড়ীর ভিতর আসুন—এই পূবের ঘরে শুতে হবে।

গাঙ্গুলী।—হ্যাঁ—এই যে—যাচ্ছি—কোথায়—কোন ঘরে ?

বালক।—ঐ পূবের ঘরে।

গাঙ্গুলী।—আমি যে অতিথি—বাড়ীর ভিতর কেন ?

প্রাচীনা। (বালকের প্রতি, মৃদুভাঙ্গা গলায়) বল্ তা হোক্।

এ জগতে যিনি যত হন সাবধান।
গ্রহবসে এসে পড়ে নিগ্রহ নিশান॥
বসনেতে হুতাশন লুকান কি থাকে।
দুই গাছ শৈবালে কি রুই মাছ ঢাকে॥
এ জন্মে চুরি করা নাই যার অভ্যাস।
সিঁদ্ মুখে মাতা ঢুকে করে হাঁস ফাঁস॥
শুশুনির শাক খেতে ইচ্ছা ছিল যার।
কোথা হতে যুটে গেল চীড়ের ফলার॥

ব্রাহ্মণ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যতক্ষণ না শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন,—অবগুণ্ঠনবতী বৃদ্ধা ততক্ষণ, প্রদীপ হস্তে দূরে অপেক্ষা করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ব্রাহ্মণ শয্যার উপর উপবেশন পূর্ব্বক দেখিলেন কক্ষটী বেস প্রশস্ত ও উত্তম উত্তম আবশ্যকীয় দ্রব্যাদিতে সুসজ্জিত। পালঙ্কের পার্শ্বে এক-খানি চৌকির উপর একটী বাঁধা হুঁকা, একখানি মৃত্তিকা পাত্রে টিকা, তামাক, চকমকী ও শোলা। বালিশের কোলে রূপার ডিবায় কএকটী পানের খিলি ও একটী পানের বোঁটায় একটু চুণ। ডিবাটী খোলা রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ একটী পান লইয়া ওঁ বিষ্ণু বলিয়া চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন ; হুঁকাটী লইয়া দেখেন, এই মাত্র কে তামাক সাজিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তামাক টানিতেছেন আর মনে মনে চিন্তা করিতেছেন ; আমি অতিথি, কস্মিন কালে এঁদের সঙ্গে পরিচয় কিম্বা আত্মীয়তা নাই ; কএক দণ্ডের আলাপে এঁরা আমার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, নিজ কুটুম্বের সহিত

সচরাচর অনেকে এরূপ সদ্ব্যবহার করে না। আমার এত বয়স হয়েছে, এত দেশ বিদেশে ঘুরেছি; কৈ, কখনত এরূপ অবস্থায় পতিত হই নাই। বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপ ও বৈঠকখানা ঘর থাকতে আমাকে বাটীর ভিতরে আন্‌লে কেন? এরূপ অবস্থায় পতিত হইলে সচরাচর সকলেরই অন্তঃকরণে আতঙ্ক ও সন্দেহ উপস্থিত হয়; বিশেষত গৃহ কর্ত্তারা আহারের পর আর কেহই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না; এই সমুদয় ভাবিয়া শ্রীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় অতিশয় চিন্তিত ও ভীত হইলেন। কখন গোঁসাই দুর্গাপুর; কখন ডুমুরদহ ইত্যাদি গ্রামের ভীষণ অত্যাচার কাহিনী সকল তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হইতে লাগিল। সঙ্গে অনেক গুলি অর্থ ও ছিল, সেও একটা ভাবনার বিষয় বটে। তার পর রূপ লাবণ্য; সচরাচর উপকারী হইয়াও সময় বিশেষে লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারে; তবে আমি এখন কি করি; কোথায় যাই—ব্রাহ্মণের এই চিন্তাই প্রবল হইয়া দাঁড়াইল। ভাবিলেন, যদি অর্থলোভে প্রাণের হন্তারক কেহ না হয়; তাহা হইলে কোন কামিনীর কুবাতাসকে আমি অনায়াসেই উড়াইয়া দিতে পারিব। তখন কাতর কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—মা দুর্গা—আমি সংসারী বলে কি রাজর্ষি জনকের দাসের দাসের যোগ্যও হ'তে পার'বনা!

---

১৫ গীত।

রাগিণী—জয় জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

দাশুরায়ের সুর (মম মানস সদা ভজ, দ্বিজ চরণ পঙ্কজ)

মন যদি হয় জনক রাজা। রিপুগণ হয় তার প্রজা, তা হলে কি পারে কালে পরকালে দিতে সাজা। যে রূপে মাছরাঙ্গা পাখী, জল হ'তে মাছ ধরে দেখি, সেইরূপে সংসারে থাকি, সহজে হয় হরি ভজা। তখন, এসে বিবেক বিশ্বামিত্র নিরখি রাম কমল নেত্র, ভাঙ্গে ধনুক কর্ম্ম সূত্র, সাধন পথ ক'রে দেয় সোজা;—তখন, ভক্তি সীতা রামকে দিয়ে, মায়া পাশ বিমুক্ত হয়ে, নিয়ত জ্ঞান পুষ্প লয়ে, যুগল রূপের করি পূজা। তখন, শুভ ল'ক্ষণ হয় লক্ষ্মণ, সত্য গুণ তার হয় শত্রুঘ্ন, ভাগ্য ভরত, প্রেম দশরথ, ধরায় সব

ধর্ম্মেরী ধ্বজা ;—আছে উর্ম্মীলা প্রবৃত্তি ; মাণ্ডবী তার প্রতিপত্তি,
(তখন) রেখে কীর্ত্তি, শ্রুতকীর্ত্তি মহেন্দ্র তুই পাস্ মজা ॥

তৃতীয় দৃশ্য।

ললনা কর্ত্তৃক পুরুষের নিগ্রহ।

ব্রাহ্মণ যে ভয়ে ভীত হইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের ন্যায় জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়াছেন, আচম্বিতে সেই বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। হা বিধাতা! এ আবার কি বিড়ম্বনা ; এই পৃথিবীতে প্রথম রিপুর বশীভূত হইয়া অনেক সময় অনেক পিশাচ মতি পুরুষ পবিত্রা রমণীর পবিত্রতা নষ্ট করিবার জন্য নানা প্রকার কৌশল জাল বিস্তার করে, কিন্তু রমণী কর্ত্তৃক পুরুষের একি বিষম নিগ্রহ! যে ব্যক্তি স্বীয় সহধর্ম্মিণী ভিন্ন জন্মাবচ্ছিন্নে অন্য স্ত্রীর মুখাবলোকন করিতে ও সঙ্কুচিত হয়, তাহার আবার একি পরীক্ষা? পরপুরুষের শয়ন কক্ষে অকস্মাৎ একটী অর্দ্ধ অবগুণ্ঠণবতী রমণী কি জন্য প্রবেশ করিল? নারী মূর্ত্তি দেখিয়া ব্রাহ্মণের আর ভয় ও ভাবনার পরিসীমা রহিল না—বক্ষঃস্থল কম্পিত হইতে লাগিল; জিহ্বা ও কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল। যে সকল ব্যক্তি পরদারকে অধর্ম্ম মধ্যে গণ্য না করিয়া পুরুষত্বের প্রধান অঙ্গ ভাবিয়া অহরহ দুরাশার পঙ্কিল তরঙ্গে সন্তরণ দিতেছেন, তাঁহারা যদি কেহ এই সময় গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অবস্থা স্বচক্ষে দৃষ্ট করিতেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহাকে নারী বাচ্যের মধ্যে পরিগণিত করিয়া যৎপরনাস্তি ধিক্কার দিতেন। জ্ঞান কাণ্ডের চর্চ্চা না থাকায় তাঁহারা ত জানেন না যে, এরূপ সম্মুখ সংগ্রামে পরাভব স্বীকারই জয়লাভ ও পুরুষের পুরুষত্ব। নির্ব্বোধেরা যেমন মনে করে (যে কুল্‌টী পাই, চিবিয়ে খাই) জ্ঞানীরা তেম্‌নি ভাবেন; আমরা যদি স্বেচ্ছাচারী হয়ে পরদ্রব্যে লোভ করি তবে পরে আমার দ্রব্যে লোভ করিবে সে আর বিচিত্র কি। এ জগতে যাঁহাকে পরদার রূপ পাপে লিপ্ত না হইতে হয় তিনিই ধন্য। বিপাকে নিজের সম্ভ্রম নষ্ট হয় তাহাতে কাহারও হাত নাই ; কিন্তু জোর পূর্ব্বক অন্যের মান খর্ব্ব করা নিতান্ত নরাধম ও বর্ব্বরের কার্য্য।

সজ্জনের সহায় ঈশ্বর।

ব্রাহ্মণ থতমত খাইয়া তাড়াতাড়ি হুঁকাটী পূর্ব্বস্থানে রক্ষা করিলেন, এবং কাতর লোচনে সেই নারী মূর্ত্তির প্রতি কটাক্ষপাত্ করিয়া, যেমন কিছু বলিবেন—অমনি সেই রমণী কহিলেন,—

রমণী। আমি কুমুদিনী—তোমার দাসী—কাঁটাল পাড়ায় আমার বাপের বাড়ী—কেন চিন্‌তে পাচ্ছ না?

গঙ্গোপাধ্যায়ের ভার্য্যাগণ সকলেই তাঁহার চরিত্র বিশেষ রূপে অবগত ছিলেন; (মাতৃবৎ পরদারেষু) এই বাক্যের সার্থকতা তিনি যে আজীবন সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা তাহা জানিতেন—এজন্য এরূপ স্থলে—চাল্‌শে ধরা চক্ষে, পাছে তিনি কোন গুরুতর সম্পর্কীয় বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বসেন—এই আশঙ্কায়, কুমুদিনী—শীঘ্রই পরিচয় দিলেন—আমি—কুমুদিনী; তোমার দাসী।

শ্রীচরণ। কে কুমুদিনী! হরি হরি, কি মুস্কীল; কি হাসির কথা; আমি যে হাসি রাখ্‌বার আর স্থান পাচ্ছি না! ব্যাপারটা কি বল দেখি? কুমুদিনী? তুমি এখানে কি করে এলে?

কুমুদিনী। এ যে আমার মামার বাড়ী; তুমি যাঁদের সঙ্গে খেতে ব'সেছিলে তাঁরাই আমার মামা। ছোট মামীর পাকা সাধে দিদিমা লোক পাঠিয়েছিলেন—মার আসা হ'ল না; তাই আমায় পাঠিয়েছেন। আজ বা'র দিন হ'ল আমি এখানে এসেছি; আজই যাবার কথা ছিল; তা বড় মামা বল্লেন, পশ্চিমে আজ দিক্‌শূল। তা না হয়েছে ভালই হয়েছে; যেখানে নিশামণি, সেই খানেই কুমুদিনী) "গললগ্ন কৃত বাসে কুমুদিনী স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন।"

গঙ্গোপাধ্যায় মনে মনে স্ত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীচরণ। আমি যে তোমার স্বামী—এঁরা তা কি ক'রে জান্‌তে পার্‌লেন?

কুমুদিনী। কেন! তুমি যখন ভাত খাও, তোমার গলার শব্দ শুনে,

আমি উঁকি দিয়ে তোমায় দেখে, দিদিমা ও মামীদের ব'ল্‌-
লাম্; ঐ—উনিই আমার গাঙ্গুলী মশাই। শুনে—
মামীরা কত আহ্লাদ্ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। বড় মামী আমার
দাড়ি ধ'রে, আদর ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লেন; মা কুমুদ;
তুমি কত তপস্যা ক'রেছিলে তাই এমন ময়ূর ছাড়া কার্ত্তি-
কের মত বর পেয়েছ। আমাদের বাড়ীতে আজ যেন পূর্ণিমের
চাঁদ খ'সে প'ড়েছে। দিদিমা তোমায় দেখে, বাবার নাম
ক'রে কত কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। আর আমার মামাত
ব'নেরাও আমায় নিয়ে কত আমোদ ক'র্‌তে লাগ্‌'ল।

---

১৬ গীত।

রাগিণী—ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

সুর (দেখ রাণী কুঞ্জবনে শ্যাম তোমার শ্যামা হ'লো।)

তোমারে পাইলে কেনা কেনা হয়ে থাকে সখে।
সেই ধন্য যে তোমারে নয়নে নয়নে রাখে।
আর ধন্য বলি তারে, যে না দেখেছে তোমারে,
একটীবার এই রূপ্‌টী হেরে, পাসরে লোক আপনাকে॥

কুমুদিনী। ভাল, জিজ্ঞাসা করি; আমার মামার বাড়ী তুমি কি ক'রে চিন্‌লে?

শ্রীচরণ। আমি কি তোমার মামার বাড়ী যেনে এ বাড়ীতে এসেছি? সে বড় রহস্যের কথা; বলি শুন। আমি আজ শাল্‌-বেড়ে থেকে আস্‌ছি। সেখানে চার পাঁচদিন ছিলাম, আজ সকাল সকাল আহারাদি ক'রে বেরিয়েছি; ইচ্ছা ছিল যে একবার রামানন্দপুরে তোমার দিদির টাকা কএকটা দিয়ে দুদিন পরে কাঁটাল পাড়ায় তোমাদের বাড়ীতে যা'ব। পথের কষ্টে এম্‌নি আলস্য হ'ল যে! একটা গাছতলায় ব'সে প'ড়লাম; মনে মনে বিরক্ত হয়ে ভাব-লাম, দূর হোক, আর এমন ক'রে মন যোগাতে পারিনে

—না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে প্রাণ গেল—তাই ইচ্ছা পূর্ব্বক ঘটনা চক্রে এই বাড়ীতে—এসে অতিথ্ হয়েছি। তা তোমাদের চৌদ্দজনের বাপের বাড়ী. মামার বাড়ী, পিসীর বাড়ী ও মাসীর বাড়ীতে যে বাঙ্গালা দেশ ঘিরে রেখেছে—এমন একটা গ্রাম পাইনে যে একদিন গিয়ে জিরিয়ে বাঁচি।

কুমুদিনী। অবাক্ করেছ—এ'ত হাসিরই কথা। তা তুমি ঘুমোওনা —আমি বাতাস ক'র্‌ছি।

শ্রীচরণ। ঘুম্ কি আজ্ আর হয়—(একে রামানন্দ, তায় কলারের গন্ধ।)

কুমুদিনী। (প্রসন্ন মনে) আঁচাবার জল কোথায় পেলে?

শ্রীচরণ। গাড়ুতে একটু ছিল। (সহাস্যে) জলের কথা জিজ্ঞাসা ক'রছ কেন?

কুমুদিনী। নটা ব'ল্‌লে যে হয়ত গাড়ুতে জল নাই—তা ছোট মামা ব'ল্‌লেন, এতক্ষণ কি তিনি এঁটো মুখে চুপ ক'রে ব'সে আছেন? তোমার কথা নিয়ে যে বাড়ীশুদ্ধ লোক ব্যস্ত, তা জল দেবে কে। ছোট মামা আস্‌ছিলেন—তা বড় মামা ব'ল্‌লেন, নারে না—আজ দেখা ক'রলে আমোদ হবে না।

শ্রীচরণ। তোমার মামাদের যেমন সূক্ষ্ম বুদ্ধি। মনে কর আমার মত আর কেউ এসে যদি দাগা দিয়ে যে'ত, তা হ'লে তাঁদের যে লোকালয় মুখ দেখা'ন ভার হ'ত?

কুমুদিনী। তোমার পোড়ানিতে আর বাঁচি নে—সত্যি সত্যি আমি আর পাগল হইনি—আমার চ'খে ঢেলা বে'রইনি। আমার স্বামী আমি যখন চিনে নিলাম, তখন অন্যের তাতে আর কি দায় হবে।. সে কথা থাক্;—বলি আমার মনোরঞ্জন অংশু ভাল আছে ত?

শ্রীচরণ। গোমস্তার চিঠি পেয়েছি—তারা ভাল আছে। তবে তোমার মেজ দিদির ঢেঁকীতে হাত কেটে গ্যাছে।

কুমুদিনী। আহা! কি করে কাট্‌লো?

শ্রীচরণ। জা'নত—ষষ্ঠির সময় হ'লে বাড়ীতে কি ধুম প'ড়ে যায়—

ছেলে এক জনের—কিন্তু তোমরা যে সকলেই না বিওয়ে পুতের মা। চিড়ের ধান এনে দিচ্ছিলেন—আর হাতে ঢেঁকি প'ড়ে রক্তারক্তি হয়ে গ্যাছে।

কুমুদিনী। বংশের মধ্যে ঐ ছুই রত্তি গুঁড়ো—বাছারা বেঁচে থাক্—আমরা যেন জন্ম জন্ম ষষ্ঠি করি। ভাল কথা মনে প'ড়েছে বলি এঁড়েদর দিদি কেমন আছেন? তাঁর'ত বাতিকের ছিট—কখন ভাল, কখন মন্দ।

শ্রীচরণ। সেই এক রকমই আছে। সে এবার বড় হাসিয়েছে—আমি মধ্যে এঁড়েদয় গেছিলাম—বাড়ীর ভিতর ব'সে আছি—পাড়ার অনেক মেয়ে জ'মেছে—এমন সময় পাগ্লী—কোত্থেকে এক ধুমসো মাগীর হাত ধরে আমার কাছে এনে হাজির বলে—একে তুমি বিয়ে ক'রে ফ্যা'ল; এ মাগী আমায় দেখলেই বলে—ও সতিন! ও সতিন! আমি তোমার বরকে বিয়ে ক'রব; মর মাগী—তুই কি আমার বরের যোগ্য? শাশুড়ী ঠাকুরাণী অন্য ঘরে চ'লে গেলেন—পাড়ার মেয়েরা সব হাস্‌তে—লাগ্'ল—আমি ত লজ্জায় অধোবদন। মাগী বড় সোজা মেয়ে নয়—আদত্ পাহাড়ে—লজ্জার মাতা খেয়ে—আমার গা ঘেঁষা হ'য়ে—কোঁচার কাপড় টেনে ধ'রে—তার আঁচলের সঙ্গে জড়াতে গেল; বলে গাঁটছালা বাঁধি। ভাবগতিক দেখে আমি তখন হাত ছাড়িয়ে স'রে গেলাম—কাছাটা খুলে গেল;—লণ্ডভণ্ডের এক শেষ—তবু পাগ্লী হাততালি দিতে দিতে ব'ল্‌তে লাগ্'ল—তোমরা উলু দেও—শাঁখ বাজাও—শিবের বিয়ে হ'চ্ছে।

১৭ গীত।

রাগিণী—খাম্বাজ—তাল মধ্যমান ঠেকা।

পড়রে জ্ঞান গুরুর বিদ্যালয়ে। (মূঢ় মন বালক) প্রেমরূপ পুস্তকের প্রতি, প্রাণপণে প্রীতি রাখিয়ে। প্রবৃত্তি পত্রিকা রবে, ধৈর্য্যতা লেখনী লবে, কালী নাম তায় কালী হবে, মহেন্দ্রের মূর্খতা গিয়ে॥

স্বপত্নীর রহস্যের কথা শুনিয়া কুমুদিনী হাসিতে হাসিতে স্বামীর গায়ে পড়িলেন।

কুমুদিনী। পাগল হ'ন আর যাই হ'ন, দিদির রঙ্টুকু খুব আছে; আর তোমার উপর ভক্তি ও খুব। হালিসহরে যখন যান, আমি বেশ ক'রে দেখেছি—তাঁর আর অন্য কার্য্য নাই—কেবল তোমাকে নিয়ে আর তোমার কায নিয়েই ব্যস্ত। বড় দিদি একদিন বলেছিলেন; ও বউ? তুমি কি কেবল এক কাযেই থা'ক্‌বে; সংসার দেখ্‌বে না? তাতে উত্তর দিলেন সংসার তোরা দেখ্—আমি তোদের মত অমন পুতুল খেলা ভাল বাসিনে—যা ক'র্‌তে এসেছি তাই করি—পরকালে যবাব দিতে হবে না? বড় দিদি বলেন শুনেছ তোমরা? এ নাকি আবার পাগল! ওর মত পাগল হলে ত বাঁচ্‌তাম।

শ্রীচরণ। তবে বলি শুন। আমি যখন এঁড়েদয় যাই—আমাকে সে যে কোথায় রা'খ্‌বে তার ঠিক পায় না। পূজার জায়গা, রন্ধই করা, তামাক দেওয়া যা কিছু, সবই সে একা করে। আমি সেখানে থা'ক্‌লে তার আর ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না। রাত্রে যখন নিদ্রা যাই, ব'সে ব'সে কেবল আমাকে বাতাস দেয়; যদি বলি ঘুমাবে না? মাতা গরম হবে যে; তা শুনে না তার জন্যে আমার মাতায়, বুকে কি গোঁফে একগাছি পাকাচুল থা'ক্‌বার যো নাই—তেল মাখ্‌ছি—রাঁদ্যে রাঁদ্যে এসে—ও হ'ল না—ব'লে পিঠে তেল ডলে দিয়ে যাবে। সময় সময় মাতায় টেড়ী কেটে দেবে—যদি বলি—কর কি—বুড় বয়েসে টেড়ী দেখ্‌লে লোকে কি মনে ক'র্‌বে? তা বলে—তোমাকে যে বুড় বলে সে চ'খের মাতা খাক্। তোমরা সকলেই আমাকে ভক্তি শ্রদ্ধা কর বটে, কিন্তু তার ভালবাসা ও ভক্তি যেন কোন অসাধারণ ভাবাপন্ন; জানি না পূর্ব্ব জন্মের কোন—মহাপাপে সে পাগল হয়েছে—লোকে তাকে পাগল বলে

ঘটে, কিন্তু যে—তাকে ভাল ক'রে চিনেছে সে কখনই ব'ল্‌বে না।

১৮ গীত।

রাগিণী—বাহার——তাল—জৎ।

কাণ্ডখানা দেখ মেয়ের কেমন ভাবে চ'ল্‌ছে। ধরা, থাকে থাকে যায় যায় এম্‌নি ধা'রা ট'ল্‌ছে। মেয়ের, রাগের মাঝে যেন অনু-রাগের অনল জ্ব'ল্‌ছে,—কত সোহাগে ঐ শত্রু মুণ্ড মালা গলে দুল্‌ছে। মেয়ে, সুধার ছলে নর শোণিত নিরবধি গিল্‌ছে;—ভোলা, দেহি পদপল্লব ব'লে দুহাত তুল্‌ছে। মেয়ে, ডেকে ডেকে মহেন্দ্রকে মাভৈ মাভৈ ব'ল্‌ছে;—তাতে, কপাল ক্রমে মরুভূমে, কিছু কি ফল ফ'ল্‌ছে॥

কুমুদিনী। আমাদের কি ইচ্ছা করে না যে সকল কাজ ফেলে কেবল স্বামী সেবা করি; তা পারি কৈ, সকল দিকৃত রক্ষা করা চাই। কেবল পাগ্‌লী দিদি যদি তোমার স্ত্রী হ'তেন, তাহ'লে সংসার রক্ষা ক'রবার জন্যে, বোধ করি তোমাকে আর একটা বিয়ে ক'র্‌তে হ'ত। ভাগ্যে মা দুর্গা ছিলেন তাই শিবের কৈলাসের গৃহস্থালী চ'ল্‌ছে; ভূত প্রেত গু'ল এক মুঠো খেয়ে বাঁচ্‌ছে—নইলে মা গঙ্গার মত মাতায় ওঠা অভ্যাস যার, তার স্বামীর কি আর ভদ্র হয়; সুদু জল গিলে ত আর প্রাণ বাঁচে না। জানত, সেবার ষষ্টির দিন, স্নান ক'রে এসে তোমার গায় ষাট্‌জল দিতে লাগ্‌লেন, আমরা যত বলি, ও পোড়ার দশা—ও কি হ'চ্ছে—কর্ত্তার গায় কেন; ছেলেদের গায় দিতে হয় যে! তাতে উত্তর দিলেন—তিন জনকে রেখে যে ম'র্‌তে হবে হাব্‌লীরে তা বুঝি জানিস্‌নে।

এই জগতে স্নেহ এমনি প্রাণ মন মুগ্ধ করে যে, কুমুদিনীর ঐ কথায় [ব]ন্দ্যোপাধ্যায়ের চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল তাঁহার মাতৃস্নেহ মনে হইল।

১৯ গীত।

রাগিণী—মুলতান——তাল—একতালা ।

ও যার মা উন্মাদীনী, পাষাণো নন্দিনী, কি ক'রে বাঁচে সে ছেলে। পিতা কীর্ত্তিবাস, শ্মশানেতে বাস, বাস থাকে না সিদ্ধি খেলে। মাতা ভাবেন পিতায়, পিতা ভাবেন মাতায়, উভয়েতে মুগ্ধ উভয়ের মমতায় ; ভয়ে ভয়েতে বিমাতায়, (মরিরে) রাখেন যিনি মাতায় তাঁর কাছে কি আদর চলে। অধিক ব'ল্‌ব কি আর মায়ে, মায়া শূন্যা হয়ে, পিতায় দলেন পদতলে ;—ছিল মাত্র চরণ সাধকের সম্পত্তি, ভোলার ভাবে ভুলে রা'খলে না এক রত্তি, নাথের হ'ল কি বিপত্তি, (মরিরে) শ্যামা রক্ষা কর্ত্রী, স্বইচ্ছাতে সব ঘুচালে ॥

শ্রীচরণ। যাক্, বাজে কথা এখন থাক ; পূজোর দিন ত ঘুনিয়ে এলো—২৭শে ২৮শে শ্রাবণ দিন ভাল আছে ; সেই সময় পাল্কী, বেহারা আস্‌বে—তুমি প্রস্তুত থেক ?

কুমুদিনী। যা'ব বই কি—আমাকেও ত পূজোর গোছাতে হ'বে ? আজ্ সকালে না জানি—শুভক্ষণে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম , তাই তোমার মুখখানি দেখ্‌তে পেলাম, আমার যে কি আহ্লাদ হ'চ্ছে তা আর বল্‌তে পারি না। বলি একা এসেছ যে ? তুমি যে চাকর ভিন্ন চল না ?

শ্রীচরণ। রামার পায় খেজুরের কাঁটা ফুটেছে—তাই তাকে পাতবেড়ের রেখে এলাম।

কুমুদিনী। এই জন্যেই ত তোমাকে এদেশ ওদেশ ক'রে পায় হেঁটে বেড়াতে বারণ করি, তা তুমিত আমাদের কথা শু'নবে না—কোন দিন কি একখান ক'রে ব'স্‌বে আমার সেই ভয়।

শ্রীচরণ। তোমরা বোঝ না—যত দিন হাঁটুর জোর আছে হাঁট্‌লামই বা—দুটাকা বাঁচাতে পা'রলে তবু আর দু'চার ঘর গরিব লোক প্রতিপালন ক'র্‌তে পা'র্‌ব হাঁটলে দেহ বরং

ভাল থাকে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। কেবল গাড়ী পাল্কী চড়ে বেড়ালে শরীর মোটা হয়ে মানুষকে একেবারে মাটী করে। এ জগতে আপনার সুখই কি সুখ—দশ জনের দুঃসময় যে খবর নিতে পারে সেই যথার্থ সুখী।

কুমুদিনী। তা দেবে বইকি—দশ জনকে প্রতিপালন করা—তার চেয়ে কায আর কি আছে। ঐ যে মামারা বল্‌ছিলেন—তুমি বিশ্বেশ্বর বাঁড়ুয্যের নাগ্ ছেলেদের জন্যে মাসে মাসে পোনেরো টাকা খরচ দেবে বলেছ—বড় ভাল কায হয়েছে—তারা কত আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বে। এক এক বার ভাবি—তুমি যদি অন্য কুলীনের মত হ'তে তা হলে আমাদের উপায় কি হ'ত! এখন তোমার সাক্ষাতে মানে মানে বিদায় হ'তে পা'র্‌লে তবে বুঝ'ব যে জন্ম সার্থক।

শ্রীচরণ। ওহোঃ, ভাল কথা মনে প'ড়েছে; তুমি যখন এখানে, তখন এবার আর আমার কাঁটাল পাড়ায় যাবার দরকার কি! এই নেও তোমার খরচের টাকা কএকটী ধর। আমার বড় ঘুম পেয়েছে—আমি ঘুমাই। দুর্গা দুর্গা, শিব দুর্গা, দুর্গতি নাশিনী। শয়নে পদ্মনাভঃ।

কুমুদিনী, টাকা কএকটী অঞ্চলে বন্ধন পূর্ব্বক স্বামীকে বাতাস করিতে লাগিলেন।

---

২০ গীত।

রাগিনী—মূলতান——তাল—জৎ।

বাউলের সুর।

ঘরে, থাক্‌লে ঘরের খবর রাখ্‌তে হয়। ও যার নয় দরজা সমান নয়। তুমি দিবা নিশি দেখ্‌ছ বটে, তবে যায় না কেন দস্যু ভয়। মায়া, ঘুম দিয়েছ ঘুমিয়েছি আমি, জ্বেলে জ্ঞানের আলো জাগাও না তুমি;—ব'ল অন্ধকারে, কেবা কারে, চিন্‌তে পারে হে চিন্ময়॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অতিথি না জামাতা।

ক্রমে রজনী শেষ হইয়া আসিল। পূর্ব্ব গগণে দিনমণি উদয় হইতে লাগিলেন। পক্ষীগণ আনন্দে আপন আপন স্বরে ঝঙ্কার দিতে লাগিল। সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতার পর ক্রমশঃ চারিদিক্ নানা রবে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। ছোট বাবুর ময়না পাখীটা—রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, রাম, রাম, বলিয়া নিকটস্থ লোকদিগের নিদ্রা ভঙ্গ করিল। সকলেই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন; কিন্তু আমাদের অতিথি মহাশয় এখনও নিদ্রিত।

---

২১ গীত।

রাগিণী—বাহার——তাল—জৎ।

দাশরায়ের সুর (ভুবনে দেখিনা কভু রূপ এমন)

প্রাণ পাখী বল রসনায় হরিবোল। পক্ষীরাজ, কর কায, যাতে সাপক্ষ সন্তুষ্ট থাকে বিপক্ষে না বাজায় ঢোল। যম যবনে যেদিন এসে ধ'র্‌বে; -পাখী তুমি যাবে উড়ে, সোনার পিঞ্জর থাক্‌বে পড়ে, কেন, ছাতারে কাল পেঁচার মত, ভাঙ্গা খাঁচায় খাও দোল। পাখী, এখন কি আদা খাওয়া হয় না;—কাদা খোঁচার মত, বিষয়, কাদা ঘাঁট্‌বি কত, এত বিপদে দিন হ'চ্ছে গত, ইচ্ছে নাই আর খাই বোল। পাখী তাই কর যায় যমের হাতে পাই ত্রাণ; সুখের সন্ধান বলি, ধর হরিনামের বুলি, যাতে পরিণামে মহেন্দ্রের দূর হ'য়ে যায় মনের গোল॥

অদ্য কুমুদিনী ঠাকুরাণীই সর্ব্বাগ্রে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছেন। মনের আহ্লাদে ও স্ত্রী পুরুষে নানা প্রকার কথা বার্ত্তায় নিদ্রা যত হইয়াছে তা মা গঙ্গাই জানেন। সম্প্রতি সকলের সম্মুখে হৃদিগত আনন্দ ও বাহিক চক্ষু লজ্জায় গ্রীবা নত করিয়া গৃহ মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন; এখন তাঁহার মুখ ভঙ্গিমা দৃষ্ট করিলে মনে হয় ইনি বুঝি কাহার কি চুরি করিয়াছেন; নতুবা এত কুণ্ঠিতা কি জন্য; অনিচ্ছা সত্বে ও আপন হ'তে যেন অন্যের নিকট ধরা দিতেছেন।

কর্ত্রী। তুমি কেন দিদি! ব'য়েরা ক'রবেকন। যাও; তেল মেখে নেয়ে এস? মাতামহীর ঐ কথায় লজ্জাশীলা কুমুদিনী যেন লজ্জাবতী লতার ন্যায় আরও জড়সড় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বিবাহ অনেক দিন হইয়াছে; কিন্তু মাতুলালয় থাকিয়া এরূপ স্বামী সহবাস ত কখন ঘটে নাই, সেই জন্যই ক'নে ব'য়ের মত এত লজ্জা।

পূর্ব্বরাত্রের আশ্চর্য্য ঘটনা স্রোত, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইতি মধ্যেই এতদূর গিয়াছে যে অমল বাবুর অন্তঃপুর ও বহির্ব্বাটী স্ত্রী পুরুষে পরিপূর্ণ হইয়াছে। স্বভাবত যাহারা পর ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, তাহারা ঢাক বাজাইবার আশায় রঙ্গ তামাসার দোকান খুলিয়া, নানা রূপ কুতর্কে, অমল বাবুদের চারি সহোদরকে যেন সন্ন্যাসী চোর বোঁচ্কায় ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে। কেহ কহিতেছে স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস ক'রে খামাকায় একজন অপরিচিত লোক্‌কে অন্দর মহলে আশ্রয় দেওয়াটা কি বড় বুদ্ধি-মানের কায হয়েছে? কেহ কহিতেছে, হাজার হউক তোমাদের এখন বয়েস পাকে নি—আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।

রহরাম গোস্বামীর প্রবেশ।

রহরাম। বলি ও অমল, ও কমল? বড় যে গাঁয় মানেনা আপ্‌নি মোড়ল হয়ে বসেছ, সে ব্যাটা আছে না গিয়েছে? আমরা থাক্‌তে তোমার বাড়ী ডাকাতি, গাঁয় কি লোক ছিল না —যে কাউকে ডেকে পরামর্শ কর? তার পর তোমাদের তা এই শর্ম্মা থাক্‌তে কার সাধ্য যে এক ঘ'রে করে; হাজার হোক, দুহাজার হোক, দিলেই গোল মিটে যাবে।

চণ্ডীমণ্ডপের পার্শ্বদ্বারে জীবর মার প্রবেশ।

জীবর মা। ভাল রে ভাল! কতকগু'ল অনামুখো মিন্‌ষেরা এসে বাছাদের ঘাড়ে যেন বেম্মদত্তি চেপেছে। যার স্বামী সে নিয়ে ঘর ক'রবে তাতে কি পাড়ার লোক্‌কে সাক্ষী ডাক্‌তে হবে নাকি, (বলে—নিম্ নিসিন্দে হল শেষ, কাল্

কাগুজেদের রাখ্‌লে দেশ) গোবর্দ্ধনপুরের পোড়া কপাল আর কি। মানুষ যদি আপনার দিকে তাকিয়ে কথা কয় ত এতখানি গায় জ্বালা ধরে না। কারো ভিতরের খবর জান্‌তে আমার আর বাকী নাই; দেখে শুনে হাড় কালী হ'ল।

---

২২ গীত।

রাগিণী—তাল—একতালা।

রাম প্রসাদী সুর (মা হওয়া কি কথার কথা)

তবে তুমি হাস্‌চ কেন। ও মন, কেউ কারো নয় তাওত জান।
পর নিন্দা শুন্‌লে পরে আহ্লাদে কাণ পেতে শুন;—আবার
নিজের বেলা, হয়ে কালা, আপ্‌নারে না আপ্‌নি চেন। সবাই
উচ্চ আমি তুচ্ছ এই কথাটা মনে মেন;—যেমন দর্পণে মুখ
দেখ্‌লে পরে ঘাড় নেড়ে গান গায়না গেন॥

রহরাম। তুমি যে মেয়ে মানুষ হয়ে, রায় বাঘিনীর মত বেটা ছেলের ঘাড় মট্‌কাতে এলে?

জীবর মা। অঁশলে সাজনা যে; কতকগুল দাড়ি গোঁফ দেখ্‌লেই কি বেটা ছেলে ব'লব; আক্কেল থাকা চাই; হিসেব ক'রে কথা কওয় চাই। যে মানুষ বেলা এক পর হ'ল, এখন'ও প'ড়ে ঘুমুচ্চে—সে কি পরের বাড়ী দাগা দিতে এসেছে—তার কি প্রাণে ভয় নাই। রেতে রেতে পালিয়ে গেলেই পা'র্‌ত? মানুষটো কে আগে চেন, তার পর কথা কইও—

রহরাম। যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে এসে পরের বাড়ী অতিথ হয়, সে মানুষের আবার মুদ্দৎটা কি; রাজা নবকৃষ্ণ ও নয়, সিঙ্গুঁড়ের নবাব বাবুও নয়?

নিমাই চট্টোপাধ্যায়। ব্যক্তিটে কে, তাঁকে না দেখে, ভিতরের খবর না জেনে, আপনি গৃহস্থের বাড়ী চড়াও হয়ে, মেলাই যে শক্ত শক্ত বলে যাচ্ছেন এর কারণট, কি? আপনি জানেন যে, এখানে আপনার চেয়ে

বুদ্ধিমান লোক অনেক আছে। যারা আপনাদের কথায় মরে বাঁচে তাদের জাত নিন্‌গে দিন্‌গে। যাঁরা পাঁচ সিকা হলেই সন্তুষ্ট, তাঁদের মুখে আবার হাজার দুহাজারের কথা কেন?

শ্রীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবেশ।

শ্রীচরণ। ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ কি—পাঁচসিকে—হাজার দুহাজারের কথা কি হ'চ্ছে মশাই?

অমল। আপনার কথাই হ'চ্ছে।

শ্রীচরণ। আমি তা কতকটা শুনেছি। ঘটনাটা যেরূপ দাঁড়িয়েছে তাতে অনেকের অন্তঃকরণে সহসা সন্দেহ হবারই কথা—তবে ভাল ক'রে না জেনে দুকথা শক্ত বলাটা যেন কেমন কেমন ঠেকে। যাক্ সে সব কথায় আর কায নাই। নির্ম্মল বাবু—শুনুন—(কাণে কাণে কি কহিলেন) এবং তাঁহার হস্তে দুই খানি দশটাকার নোট দিলেন।

শ্রীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মোহন মূর্ত্তি ও উদার স্বভাব দৃষ্ট করিয়া দুষ্ট প্রতিবাসীগণ বিমোহিত হইলেন, এবং আপন আপন অন্যায় অপরাধ স্মরণ করিয়া লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া পরস্পর মুখতাকাতাকি করিতে লাগিলেন। অপরাধীর মুখ দেখিলে বহুদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তিরা অনায়াসেই চিনিতে পারেন; সুতরাং চোর ধরিতে গঙ্গোপাধ্যায়কে আর অধিক কষ্ট পাইতে হইল না। জগাই মাধায়ের প্রহার সহ্য করিয়া ৺ গৌরাঙ্গ দেব যেরূপ তাহাদের সহিত সদাচরণ করিয়াছিলেন, আমাদের রসিক চূড়ামণি শ্রীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ও রহরাম গোস্বামী প্রভৃতির সঙ্গে সেইরূপ প্রসন্ন মনে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। এ জগতে ক্ষমা ও দয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুণ আর নাই; এই দুইটী গুণ যাঁহার আছে তিনি যথার্থ ভাগ্যবান। জল সিঞ্চনে শীঘ্র যেমন অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, তেমনি দয়া ও ক্ষমাগুণে শত্রু ও মিত্র হয়।

রহরাম। (শ্রীচরণের প্রতি) মহাশয় একটা নিবেদন করি?

কহে বীরসিংহ রায়, কহে বীরসিংহ রায়।
কাটিতে বাসনা নাই ঠেকেছি দায়ায়।

নহে চোরের লক্ষণ, নহে চোরের লক্ষণ।
রূপে গুণে দেখি যেন দ্বিতীয় লক্ষ্মণ ॥

শ্রীচরণ। (সহাস্যে) এসে শ্বশুর আলয়, এসে শ্বশুর আলয়।
অবিচারে মারা যাব মনে নাহি লয় ॥
আমি ক'রেছি কুকায, আমি ক'রেছি কুকায।
সাক্ষী কারো ডাকি নাই শালী কি শালাজ ॥
এ যে বিধির ঘটন, এযে বিধির ঘটন।
অতিথি হয়ে তবু হয় না অনটন ॥
নিতে আপন জিনিস, নিতে আপন জিনিস।
কে কোথায় মানে বল মধ্যস্থ শালীশ ॥
মম ভাগ্যে নাহি ঘুম, মম ভাগ্যে নাহি ঘুম।
নির্ঝুম নিশিতে মল বাজে ঝুম্ ঝুম্ ॥
বলে তুমি যাবে বঙ্গে, বলে তুমি যাবে বঙ্গে।
রঙ্গে ভঙ্গে তোমায় কপাল যাবে সঙ্গে ॥
ক'রে চৌদ্দটী বিবাহ, ক'রে চৌদ্দটী বিবাহ।
বহুদিন বহিতেছে প্রেমের প্রবাহ ॥
এবে প্রবীণ বয়েস, এবে প্রবীণ বয়েস।
যৌবনেও করি নাই অন্যায় আয়েস ॥

রহরাম। আপনি যে দেখ্ছি অতি উচ্চদরের লোক। যেমন রূপবাণ তেমনি গুণবাণ! মহাশয়ের নাম কি? নিবাস কোথায়?

শ্রীচরণ। না মহাশয়! আমি অতি সামান্য লোক। আমার নাম শ্রীশ্রীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়; নিবাস হালি সহরে।

রহরাম। আমি না বুঝে আপনার নিকট অপরাধী হয়েছি, ক্ষমা করুন, কিছু মনে ক'রবেন না?

বিশ্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের পুনরাগমন।

বিশ্বেশ্বর। (সহাস্যে শ্রীচরণের প্রতি) এনেছি মহাশয়! একেবারে তিন জনকে এক নৌকায়। দুই জনের বাপের বাড়ী

একগ্রামে; আর একজন তার নিকটেই গরিবপুরে তাঁর ভগ্নীপতির বাড়ীতে রাঁধুনী হ'য়ে ছিলেন; আমি যাবা মাত্রেই তাদের কাছে বিদায় নিয়ে, তাড়াতাড়ি এই মেয়েটীকে কোলে ক'রে, মুখের ভাত ফেলে, আমার সঙ্গে নৌকায় উঠ্‌লেন্; আমি ব'ল্‌লাম দুটো খেয়ে নিলে না; তা উত্তর ক'র্‌লেন তোমার বাড়ী থেকে সতিনের ঝাঁটা খেয়ে দিনান্তে দুটো খেতে পাই সেও ভাল, তবু আর যেন পরের দাসী হয়ে না থাক্‌তে হয়!

শ্রীচরণ। বাহাদুর! আঃ, বাঁচালে; এ কন্যাটী কি তাঁরই?

বিশ্বেশ্বর। আজ্ঞে হাঁ—কি ক'রব, কিছুতেই ছা'ড়্‌লে না তাই সঙ্গে আন্‌তে হ'ল।

শ্রীচরণ। বেস করেছ—(কন্যাটীর প্রতি) এস মা, আমার কাছে এস। তোমার নাম কি?

কন্যা। আমার নাম সত্যবালা।

সম্প্রতি সত্যবালার বয়ঃক্রম সাত বৎসর তিন মাস। তাহার পরিধান একখানি খারে কাচা পুরাতন নীল শাটী। অলঙ্কারের মধ্যে হাতের কাল চুড়ি; দুইটী পিতলের মাকৃড়ী ও দুই গাছি কাঁসার মল। মেয়েটী দেখিতে ঠিক যেন তার পিতা বিশ্বেশ্বরের মত। অবস্থা দৃষ্টে গঙ্গোপাধ্যায় মনে মনে বুঝিলেন যে, এই কন্যার মাতার অঙ্গে রূপা সোণার লেশ মাত্র নাই। তাহা থাকিলে প্রাণ থাকিতে কোন গর্ভধারিণী তাঁহার একমাত্র দুহিতাকে এরূপ দুঃখের হালে রাখিতে পারেন না।

শ্রীচরণ। তোমার আর তোমার মায়ের কি কি গহনা

সত্যবালা। আমরা গয়না কোথায় পাবো! কে দেবে! গরিবপুরের গোসাই গিন্নী মাকে একটা নথ দিয়েছিলেন তা আমার জ্বর হ'লে নথ বিক্রী করে মা কবিরাজকে দিয়েছেন।

শ্রীচরণ। (সজল নয়নে) হাঁ মা—তুমি গহনা প'র্‌বে?

সত্যবালা। আপনি আমার কে হন?

শ্রীচরণ। আমি তোমার জেঠ মহাশয় হই মা!

শ্রীচরণ। (বিশ্বেশ্বরের প্রতি) হাঁ ভাই? আপনার আর দুটী স্ত্রী যাঁরা এসেছেন তাঁদের কিছু কিছু অলঙ্কার আছে কি?

বিশ্বেশ্বর। তাঁদের দুজনারই দু'চার খানা করে গহনা আছে।

শ্রীচরণ। নির্ম্মল বাবু—একজন সে'ক্‌রা ডাকাতে পারেন?

নির্ম্মল। পার'ব না কেন। এই যে আমি ডেকে আন্‌ছি।

(স্বর্ণকারের সহিত নির্ম্মলচন্দ্রের পুনরাগমন।)

শ্রীচরণ। (স্বর্ণকারের প্রতি) কএকখানা গহনার দরকার হয়েছে?

স্বর্ণকার। কি কি গহনা তৈয়ের ক'র্‌তে হবে বলুন?

শ্রীচরণ। এই মেয়েটীর পায়ের চারগাছা মল, দুই ছড়া রূপার তাবিজ, একছড়া একহারা গোঠ, দুইটা সোণার মাকৃড়ী, আর মাতার জন্যে তিন খানা রূপার চুলফুল।

আর মেয়েটীর মায়ের জন্যে, দুই ছড়া পঁইছে, দুই ছড়া তাবিজ, দুই গাছা সাদা মাঠা মল, আর রূপার ঠোস্ দেওয়া একটী সোণার নথ চাই। টাকা যা লাগ্‌বে আমাকে ঠিক্ হিসাব করে বল, আমি অমল বাবুর কাছে রেখে যাচ্ছি; আর এখন বায়না কত টাকা দিতে হবে তাও বল?

স্বর্ণকার। বাণি ছাড়া সব টাকা পেলেই ভাল হয়; কেননা সোনা রূপা ত কিন্‌তে হবে?

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অনেকে চণ্ডীমণ্ডপের পার্শ্বদ্বারের অন্তরালে থাকিয়া পুরুষদিগের কথোপকথন শুনিতে ছিলেন।

জীবর মাতা। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) আমাদের কুমুদিনী ব'লছে তার কাছে একছড়া রূপোর গোঠ, দু'ট মাকৃড়ী, তিন খানা রূপোর চুলফু[illegible] আর এয়ো ক'র্‌বে ব'লে সে একটা নথ [illegible] হ্ছে; তা তুমি যদি চাও ত সে দিতে রাজী আছে।

শ্রীচরণ। ভালই ত!

জীবর মা। সে নথ আর চুল ফুলের দাম চায় না—ব'ল্‌ছে কি, তুমি যদি এক জোড়া লাল পেড়ে শাড়ী আর একখানি ন হাতি ভাল রংচঙ্গে শাড়ী আনিয়ে দেও, তা হলে সে আজ

বিশ্বেশ্বরের মাগ্‌কে আর ঐ মেয়েটীকে এয়ো, কুমারী করে?

শ্রীচরণ। (অমল বাবুর প্রতি) আপনার ভাগ্নী ত বড়ভাল কথাই ব'লেছে। তার এই প্রস্তাবে আমি যে কি সন্তুষ্ট হ'লাম তা আর ব'লে উঠ্‌তে পারিনে। এই পাঁচ টাকায় তিন খান কাপড় আনিয়ে দিন? (স্বর্ণকারের প্রতি) বাপু; তুমি ত সব শুন্‌লে—এখন দুই ছড়া পঁইছে, দুই দফা তাবিজ, দুই দফা ছোট বড় মল, আর একছড়া গোঠে কি প'ড়্‌বে তা বল?

স্বর্ণকার। বাণি শুদ্ধ ধরি—মল—৩০৲ আর ২০৲ আর ৫৲ বাণি=৫৫৲ টাকা। পঁইছে ১০৲ ২৲=১২৲ টাকা। তাবিজ ১১৲ আর ৭৲=১৮৲ টাকা। গোঠ ৭৲ টাকা=তাহ'লে মোট হ'ল কত?

নির্ম্মল। মোট ৯২৲ বিরেনব্বই টাকা।

গঙ্গোপাধ্যায় থলি হইতে নয় খানা দশ টাকার নোট ও দুইটী নগদ টাকা অমল বাবুর হস্তে দিলেন, অমল বাবুও রীতিমত স্বর্ণকারকে যাহা দিবার তাহা দিলেন; স্বর্ণকার প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। পরে গঙ্গোপাধ্যায় বিশ্বেশ্বরের কন্যার হস্তে একটী টাকা দিয়া, বিশ্বেশ্বরকে গোপনে ডাকিয়া তাঁহাকে কি দিলেন কেহই তাহা দেখিতে পাইল না।

এদিকে কমল বাবু গঙ্গোপাধ্যায়ের দত্ত টাকায় তাঁহাদের নিজ বাটীর পরিবার বর্গের বস্ত্র, এয়ো ও কুমারীর শাটী এবং দশটাকার মিষ্টান্ন খরিদ করিয়া আনিলেন।

রহমান। (শ্রীচরণের প্রতি) আপনি কি কলির দেবতা? দেখে শুনে ইচ্ছা হয়, শ্রীচরণের শ্রীচরণে ছুঁচো হয়ে থাকি।

শ্রীচরণ। (নমস্কার করিয়া) ও কথা ব'ল্‌বেন না—ব্রাহ্মণ আমার মাথার মণি।

২৩ গীত।

রাগিণী আশা ভৈরবী।—তাল—রূপক।

সুর (ভিখারীর নারী বলে, তাচ্ছল্য ক'র্‌লে মোরে)

মন, সন্ন্যাসী যদ্যপি হও, সংসারের মধ্যেতে রও, এ হ'তে তপোবন আর অন্য নাই। এসেছ কর্ম্ম ক্ষেত্রে, উপকার ধর্ম্ম সূত্রে; আশ্রমের উচিত কর্ম্ম করা চাই। অরণ্য জন শূন্য, যথা নাই দীন দৈন্য, কি পুণ্য গিয়ে তথায় ক'র্‌বে ভাই; জন্মভূম রত্নাকর, যদ্যপি যত্নকর, সাধন ধন পেতে পা'র, সর্ব্বদাই। নিত্য যাগ যজ্ঞ ব্রত, আতিথ্য অবিরত, হতেছে কতশত সর্ব্বঠাঁই; বিপিনে বৃক্ষলতা, তারাত কয়না কথা, শিশুদের হেরে হেথা কি না পাই। শুক দেবের মত কজন, হয়েছে সুখের ভাজন, মহাজন হয়না মুখে মাখ্‌লে ছাই;—ঋষি-রাও বনে থেকে, গ্রন্থাদি গেছেন লিখে, জ্ঞানী হ'তেছে লোকে, শিখে তাই। ধৈর্য্যগুণ তেজ্য করি, নির্জ্জনে ভজ্‌লে হরি, তাহাতে বিশেষ বাহাদুরী নাই;—যাহেতু মনে ভাবে, বনে সব সয় অভাবে স্বভাবে যেন হরি গুণ গাই॥

জীবর মা। ও গাঙ্গুলী; একবার বাড়ীর ভিতর আস্‌তে হবে যে? তোমায় দেখ্‌বার জন্যে পাড়ার মেয়েরা সব ব'সে আছে।

শ্রীচরণ। এই যে যাচ্ছি। (গাত্রোত্থান) মহাশয়েরা যাবেন না আমি এখনই আস্‌ছি।

রহরাম। (জীবর মার প্রতি) তুমি গাঙ্গুলী মহাশয়কে কি করে চিন্‌লে?

জীবর মা। উনি যে আমার সুবাদে ভগ্নীপতি হন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অন্দর মহল স্ত্রীগণ।

শ্রীচরণ। আপনাদের কা'র সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক অনুগ্রহ ক'রে আমায় ব'লে দিন?

দিদিশাশুড়ী। ইনি তোমার সুবাদে দিদি শাশুড়ী; ওঁরা তিন জন মাস শাশুড়ী হন; আর আমি তোমার কুমুদের দিদিম॥

প্রতি বাসিনী। আর জানালার ভিতর দিয়ে যে বউগুলি তোমায় উঁকি মেরে দে'খ্‌ছে, ওরা তোমার মামী শাশুড়ী হয়।

বড়বউ। (মৃদুস্বরে) ওমা! কি বেন্না—ছি—লজ্জায় ম'লাম্ যে—এ বাড়ীর চপলা ঠাকুরঝি পাগল হ'য়েছে নাকি? সুবাদ্ বুঝে কথা কয় না। (প্রস্থান)

বৃদ্ধার নির্দ্দেশ অনুসারে গঙ্গোপাধ্যায় প্রণামের প্রত্যেক পাত্রীকে টাকা দিয়া প্রণাম করিলেন।

দিদি শাশুড়ী। যেমন শুনেছিলাম—তেম্‌নি দেখ্‌লাম। আশীর্ব্বাদ করি, রাজরাজেশ্বর হ'য়ে বেঁচে থা'ক। আমার মাতার যত চুল তত পেরমাই হোক্—আমার কুমুদ—পাকা মাতায় সিঁদুর পরুক।

জীবর মা। বলি ভাল আছ ত? আমার লাবণ্য ভাল আছে?

শ্রীচরণ। হাঁ, সবাই ভাল আছে। আমার শ্বশুর মহাশয়কে ব'লে আপনার জীব কুমারের আর ৫৲ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছি।

জীবর মা। তোমরা বেঁচে থা'ক, আমার ছেলের ভাবনা কি!

---

২৪ গীত।

রাগিণী তাল।

সুর (রসনাতে হরি বল্‌ছে যাদের নয়ন ঝরে)

মরি কি রূপ, অপরূপ দেখে প্রাণ জুড়াইল; কিবা সর্ব্বাঙ্গ সুঠাম শ্যামের ভঙ্গীতে মন ভুলে গেল। রক্ত কমল জিনি চরণ, নিন্দিত নীল কমল বরণ; হেরে, ভক্ত অলি লোভ সম্বরণ, কেমন ক'রে ক'রবে বল। গঞ্জিয়ে খঞ্জন পাখী, ঢুলু ঢুলু দুটী আঁখী;—শ্যামের ভ্রুভঙ্গি দেখে কি দুঃখে অনঙ্গ অঙ্গ হীন হ'ল। হাসি হাসি মুখ খানিতে সুধা রাশি বরিষিল;—ঐ ব্রজেশ্বরের বাঁশীর স্বরে, শমন রাজার মুখ শুকা'ল। রূপে ভুবন ভুলায় যে জন তাঁর তুলনা কে দেয় বল;—ভয়ে মহেন্দ্র কয়, যে রূপে হর, অসংখ্য শশাঙ্ক আলো॥

হাবীর মা। (গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি) মোদের বাড়ীতে তোমার একবার পায় ধুলো দিতে হবে? মোর হাবী তোমায় দেখ্‌তে চেয়েছে। তার পেটে বড় ব্যথা, সে উঠ্‌তে পারে না?

শ্রীচরণ। (জীবর মার প্রতি) ইনি কে?

জীবর মা। ও, গোয়ালা বউ। ওর একটী সোমত্ত বিধবা মেয়ে আছে সে তোমায় দেখ্‌তে চায়।

শ্রীচরণ। (হাবীর মার প্রতি) বাছা; আমি দেবতাও নই, গন্ধর্ব্ব ও নই, সামান্য মানুষ; আমাকে আবার তোমার মেয়ে দেখবে কি! তবে, তোমার জামাই যদি বেঁচে থাক্‌'ত, আমি কাউকে সঙ্গে করে তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে দাঁড়াতাম, তোমার মেয়ে আমাকে ওঁকি মেরে দে'খ্‌তো; এখন শুধু শুধু তোমার বাড়ীতে গেলে ভাল দেখাবে কেন?

হাবীর মা। গোবর্দ্ধনপুরের অনেক বামণ ঠাকুর মোর বাড়ীতে পায় ধূলো দেন কিনা, তাই মুই বল্‌ছি!

জীবর মা। আঃ মর মাগী। ছোট লোকের এক দশাই সতন্তর; যত বড় না মুখ তত বড় কথা। উনি কবিরাজ নন, আ'চার্য্যি পুরুত নন যে, তোর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হবেন। একি গেঁজা খোর বদ্‌না বামন পেয়েছিস্‌— যে, রাত্‌দিন তোর রান্না ঘরে ধন্না দিয়ে ব'সে আছে?

রসনা। একেই বলে রাখালের হাতে শালগ্রামের শাস্তি। রাজা শ্বশুর বাড়ী গেলে তাঁকেও হুকড়া নকড়া হ'তে হয়।

চপলা। (হাবীর মার প্রতি) তুই এক কর্ম্ম কর—উনিত এখনও এখানে আছেন; হাবী একটু ভাল হ'লে তার হাত ধরে আনিস্‌কন, সে ওঁকে দেখ্‌'বে কন?

শ্রীচরণ। সেই কথাই ভাল। আমি তবে আসি; (প্রস্থান)

২৫ গীত।

রাগিণী—আশা ভৈরবী—তাল—রূপক।

সুর (ভিখারীর নারী বলে, তাচ্ছল্য কর্‌লে মোরে)

সন্ন্যাসী যে জ'ন হয়, সে কি সংসারেতে রয়, নিরালয় ব'সে ভজে নিরঞ্জন। এ সংসার অসার ক্ষেত্র, অসুখের আকর মাত্র, দিন রাত্র দুঃখে মানুষ হয় দাহন। (হেথায়) আজ আমার অমুক ম'ল, বিষয় বিক্রয় হ'ল, সর্ব্বস্ব হরে নিল, দস্যুগণ; অনিত্য ধনের লাগি, অনর্থক রাগারাগি, যোগী তাই তত্ত্ব করে নিত্যধন। (হেথায়) অতিশয় ভোগ বাসনা, লোভের বশ হয় রসনা, উপাসনার বিঘ্ন বিলক্ষণ; এ সকল বিড়ম্বনা, বনে নাই সম্ভাবনা, ভাবনায় এসেন সে ভবভাবন। (বনে) শীঘ্র লোক হয় সাধক, দূর হয়ে যায় পাতক, দিন কতক ক'রলে দুঃখ সম্বরণ;—ভেসে যায় প্রেমের নদী, মহেন্দ্র নিরবধি, আনন্দ নীরেতে রয় নিমগন!

রসনা। হাঁ দিদি! তুমি ব'ল্‌ছিলে জামাই তোমার ভগ্নীপতি হন! লক্ষ্মণপুরের বাবুদের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কি?

জীবর মা। ঐ যে লক্ষ্মণপুরে শ্রীচরণ যাকে শেষে বিয়ে ক'রেছেন, সেই লাবণ্যলতা হ'চ্চে বামন দাস বাবুর মেয়ে। লাবণ্যর মায়ের নাম আমার মায়ের নাম এক, তাই আমি তাঁকে মা ব'লেছি। তা হ'লে হ'ল না—সে বোন—উনি ভগ্নী পতি?

রসনা। তা বেস! বু'ড় বয়েসে ভাল সম্পর্কটা পাতিয়েছ। আজ তোমারই চাঁদের দিন বুধের দশা; পাতরে পাঁচ কীল।

চপলা। এই পৃথিবীতে যার সহায় সম্বল না থাকে তাকে বড় মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে হোক্, কি তাঁদের গা ঘেঁষা হয়েই হোক্, এক রকমে দিন কাটাতে পার্‌লে, সময় অসময় গরিব লোকের অনেক উপকার হয়। এমন কি, অনেক দুষ্ট লোকে তার হটাৎ কোন মন্দ ক'র্‌তে পারে না। ঐ শু'ন্‌লে না; জীব কুমারের একটু চাকরি হয়েছে

আবার পাঁচ টাকা মাইনে বেড়েছে? দিদি মহত্তের আঁস্তাকুড় ও ভাল।

জীবর মা। মহৎ ব'লে মহৎ। আমি ত গাঙ্গুলীর কি গাঙ্গুলীর শাশুড়ীর মত মানুষ কখন চক্ষে দেখিনি। অহঙ্কার নাই, মাৎসর্য্যি নাই, যেন দেবতা!

চপলা। তাও বলি; প্রাণ খোল না দিলে আজ কাল কেউ কি কা'র উপকার করে? তুমি যে শত মুখে তাদের সুখ্যাৎ ক'র্‌ছ, টান আছে ব'লেত? তারাও তোমার ব্যাটার যাতে ভাল হয় তাই ক'রছে?

হর গৌরী মিলন।

জীবর মা। লাবণ্য লতার কথা শুনবে? সে বড় আশ্চর্য্য কথা।

বামন দাস বাবুর জমীদারীতে শ্রীচরণ গাঙ্গুলীর কি জমী জমা আছে, তাই উনি সর্ব্বদা বাবুদের বাড়ীতে যান। লাবণ্যর বয়স যখন সাত বছর—উনি একদিন বামন দাস বাবুর কাছে ব'সে আছেন, এমন সময় লাবণ্য সেখানে গিয়ে উপস্থিত। বাবু জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, হ্যাঁ মা, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি তোমায় কত ডেকেছি তা শুন্‌তে পাওনি? লাবণ্য উত্তর দিলে; আমি যে কৃষ্ণকুমারী দিদির পুতুলের ছেলের সঙ্গে আমার পুতুলের মেয়ের বিয়ে দিচ্ছিলাম? বাবু বল্‌লেন, পুতুলের বিয়েত দিলে; এখন তোমার বিয়ের যে কি হবে আমি তাই ভেবেই খুন হ'চ্ছি। ঘর মেলে ত বর মেলে না; কোন বেটা মূর্খ গাঁজা খোর কি মাতালের হাতে প'ড়্‌বে আর দুর্দ্দশার শেষ হবে। ঐ কথা শুনে মেয়ে সেখান থেকে দৌড়; কাঁদ কাঁদ হয়ে তার মায়ের কাছে এসে ব'ল্‌লে, মা; আমার বিয়ের ঠিক হয়েছে; বাবাকে ব'লো তিনি আর যেন আমার বর খুঁজে না বেড়ান; আমি আর কাকেও বিয়ে ক'র্‌ব না।

তার মা ব'ল্‌লে ভ্যালা! তবে তুই কারে বিয়ে করবি? তা চুপ ক'রে মুখ গুঁজে রই'ল। মা ব'ল্‌লে আমার কাছে বল—নইলে কি করে বিয়ে হবে? সে ত কিছুতেই ব'ল্‌বে না—অনেক পীড়াপীড়ির পর, চ'খে কাপড় দিয়ে বল্‌লে—গাঙ্গুলী মশার সঙ্গে। তার মা হা'স্‌তে হা'সতে

জিজ্ঞাসা ক'রলেন—হ্যাঁ লাবণ্য? কোন গাঙ্গুলী? তা উত্তর দিলে—যিনি আমাদের বাড়ীতে এসেছেন—ঐ যে বৈঠক খানায় বসে আছেন। তার মা শুনে ব'ল্‌লে ও কপাল! তোর সঙ্গে মানাবে কেন! সে যে আধা বইসী মানুষ; মিল হবে কেন! তবু বলে তা হোক; অন্য সম্বন্ধ ক'র্‌তে তুই বাবাকে মানা করিস।

রসনা। তখন গাঙ্গুলীর বয়েস কত?

জীবর মা। বোধ করি ৩৪।৩৫ হবে।

রসনা। বড় মানুষের মেয়ে বলেই যা বল; নইলে ৩৪।৩৫ বছর আবার বয়েসটা কি, এখন ত প্রায় ৫৫।৫৬ হ'ল, না?

জীবর মা। তা, হ'ল বৈকি; আমাদেরই ত প্রায় দশ গণ্ডার উপর হ'তে চ'ল্‌ল।

বৃদ্ধা। সে কি জীবর মা; তুমি আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট বইত নও? আমারই ত সত্তর পার হয়েছে।

জীবর মা। কে জানে; আমার অত ঠিক নেই। নানা জ্বালায় জ্বালাতন।

রসনা। আমরা ত মেয়ে মানুষ; কথার ঠিক না থাক্‌বারই কথা; বু'ড় মিন্‌সে বেণী কাকা, ত্রিকাল গিয়েছে, শেষ কাল পড়েছে; তিনি বলেন কিনা তাঁর বয়েস এখন ৫৫ বছর; প্রথম পক্ষের ছেলে থাকলে এখন বাপ ব্যাটায় মানা ত না, তাকে ছোট ভেয়ের মত দেখাত; এখনও গোঁফে চুলে—কলপ দেন আবার দাঁত বাঁধিয়েছেন। শুনতে পাই সাহেবের কাছে বয়েস ভাঁড়িয়ে চাকুরি ক'র্‌ছেন।

বৃদ্ধা। কথায় বলে, সে দিনকার ছুঁড়ী, এক বিগুনে বুড়ী। মেয়ে মানুষের বাড়্ আর কলাগাছের বাড়—সমান। তোমার বেণী কাকা আমার চেয়ে আট্ বছরের বড়। ওঁর বইসী ত ঐ নিমচাঁদ ঠাকুর পো; তাকে দেখ্‌লে বেণীর বাপের—বইসী ব'লে বোধ হয়। কি জা'ন্‌লে, লক্ষ্মীর কৃপা থাক্‌লে, রোগ কি যোমের জ্বালা না হলে, মানুষের শ্রীছাঁদ থাকে; আর এক কথা, দুঃখের দশায়, বয়েসের বড় যে, সেও তাকে

দাদা বলে। বিদ্যা বুদ্ধিতে অনেকেই বড় হ'তে চায়, কিন্তু বয়েসের বেলা প্রায় পোনের আনা লোক ছোট হয়।

কীর্ত্তনি। তোমরা যে ধান ভান্‌তে শিবের গীত আন্‌লে? হচ্ছি'ল লাবণ্যর কথা, এনে ফে'ল্‌লে আর এক খানা।

জীবর মা। তার পর শোনো; সেই এক রত্তি মেয়ের কথা শুনে বাড়ী শুদ্ধ লোক ত আর হেসে বাঁচে না। বলে কি আশ্চর্য্যি, কলিতে হ'ল কি! ঐ সব কথা হ'চ্ছে—এমন সময় কৃষ্ণ-কুমারী এসে ব'ল্‌লে—ওগো শোন, ওগো শোন! এই যে লাবণ্য আমাকে ব'ল্‌ছে—মা বলেন কি, তোর সঙ্গে মানাবে না; সে যে আধ বু'ড় মিন্‌ষে; হ্যাঁ ভাই আমাদের বাড়ীতে যে সেই হর-পার্ব্বতী পূজো হয়েছিল— তা শিবের কোলে দুর্গাকে কেমন মানিয়েছিল, না ভাই!

বৃদ্ধা। হ্যাঁগা? কৃষ্ণকুমারী কে?

জীবর মা। কৃষ্ণ, লাবণ্যর পিসতুত বোন। লাবণ্যর চেয়ে সে এক বছরের বড়। তার পর বাবু সেই কথা শুনে হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্‌লেন, শাস্ত্রে বলে, বস্তুতঃ যে ছেলে মানুষের মত কথা কয়েছে তা নয়; প্রজাপতি ওর মুখ থেকে বার্ ক'রেছেন। শ্রীচরণ হ'লেন বেগের হরিরাম গাঙ্গুলীর সন্তান। আর আমি খড়দর মুখুটী—উনি স্বকৃত ভঙ্গ— আর আমি তিন পুরুষে; তা হলে ত ঠিক্ মি'ল্‌ছে—তবে কিছু বয়েস বেশী—আর অনেকগুলি বিয়ে ক'রেছেন। তা শুন্‌তে পাই তাদের সকলকেই নিয়ে ঘর করেন— সেজন্য ও'র বড় সুখ্যাত্—কুলীনের ছেলে অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু এমন বিষয়াপন্ন রূপে গুণে সুপাত্র মেলা ভার। বহুদিন হ'তে বিষয় সংস্রবে ওঁদের সঙ্গে আমাদের একে ত বাধ্য বাধকতা আছে; তারপর আমার জামাই হ'লে ত সোনায় সোহাগা হবে।

কীর্ত্তনি। গাঙ্গুলী তাতে সম্মত হলেন ত?

জীবর মা। কুলীনদের দশা জান'ত; বোঝার উপর শাকের আটি।

রঙ্গনা। এত গুলির মন যোগা'ন ত বড় সহজ কথা নয়। বোধ করি রাত্‌দিন—সতিনের ঝগ্‌ড়ায় বাড়ীতে আর কাগ্ ব'স্‌তে পায় না?

জীবর মা। ওমা তা নয়! তাদের কথা যদি শোন ত অবাক্ হবে। ও বামণ যে কি মন্ত্র জানে—মেগেদের যেন যাদু ক'রে রেখেছে। বউ গুলির যেমন বিবেচনা তেমনি লজ্জা শরম্। এক বাড়ীর ভিতরে পরস্পর এমনি ব্যবস্থা ক'রে চলে যে, পাড়ার লোকে সতিনের ঘর বলে যে রঙ্গ দেখ্‌বে তাও কা'র সাধ্য হয় না।

তার পর শোন। তখন [illegible] থাক্‌ল—তার পর দেড় বছর পরে সকলে যখন জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে—হাঁ লাবণ্য? আগে তুই বড় ছেলে মানুষ ছিলি, মুখ না ঘায় একটা কথা বেরিয়ে গেছি'ল; এখন যা হোক্ তবু একটু বোধ হয়েছে; সত্যি ক'রে বল দেখি তুই কাকে বিয়ে ক'র্‌বি?

২১ গীত।

রাগিণী—কালাঙ্গড়া—তাল—আড়াঠেকা।

বাঞ্ছিত ধন তোমার কেমন তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করি। মন খুলে সব মনের কথা বল শুনি প্রাণ কুমারী। তোমার মন ভুলাতে পারে, এমন কে আছে সংসারে, আমরা ত জানি অন্তরে, তুমি তুলনা তোমারি। জগতের—সৌন্দর্য্য যত, তোমার কাছেতে কুণ্ঠিত, লাবণ্যে লাবণ্যের মত, অন্যেতে না হেরি;—কার ভাবনা তুমি ভাব, কে দুঃখ ঘুচাবে তব, কবে আমরা নিরখিব, শিবের বামে শুভঙ্করী॥

জীবর মা। তাতে লাবণ্যলতা উত্তর দিলে; কেন গাঙ্গুলী মশাইকে। লাবণ্যের মা প্রথমে একটু মন মারা হয়েছিলেন; তার পর স্ত্রী আচারের সময় বরণ ক'র্‌তে গিয়ে তাঁর ননদকে আস্তে আস্তে ব'ল্‌লেন, ও ঠাকুরঝি! আমি মনে করে-ছিলাম মেয়ের সঙ্গে মানাবে না; এ যে দেখ্‌ছি কৈলাস ছেড়ে যেন মহাদেব এসেছেন! জামায়ের রূপ দেখে চক্ষু

জুড়ালো। (তার পর কথাটা আমার বলা ভাল দেখায় না) কোথাকার এক বামণ সেই কথা শুনতে পেয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল; হ্যাঁগা ভাল ক'রে দেখবার জন্যে বরণ ডালায় কি একটু ঈশূর মূল এনে দিব?

কর্ত্তাটী মেয়ের বিয়ের সময় যে ধূম ধাম আর খরচ পত্র করেছিলেন, আমরা সাত জন্মেও তেমন চক্ষে দেখিনি।

রসনা। তিন লাখ্ টাকা যার জমীদারীর আয়, সে মানুষ খরচ ক'র্‌বে না ত ক'র্‌বে কে!

জীবর মা। জামাইকে দেওয়াটা যা দিয়েছিলেন;- হাজার টাকা আয়ের একখানি জমীদারী, আর সোনা মুক্ত যে কত সে আর বলে উঠ্‌তে পারিনে। লাবণ্য সেইটুকু মেয়ে, তার যদি স্বামী ভক্তি দেখ, ত অবাক হও; আমরা হাজার চেষ্টা ক'র্‌লেও অমন পারিনে।

কীর্ত্তনি। তা হবে না কেন; কথায় বলে, (যদি মনের মত হয় পতি। কি করে তার অমরাবতী।)

তৃতীয় দৃশ্য।

সদর মহল। প্রশ্ন ও উত্তর।

১ম প্রতিবাসী। (গাঙ্গুলীর প্রতি) যদি ভাগ্যক্রমে সৎসঙ্গ পেয়েছি, ত একটা কথা মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি? লোকে বলে, অমুক বড় ভদ্র লোক; ভাল ক'রে ভেবে দেখ্‌লে আমি ত ভদ্র লোক খুঁজেই পাইনে। যার বিষয় চিন্তা করি— প্রায় দেখ্‌তে পাই একটা না একটা দোষ আছেই?

শ্রীচরণ গাঙ্গুলী। দোষ শূন্য মানুষ হতেই পারে না; তার সাক্ষী রাজা যুধিষ্ঠির; সর্ব্বগুণের আধার হয়েও দুই একটী দোষে তাঁকে নরক দর্শন ক'র্‌তে হয়েছিল। পর দ্রব্য হরণ, নর নারী হত্যা, গৃহস্থের মেয়ে ছেলের প্রতি অত্যাচার আর বিশ্বাস ঘাতকতা, এই কএকটীর মধ্যে একটী পাপ ও যাঁকে

স্পর্শ ক'র্‌তে পারে নাই; অথচ দয়া ক্ষমা প্রভৃতি বিশেষ কতকগুলি গুণ যাঁর আছে; অন্যান্য সামান্য দোষে দোষী হলেও তিনি ভদ্র মধ্যে গণ্য।

২য় প্রতিবাসী। প্রাণপণে চেষ্টা ক'র্‌লে আর সব পারা যায়, কিন্তু আজ্‌কাল যেরূপ—মাগ্‌গী গণ্ডা তাতে সংসারীর পক্ষে অর্থের লোভটা সম্বরণ করা বড় সহজ নয়। চাল ডাল নাই ব'লে গৃহিণী যখন তাড়না ক'র্‌তে থাকেন, কি বাবা ক্ষুধা পেয়েছে ব'লে, ছেলেরা যখন কাঁদ্‌তে আরম্ভ করে, তখন—যা ক'র্‌তে ইচ্ছা হয় তাত বুঝ্‌তেই পার্‌ছেন; কেবল সম্ভ্রম আর থানাদারের ভয়ে পারি না; তাও বলি —ব্যবসাও [illegible] লেনার ছলে মানুষ না ক'র্‌ছে কি। সোনার বেনেদের কে কোন কালে মায়ের কাণের সোনা চুরি ক[illegible] আজও যে চোর দায় ধরা পড়ে আছেন; একালে সমাজের যদি তেমন কড়াকড় থাক্‌ত, তা হলে ঘর ঘর এক ঘরে হ'তাম।

২৭ গীত।

রাগিণী—ভীম পলশ্রী—তাল—একতালা।

বাউলের সুর (দেখো যায় না যেন পতিতত্ব পাবন নামের মহিমে)

আমার, দেহ ভবনেতে মনের আগুণ লেগেছে। কিছু রইল না, গো, সব যে জ্বলে গেল, কেবল এপাকে পড়িয়ে প্রাণ্‌টা আছে। হস্ত পদ কড়িকাষ্ঠ, কড়ির জিনিস্ সকল নষ্ট, গো, এম্‌নি আমার পোড়া অদৃষ্ট;—ছিল জিহ্বা জপ মালার ঝুলি, রুদ্রাক্ষ অঙ্গুলি গুলি, সে সব পুড়ে হ'ল' ভস্ম, (মনের আগুণে;) হারালাম সর্ব্বস্ব, এমন বিষম দৃশ্য কে দেখেছে॥ পুড়ে গেল জ্ঞান পাটাখান, দশেন্দ্রিয় দশ গোলা ধান, গুরু মন্ত্র মোহর কএক খান;—আমি ভবিষ্যতে কিবা খাবো, কেমন ক'রে মুখ দেখাবো, এমন রইল না এক রত্তি, (মনের আগুণে) অর্থ ভূসম্পত্তি, বিনে মহেন্দ্রের জন্ম গিছে॥

শ্রীচরণ। আপনি কথাটা বড় মন্দ বলেন নি। আজ্ কাল অর্থের লোভ্‌টা এত অধিক হয়ে পড়েছে যে, ভদ্র লোকেও ধর্ম্ম ও কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হ'য়েছে। তা বলে সে ব্যবহার প্রকৃত মনুষ্য সমাজে প্রশ্রয় পাবার যোগ্য নয়। মনে করুন, আমরা যখন কোন একটা গর্হিত কার্য্য করি, স্বভাবতঃ সেটা যাতে লোকে না টের পায় এরূপ সাবধানে করি; তার মানে আর কিছুই নয়, সেটা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ব'লে। তবেই দেখুন—অসৎ কাযের ফল কত বিষময়। সম্প্রতি সংসারে অধর্ম্মের যে এত বাড়াবাড়ি, তবু ধর্ম্মের দোহাই না দেয় এমন লোক নাই। ধর্ম্ম চিরকালই আছে এবং চিরকালই থা'ক্‌বে; সে কথা মহাপুরুষেরা বলে গেছেন, আমাদের বলা বাহুল্য মাত্র। পর উপকারে পুণ্য, আর পর পীড়নে পাপ, এই দুটী কথা—সর্ব্ববাদী সম্মত, সেই মত কার্য্য ক'র্‌তে সকলেরই চেষ্টা করা উচিত; তাতে অন্যথা হ'লে মানুষের আর মনুষত্ব রইল কৈ?

২৮ গীত।

রাগিণী—দেশ মোল্লার—তাল—ঠুংরী।

সুর (তারিণী গো কে আর তারিবে তোমাবই)

মূঢ় মন আমার, কার হিংসা কর অকারণ। ও যে, সর্ব্ব জীবে, সমভাবে আছেন নারায়ণ। আদিতে ব্রহ্মার বর, পন্ন একাদশ নর, বিশ্বময় সেই বংশধর, করিতেছ বিচরণ; কত পিতা কত মাতা, নিরখিছ যথা তথা, আশী লক্ষ জন্মের কথা, কে করে নিরাকরণ। মলে এই মনুষ্য কায়, শৃগালে কুকুরে খায়, হিংস্রক লোক তদপ্রায়, পশুদের উদাহরণ; সর্প যেমন ক্ষুধার তরে, স্বীয়, শিশুদের ভক্ষণ করে, আমাদের কি পরস্পরে, উচিত হয় সেই আচরণ।

শ্রীচরণ। অন্যায় রূপে অর্থ সঞ্চয়ই হোক্, আর যে কোন অসৎ কার্য্যই হোক্ না কেন, সকলই একজন না এক জনের অনিষ্ট ক'রে ক'র্‌তে হয়; সেটা যিনি যত এড়াতে পারেন তিনিই ধন্য।

২য় প্রতিবাসী। আপ্‌নি যা ব'ল্‌ছেন সে কথা ঠিক বটে—কিন্তু সংসারে থেকে কার না ইচ্ছা হয় যে, আমি ধনী হই, দশ জনে আমাকে মান্য করুক; তা ন্যায় পথে থেকে কয় জন লোক বড়মানুষ হয়েছে আমায় দেখান?

শ্রীচরণ। ধনী হওয়াই কি সংসারের মোক্ষ সুখ?

২য় প্রতিবাসী। নয়ই বা কি করে; আপ্‌নি একজন বড় মানুষের বাড়ীতে গেলে আপনার—আদর ধ'র্‌বে না, আর আমি কি বিশ্বেশ্বর সে বাড়ীতে গেলে হয়ত কেউ বস্‌তে ও বল্‌বে না; অথচ আমরা মনে মনে জানি যে, তিনি পরের মাতায় হাত বুলিয়ে ধনী হয়েছেন, কিন্তু তা ব'লেত—মনকে প্রবোধ দেওয়া যায় না—যে অবোধ মন—তুমি দুঃখিত হইও না—ইনি জুয়াচুরি ক'রে বড় মানুষ হয়েছেন।

শ্রীচরণ। আমি যে কথা ব'ল্‌লাম সে জ্ঞানী ও অভিমান শূন্য ব্যক্তির পক্ষে। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্য বলে যাঁরা বাল্য কাল হতে উদার ও ধর্ম্ম ভীরু, তাঁরা লোকের অসার চাকচিক্যে বড় মোহিত হন না, দুঃখের অবস্থা হলেও তাঁরা অনেকের চেয়ে সুখী। আর অসৎ উপার্জ্জন ভিন্ন যে একেবারেই লোক ধনী হয় না তাও নয়; তবে অন্যায় অত্যাচার না ক'রে যাঁর ধনাগম হয় তিনিই প্রকৃত ধনবান। সুজন ও ঈশ্বরের চক্ষে তাঁর অর্থ দেব নিবেদিত প্রসাদের ন্যায় মূল্যবান। সৎপথে থাকায় যে কি সুখ তা নিজে সৎ না হ'লে কেউ বুঝ্‌তে পারে না; সতের পসার ও প্রতিপত্তি স্বর্গীয়। গান্ধারী যখন তাঁর পুত্র দুর্য্যোধনকে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বেন ব'লে দেখ্‌তে চাইলেন;

তখন দুর্য্যোধন, সেই ধার্ম্মিক চূড়ামণি যুধিষ্ঠিরের নিকটে গোপনে আসিয়া জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, হাঁ দাদা? মা আমায় দে'খ্‌তে চেয়েছেন, তা আমি কি অবস্থায় গেলে ভাল হয় বলুন? সরল হৃদয় যুধিষ্ঠির অকপট হৃদয়ে সেই চির শত্রু দুর্য্যোধনকে বল্‌লেন, কেন ভাই—তুমি উলঙ্গ অবস্থায় গিয়ে তাঁকে দেখা দিও—মায়ের কাছে সন্তানের আবার লজ্জা কি! সতী সাধ্বী মায়ের দৃষ্টিতে তোমার—সর্ব্বাঙ্গ লৌহসম দৃঢ় হবে। প্রকৃত সজ্জনের যে কত পসার তা বুঝন মহাশয়? বিপক্ষ যে সেও সতের সৎপরামর্শ চায়।

---

২৯ গীত।

রাগিণী—আশা ভৈরবী—তাল—পোস্ত।

রাম প্রসাদী সুর (বাস্‌নাতে দেও আগুন জেলে খার হবে তার পরিপাটী)

এস ধৈর্য্য, কর রাজ্য, আমার এই হৃদয়ের মাঝে। ষড় রিপু শড় করা তোমা বইকি অন্যে সাজে। কর্ম্মচারীর মধ্যে একা, মন মন্ত্রী বিষম বোকা, তাতে, রসনা রাজরাণীর বাঁকা, বাক্য বড় প্রাণে বাজে। জীবন রাজার রাজ্য করা অল্প দিনের তরে, সর্ব্বদা ভয় কখন কি হয় ডাকি তাই তোমারে;=ধৈর্য্য গুণের অভাব হ'লে, রসনায় না কৃষ্ণ বলে, ইষ্ট মন্ত্র গিয়ে ভুলে, একান্ত মহেন্দ্র মজে॥

২য় প্রতিবাসী। কি ধনী, কি নির্ধন, পৃথিবীর অধিকাংশ লোক যখন অত্যাচারী, তখন সজ্জন সংসারী ব্যক্তিরা দাঁড়ায় কোথায়? বিশেষতঃ যাদের অবস্থা মন্দ তাদের আরও অনুপায়।

শ্রীচরণ। (সহাস্যে) সাধু ব্যক্তি শত শত অসতের সঙ্গে থাক্‌লেও ভগবান্ ছায়া রূপী হয়ে—তাঁকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন। তার সাক্ষী অক্রূর মুনি, হরি দ্বেষী কংসরাজ্যে বাস ক'রেও স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষা ক'র্‌তে পেরেছিলেন এবং শেষ্‌টা কংসাসুর সেই

অক্রুরের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় আনিয়েছিলেন। দেখুন মহাশয়? সততার পুরস্কার দেখুন?

---

৩. গীত।

রাগিণী—কাফি—তাল—কাং।

গোবিন্দের সুর (পারলা পারলা চিনিতে, পারি চিনিতে)

ডাক্'ব তাঁরে সদা সাবধানে। বিশ্বের বিধানে। মনু আদি মুনিগণ যাঁর আছে অনুসন্ধানে। মন যদি রয় তাঁর ধ্যানে, কি করে তার বেদ বিধানে, কেন হারাই অনবধানে;—জেনেছে যাঁয় প্রবিধানে, এ জগতের জ্ঞান প্রধানে, দেখি, আমা হতে আছেন তিনি কতদূর ব্যবধানে। ব্যাপ্ত হয়ে গুপ্ত যিনি সর্ব্ব লোক সন্নিধানে;—মহেন্দ্র কয় মন ভাব সেই সর্ব্বগুণ নিধানে॥

২য় প্রতিবাসী। ভদ্র লোক এখন মেলাই ভার!

শ্রীচরণ। নিজে ভদ্র হ'লে ভগবান্ ভদ্র সঙ্গী ও মিলিয়ে দেন। কোন সময় একজন প্রবীণ ভদ্র লোক আর একটী ভদ্র লোক্‌কে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, হাঁ মহাশয়? এ গ্রামে ভদ্র লোক কে? আমি বৃদ্ধ দশায় গঙ্গাবাসী হয়েছি—ইচ্ছা করে মধ্যে মধ্যে ভদ্র সমাজে গিয়ে বসি। তাতে অপর ব্যক্তি উত্তর দিলেন; আপনি নিজে যদি ভদ্র হন ত, পৃথিবীর সকল লোকই আপনার কাছে ভদ্র। তবে আপনার উদ্দেশ্য অনুসারে উত্তর দিতে হ'লে এই বলি যে, এখানকার লোক বিনা গরজে কারও সঙ্গে আলাপ করে না, এমন কি, এক ছিলিম তামাক ও দেয় না। (আবার তাও বলি, যে দেশে ভাড়ানী, কাট কুড়ানী প্রভৃতিকে ও খাজনা টেক্‌স দিয়ে বাস ক'রতে হয়, আর যে দেশে বা'র মাস দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে ও জল বাতাস টুকু পর্য্যন্ত যাদের কিনে খেতে হয়, আপনার সঙ্গে আত্মীয়তা ক'র্‌বার অবসরই বা তাদের কৈ;) আর একদিনের জ্বরে যাদের

বেতন কাটা যায়, কন্যাদায়ে যাদের ভদ্রাসন বিক্রয় ক'র্‌তে হয়, রাত্রদিন খেটে খেটে ও যাদের দুঃখ ঘুচে না, তাদের দোষই বা কি!) ভগবানের কাছে তাদের সাত খুন মাপ হওয়া উচিত। এই দেখুন এক কথার আর উত্তর দিচ্ছি! তার পর সেই ভদ্রলোকটী ব'ল্লেন অত ভদ্র লোক বাছাবাছি ক'র্‌তে গেলে আপনি এ দেশে তিষ্ঠিতে পা'র্‌বেন না। ভদ্রকুলে জন্মিলেও ভদ্র হয় না, পারিষ্কার পরিচ্ছদেও ভদ্র হয় না; যিনি ধনী কি নির্ধন উভয়কেই স্নেহ চক্ষে দেখেন তিনিই ভদ্র।

---

৩১ গীত।

রাগিণী—সিন্ধু ভৈরবী—তাল—মধ্যমান ঠেকা।

সুর (কবে সমাধি পাব শ্যামা চরণে)

যে উদ্দেশে বিদেশে এলাম দয়াময়ী। স্বভাব দোষে সব খোয়া-লাম, যা ভাব্‌লাম তা হ'ল কৈ। ভাল মন্দ দুটী ভায়ে, বন্ধু হ'তে এ'ল ধেয়ে, এ মহেন্দ্রের মাতা খেয়ে, চিন্‌লে না সে মন্দ বই। ভ্রূভঙ্গে ভুলালে মোরে মায়া ভুজঙ্গিনী, রঙ্গে ভঙ্গে আমার সঙ্গে সে হ'ল সঙ্গিনী;—হেরিয়ে তার ভাব ভঙ্গি, উড়ে গেল হরি ভক্তি, কি গুণে আর পাব মুক্তি, আমি তেমন ব্যক্তি নই॥

শ্রীচরণ। তারপর সেই ভদ্র লোকটী ব'ল্লেন, এই স্বার্থপরতাময় সংসারে অত ভদ্রাভদ্র বেছে কি বাস করা চলে! বেশী কাঁটা বা'ছতে গেলে আর ইলীশ মাছ খাওয়া হয় না; পাছে পিঁপড়ে কি পোকা মারা যায় এ ভয় ক'র্‌লে আর পথ চলা যায় না। আমার ছোট ঠাকুরদাদা বড় ধার্ম্মিক ছিলেন, গ্রামে ভদ্র লোক না পেয়ে তিনি সদা সর্ব্বক্ষণ ছোট ছোট ছেলে পিলে নিয়ে থা'ক্‌তেন; ব'ল্‌তেন, এরা হিংসা কি ক্রুরতা কিছুই জানে না, এদের সঙ্গে আমি বেস

সুখে থাকি। বৃদ্ধটী তাঁর উত্তর শুনে হাস্‌তে হাস্‌তে চলে গেলেন।

---

৩২ গীত।

রাগিণী—ষট্‌ভৈরবী—তাল একতালা।

সুর (মা, কোথায় আছ গো শঙ্করী)

পড়ে বিষম বিষয় ফাঁদে। (মা) ধর্ম্মেতে নাই আস্থা, কর্ম্মের নাই ব্যবস্থা, আমার দুরবস্থা দে'খ্‌লে মানুষ কাঁদে। না বুঝিয়ে করে অসতের সংসর্গ, অসার কাযে জীবন ক'রেছি উৎসর্গ, স্বর্গ পথে ক্রমে দিতেছি বিসর্গ, নানা উপসর্গ আসিয়ে বাদ সাধে ॥

১ম প্রতিবাসী। গাঙ্গুলী মহাশয়? এখনকার লোকের এত অল্প আয়ু কেন?

শ্রীচরণ। অনিয়মে আর কর্ত্তব্যের ত্রুটিতে।

১ম প্রতিবাসী। লোকে—সচরাচর বলে অমুক একজন মহতের আশ্রয়ে আছে—মহৎ কাকে বলি?

শ্রীচরণ। যাঁর আশ্রয়ে থেকে, বিপদে, সম্পদে, আর্থিক কিম্বা শারিরীক উপকার পাওয়া যায়, এবং পরোপকার ক'রে প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা যিনি না রাখেন তিনিই মহৎ। আর উপকারীর নিকট চির কৃতজ্ঞ থেকে পাকে প্রকারে তাঁর প্রত্যুপকার করাও মহত্তের কার্য্য।

১ম প্রতিবাসী। চোর কাকে বলি?

শ্রীচরণ। (সহাস্যে) দূর সম্পর্কীয় ব্যক্তির অন্নে যারা প্রতিপালিত হয়, সহোদরের শ্বশুরালয় ও বিমাতা কি খুল্লমাতা প্রভৃতির পিত্রালয় সম্বন্ধীয় ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীনে যারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তারা বিনাদোষে চোর। বিবাহের বরও সকলেরই কাছে চোর; আর চোরের সঙ্গী যে, সে না চুরি করেও চোর দায় ধরা পড়ে। বিনা দোষে যে ছেলে গুরুজনের তাড়না সহ্য করে, অথচ নির্ব্বোধতা

বলতে আপনাকে নিরপরাধী প্রমাণ করিতে অক্ষম, সে ছেলে চোর। দুরাত্মা ধনীর কাছে দরিদ্র ব্যক্তি, দুর্ব্বৃত্ত স্বামীর কাছে দরিদ্রের কন্যা, ইংরাজী পাশ করা বরের কাছে অশিক্ষিতা কনে, আর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কাছে বৃদ্ধ স্বামী, সর্ব্বদাই চোর। আর চাটুর্য্যে মহাশয়দের বাড়ীতে কাল অতিথ্ হয়ে আমি আপন ধনে আপনি চোর হয়ে বসেছি।

বিশ্বেশ্বর। আর যারা আমার মত স্বামীর হাতে প'ড়ে, ঘর বর পায় না, তারাও চোর?

(সকলের হাস্য)

২য় প্রতিবাসী। বাঃ বিশ্বেশ্বর বেস, বেস! এক দিনেই যে জ্ঞান জন্মেছে।

১ম প্রতিবাসী। এখন ঐ জ্ঞানটুকু বরাবর থাক্‌লে হয়; শিক্ষা গুরু অন্তর্দ্ধান হলে, শয্যা গুরু মন্ত্রণায় মন ফিরে না যায়, তা হলেই বাঁচি।

বিশ্বেশ্বর। সত্য সত্য আমিত পাগল নই। আমার এখানকার স্ত্রী বড় ভাল; সে ত আমায় সর্ব্বদাই বলে, ওগো, আমি একা পেরে উঠিনে তুমি যদি আর দুই এক জনকে আন ত আমি একটু জিরিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

অমল চন্দ্র। (কর জোড়ে ব্রাহ্মণ গণের প্রতি) মহাশয় গো; আপনারা অনুগ্রহ ক'রে আজ মধ্যাহ্নে এই বাড়ীতে আহার ক'র্‌বেন; আপনাদের বাড়ীতেও বলে আসা হয়েছে।

রঘুরাম। তোমাদের যেরূপ বাজার করাণ ধুম দে'খ্‌ছি, তাতে নিমন্ত্রণ না ক'র্‌লেও আমরা না খেয়ে ছাড়্‌তাম্ না।

অমল চন্দ্র। (শ্রীচরণের প্রতি) ৺নারায়ণকে সন্দেশ উৎসর্গ ক'রে দিয়ে প্রতিবাসী সকলকেই দেওয়া হয়েছে; আর বিশ্বেশ্বর দাদার বাড়ীতে তিন থান শাড়ী আর কিছু মিষ্টান্ন পাঠান হয়েছে। সত্যবালা ও তার মাকে আনা হয়েছে। সত্য-

বালার তাবিজ ছাড়া, মা কোত্থেকে আর আর সব গহনা যোগাড় করেছেন; তিনি বল্লেন, নূতন গহনা গড়ান হ'লে তাঁকে দিয়ে এসব ফিরিয়ে নিলে হবে। আপনি এখানে থাকৃতে তাঁদের সাজাতে পা'র্লে মেয়েদের বড় আহ্লাদ হয়।

শ্রীচরণ। বাঃ দিদিমা ত বড় বুদ্ধিমতী—তাঁর ব্যবস্থায় আমি বড় সন্তুষ্ট হ'লাম। আর যে—মেয়েটার পেটে ব্যথা ধরেছে শুনছিলাম, তাদের বাড়ীতে যেন কিছু মিষ্টান্ন দেওয়া হয়?

অমল চন্দ্র। ওঃ, আপনি হাবীর কথা ব'ল্ছেন, তাদের মা দিয়েছেন।

স্নান আহ্নিক সমাপনান্তে সকলে একত্রে আহারাদি করিয়া পুনর্ব্বার চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বসিলেন। এ দিকে চাকর নটবর ঘোষ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের দত্ত নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া আনন্দে মুহুর্মুহুঃ তামাক দিতে লাগিল।

চতুর্থ দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

কুমুদিনী, সত্যবালা ও তাহার মাতা, অমল চন্দ্রের মাতা, ও অন্যান্য ৪।৫ জন মহিলা।

অমলের মাতা। (সত্যবালার মাতার প্রতি) হ্যাঁ মা, তোমার নাম কি?

সত্যবালার মাতা। আমার নাম সাবিত্রী।

অমলের মাতা। তোমার মা বাপ আছেন?

সাবিত্রী। না মা, তা থা'কলে কি আর পরের বাড়ী গতর জল করি। এই দশ বছর হ'ল আমার বাবা গিয়েছেন, আর ও বছর অগ্রাণ মাসে মা মারা গেছেন; আপনার জন এমন আর কেউ নাই যে, আমাদের মুখের দিকে তাকায়; তাই গরিবপুরে আমার মাসতুত ব'নের বাড়ীতে গিয়ে ছিলাম; তা আজ উনি আমাদের আর আমার দুই সতিনকে এখানে এনেছেন। মনে ঠিক দিয়েছি, সতিনে

যদি ধরে ঝাঁটা মারে তবু কথা কব না। মা ? আমি জন্মে পর্য্যন্ত কখন সুখী হই নি ?

আমাদের কুমুদিনী ঠাকুরাণী, সাবিত্রী ও তাঁহার কন্যার কেশ বন্ধন, অলক্ত লেপন ও সীমন্তে সিন্দূরাদি দিয়া গহনা পরাইতে আরম্ভ করিলেন। কন্যার মল, মাকড়ী, চুলফুল ও গোঠ পরা হইল ; পরে পঁইছা, তাবিজ, নথ ও মল লইয়া যেমন সাবিত্রীকে পরাইবেন ; সাবিত্রী গহনা দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

সাবিত্রী। মা সাধে কি কাঁদ্‌ছি ! আমার বিয়ের সময় বাবা, ধেনো জমী যা যৎকিঞ্চিৎ ছিল সব বিক্রী ক'রে কন্যাদায় পার পেয়েছিলেন ; গহনার মধ্যে আমাকে একটী নথ, দুছড়া তাবিজ, আর দুগাছি মল দিয়েছিলেন ; তা মা, সে নথ মল আমি পাঁচ মাস ও প'র্‌তে পাইনি ! পোষ্‌ড়োর সময় বাবা তাই বিক্রী ক'রে জামায়ের তত্ত্ব ক'র্‌লেন ; তার পর তাবিজ দুছড়া ছিল ; তা মা, সে কথা ব'ল্‌তে গেলে আমার দুঃখের সমুদ্র উথ্‌লে ওঠে মা ! সে কথা আর তোমাদের শুনে কায নাই ; আদর ক'রে এনেছ—আমি কেন চ'খের জল ফেলে এ বাড়ীর অলক্ষণ করি।

অমলের মাতা। কেউ কারও বাড়ীতে চ'খের জল ফে'ল্‌লে যারা অলক্ষণ ভাবে তারা কি আবার মানুষ ! তুমি বল। বিপদ আপদ কার না আছে মা !

সাবিত্রী। আমার একটী ভাই ছিল, তার নাম দ্বারিক ; পেনিটীতে তার বিয়ে হয়েছিল ; তখন আমাদের এমন এক রত্তি সোনা রূপো ছিল না যে, বাবা কি মা বৌয়ের মুখ দেখেন ; তা আমি সেই তাবিজ দুছড়া খুলে দিতে তাঁরা কি করেন, কাঁদ কাঁদ হয়ে সেই তাবিজ দিয়ে বউ দেখ্‌'লেন। তার পর মা ; ফুলছয় ও গেলনা ; আশ্বিন মাসে বউ ম'ল— আর কার্ত্তিক মাসে সেই সোনার কার্ত্তিক বিদায় হ'ল। তারই বেয়ারামে সেই তাবিজ বাঁধা পড়েছিল ; বাবা পুত্রশোকে শয্যা ধরা, মা আমার মরণাপন্না তখন আর সে

তাবিজ কে খালাস করে। বাবা সেই যে বিছানায় শুয়েছিলেন আর ওঠেন নি। দ্বারিক যাবার পর দুমাস ও বাঁচলেন না। আজ এই তাবিজ প'রতে গিয়ে সেই অপয়মন্ত তাবিজের কথা মনে প'ড়ে আমার চ'কে জল এ'ল! আজ আপনারা আমাদের জন্যে যা ক'রলেন, এতদূর পরের জন্যে কেউ কখন করে না। হ্যাঁ মা? যিনি আমাদের জন্যে এতটা দায় ঘাড়ে ক'রেছেন তাঁকে একবার দে'খতে পাইনে?

অমলের মাতা। তা দেখবেন। আর যে তোমাদের এয়ো কুমারী ক'রছে ওটী আমার মেয়ের মেয়ে; ওরই স্বামী তিনি। এখন বল যে, আমার এঁরা সব বজায় থাক, আমি সব রেখে মানে মানে বিদায় হ'তে পারি?

সাবিত্রী। (কুমুদিনার গলা জড়াইয়া ধরিয়া) হ্যাঁ মা, তুমি কি আর জন্মে আমার মা ছিলে? তিনি কি আমার বাবা ছিলেন? জন্ম দুঃখিনী বলে যারে কেউ জিজ্ঞাসা করে না; পাছে কিছু চায় ব'লে, লোকে যার সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপ করে না; কুকুর—বেরালে ও যারে লাথী মেরে চলে যায়, তার উপর তোদের এত দয়া কেন? ওমা! আমি যে আর এ আহ্লাদ রাখ্‌বার স্থান পাচ্ছি না? এম্‌নি ইচ্ছা হ'চ্ছে যে, যদি দেখাবার হ'ত ত আমার মা বাপ্‌কে ডেকে এনে দে'খাতাম্!

কুমুদিনী।—কে কারে দেয় বল, দেবার কর্ত্তা সেই ভগবান্। নথ্‌টা তেমন ভাল হইনি; তাইতে আমার মন বড় খুঁৎ মুৎ ক'রছে। সেক্‌রায় নূতন গহনা দিলে, তোমাদের তাই দিয়ে এ গহনা ফিরিয়ে নেব?

সাবিত্রী। তা আমি শুনেছি। এত দেওয়া দিলে তবু তোমার মন উঠছে না কেন মা? নিশ্চয় তোমরা আমার মা বাপ ছিলে; আজ থেকে আমি তোমাদের মেয়ে হ'লাম।

কুমুদিনী। তোমার মেয়ে যে কর্ত্তাকে জেঠা মশাই বলেছে?

সাবিত্রী। না মা; সে সম্পর্কে আমার কায নাই; তুমি আমার মা।

সত্যবালা। মা! আমি জেঠামশাই আর বাবাকে—কাপড় গয়না দেখিয়ে আসি?

সাবিত্রী। না মা; তিনি তোমার জেঠা নন, তাঁকে দাদা মশাই বলে ডে'ক।

সত্যবালার প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কুমারী দর্শন।

সত্যবালা বেশ বিন্যাস করিয়া, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে লজ্জাবনত মুখে চণ্ডীমণ্ডপের পার্শ্বদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। সে সত্যবালা এখন কাঙ্গালিণী নাই; বনলতা এখন কুসুম নিচয়ে সুশোভিতা; ভস্মাচ্ছাদিত অলঙ্কার এখন রসান করা হইয়াছে; সে কর্দ্দমাক্ত অর্দ্ধ স্ফুটিত কমল কলিকায় আর কর্দ্দম নাই; বিধাতার অনুগ্রহ বারিতে ও শ্রীচরণের চরণামৃতে ধৌত হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালের সে মৃণ্ময়ী প্রতিমাখানি চিত্র বিচিত্র ও সজ্জিভূতা করিয়া কে যেন চণ্ডীমণ্ডপের এক পার্শ্বে রক্ষা করিয়াছে। গরিবের কন্যা বলিয়া এখন সত্যবালাকে—কেহ অনাদর করিতে পারিবেন না। শ্মশানের শ্যামা মা এখন গিরি ভবনে—আসিয়া গৌরী হইয়াছেন। কেবল পূজা করিতে বাকী।

রঘুরাম। এ মেয়েটী কে?

কমল চন্দ্র। কেন চিন্‌তে পার্‌ছেন না? ও যে বিশ্বেশ্বর দাদার কন্যা; যে সকালে এসেছিল।

রঘুরাম। ওঃ, সেই সত্যবালা! এস মা, এদিকে এস; দেখি কেমন গহনা কাপড় হয়েছে?

সত্যবালা হাস্য বদনে উপনীতা হইয়া সকলকে প্রণাম করিল।

বিশ্বেশ্বর। এ গহনা কাপড় তোমায় কে দিয়েছেন?

সত্যবালা। (শ্রীচরণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) ঐ রাঙা দাদা মশাই আর দিদিমা দিয়েছেন।

বিশ্বেশ্বর। বাঃ, বেস, হয়েছে, খাসা মানিয়েছে।

৩৩ গীত।

রাগিণী - সুর ঝিঁঝিট্—তাল—পোস্ত।

সুর (করের বন্ধন খুলে দেমা যশোদে তোর পায়ে ধরি)

রাঙ্গা পায় রক্ত জবা, বল্ মা তোর কে দিয়েছে। এজনমের মত মাত সেত দিন কিনে নিয়েছে। এত দয়া করলি কারে, সাধালে তোর অলকারে, অভক্তি কি অহঙ্কারে, মা কবে গো কার হয়েছে। (ওমা)। বহুজন্ম জন্মান্তরে, যে পুণ্য সঞ্চয় করে, সদয় হয়ে অকাতরে, বিলাও চরণ তারি কাছে (ওমা)।

বিশ্বেশ্বর। উনি যে জেঠা মহাশয়; ওঁকে দাদা মহাশয় ব'লছ কেন?

সত্যবালা। মা যে সেই জেঠাই মাকে মা ব'লেছেন?

১ম প্রতিবাসী। ও বিশ্বেশ্বর? গাঙ্গুলী মহাশয়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ফিরে গিয়েছে; ছিলেন দাদা, হ'লেন শ্বশুর। ও মেয়ের বিয়ের জন্যে আর ভা'ব্তে হবে না; এই মাতামহের সঙ্গেই সাত পাক দিয়ে দেওয়া যাক্।

সত্যবালা দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

২য় প্রতিবাসী। গাঙ্গুলী মহাশয় যখন আনিয়েছেন তখন ওঁকে মেয়েটীর বিবাহ ও কোন্ না দিতে হবে। বিশ্বেশ্বর ত গরিব মানুষ।

শ্রীচরণ। আপনারা সকলে একটু মনযোগী হয়ে যদি একটী পাত্র দেখেন, তা হলে আমি ওর বিবাহ শীঘ্র দিয়ে দিতে পার্লে নিশ্চিন্ত হই।

১ম প্রতিবাসী। আপনার যেরূপ উচ্চাশয় দেখ্ছি তাকে বোধ করি এরূপ দায় সর্ব্বদাই আপনার আছে?

শ্রীচরণ। দেবতা ব্রাহ্মণের কৃপায় যে কয়দিন আছি, যেন সুভাষর ভালর এই রূপেই দিন কেটে যায়। আপনারা আশী-র্ব্বাদ করুণ, যেন পাঁচ জনকে দিতে দিতে চলে যাই।

৩৪ গীত।

রাগিণী—ভৈরবী—তাল—পোস্ত।

(ভক্তিশাস্ত্রের সুর—কোথায় তোদের সখা হরি।)

আমার মনের এই বাসনা, রসনা সর্ব্বদা করে দুর্গানাম ঘোষণা। রোগ শূন্য রয় দেহ, প্রসন্ন হন নবগ্রহ, আমাহতে না পায় কেহ, নিগ্রহ যন্ত্রণা। অনায়াসে অন্ন মেলে, ক্ষুন্ন না হই ক্ষুধানলে, অতিথি কুটুম্ব এলে, অভাব হবে না; স্বভাবে হই শান্ত শিষ্ট, দয়া ধর্ম্ম গুণ বিশিষ্ট, পুরোহিত না পান কষ্ট, ইষ্ট হৃষ্ট মনা॥

শ্রীচরণ। বড় বড় মহাত্মারা এই পৃথিবীতে এসে যে সব সৎকায ক'রে গেছেন তা শুন্‌লে—আহ্লাদে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। তাঁদের কাছে আমার সামান্য কায ত সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ দেওয়া মাত্র; তবে এক রকম পাগ্‌লামি ক'রে দিন কাটাচ্ছি।

১ম প্রতিবাসী।—এর নাম যদি পাগলামি তবে সৎকার্য্য আর কাকে ব'ল্‌বে। বিষয় থাক্‌লেই কি সকলে তার সদ্ব্যয় ক'র্‌তে জানে, না করে।

রঘুরাম। তা সত্যই ত। বড় মানুষ হয়ে উনি এদেশ ও দেশ ক'রে কেন যে এত হেঁটে হেঁটে খুন হন, তা আমি এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি। এক এক জন মদ গাঁজায় যেমন নেশা খোর থাকে, উনি তেম্‌নি সৎকর্ম্মের চরস খেতে ভাল বাসেন।

১ম প্রতিবাসী। আচ্ছা, গাঙ্গুলী মহাশয়? এ জগতে আমার কে?

শ্রীচরণ। সৎকর্ম্ম আমার। মৃত্যুকালে সুসন্তান রেখে ম'র্‌তে পার্‌লে সে আমার। যে ব্যক্তি আমার দোষ ধরে না সে আমার; আর বিনাস্বার্থে যে আমার অসময় উপকার করে সে আমার।

১ম প্রতিবাসী। কৃতজ্ঞ কে?

শ্রীচরণ। বিদেশীয় জাতীয় ভাষায় উচ্চ শিক্ষা লাভ ক'র যে ব্যক্তি

স্বজাতীয় রীতি, নীতি, পদ্ধতি ও ধর্ম্ম প্রভৃতির বশ। তিনিই কৃতজ্ঞ।

১ম প্রতিবাসী। অবিশ্বাসী কে?

শ্রীচরণ। জাতীয় ধর্ম্মত্যাগী; আর যুবক যুবতী।

১ম প্রতিবাসী। শান্তি কোথায়?

শ্রীচরণ। সরল মনে, স্বর্গে, সাধু সংসর্গে আর বড় জ্বালাতন ব্যক্তির পক্ষে মরণে শান্তি।

১ম প্রতিবাসী। বিপদাপন্ন কে?

শ্রীচরণ। সংসারী মাত্রেই বিপদাপন্ন।

১ম প্রতিবাসী। নিষ্ঠুর কে?

শ্রীচরণ। যে ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়; কারণ আপনার প্রাণ যে নষ্ট ক'র্‌তে পারে, তার অসাধ্য কিছুই নাই। আর বহুবিবাহ ক'রে যে ব্যক্তি তাদের মনে কষ্ট দেয় সেই নিষ্ঠুর।

বিশ্বেশ্বর। আমাকে কি তবে তুষানল ক'র্‌তে হবে?

শ্রীচরণ। বুঝে চল্‌লে অনুতাপানলেই যথেষ্ট হবে।

১ম প্রতিবাসী। জগতে কোন জিনিস তুচ্ছ?

শ্রীচরণ। আমি তুচ্ছ আর সংসার তুচ্ছ। বিশেষ দানশালীর নিকট অর্থ তুচ্ছ।

১ম প্রতিবাসী। ঐশ্বর্য্যশালীর এত মান কেন?

শ্রীচরণ। তাঁর নিকট হ'তে অনেকের উদরান্ন সংগ্রহ হয় বলে।

বিশ্বেশ্বর। যিনি কাউকে কিছু না দেন?

শ্রীচরণ। যেমন মৌমাছির ভয়ে মধুর চাকে হাত দিতে না পা'র্‌লেও তাহ'তে মধু পড়ে, তেমনি ধনী ব্যক্তি কৃপণ হলেও স্বভাবতঃ খরচ বাহুল্যে কতক লোক প্রতি পালিত হয়।

১ম প্রতিবাসী। শীত নিবারণ হয় কোথায়?

শ্রীচরণ। মায়ের কোলে; আশ্রয় দাতার আশ্রমে; সাধু সহবাসে; আর সঞ্চিত অর্থের গরমে।

১ম প্রতিবাসী। নরম হওয়া যায় কিসে?

শ্রীচরণ। জ্ঞান জন্মালে মানুষ নরম হয়। ফল, পাক্‌লে নরম হয়।

ধাতু দ্রব্য আগুনে নরম হয়। দুষ্ট ছেলে মার খেলে নরম; রোগ, শোক, অর্থের অনটন ও রাজ শাসনে নিষ্ঠুর ব্যক্তি নরম; ব্যাপিকা স্ত্রীর কাছে দাম্ভিক স্বামী নরম, দুষ্ট মুনিবের নিকট চাকরি জীবি নরম; আর কন্যাদায়ে কুলীন নরম।

১ম প্রতিবাসী। সাহসী কে?

শ্রীচরণ। সঙ্গতিশালী ও ক্ষমতাপন্ন পিতার সন্তান আর কুলটা রমণী।

১ম প্রতিবাসী। প্রকৃত দাতা কে?

শ্রীচরণ। মৃত্যুকালে যে ব্যক্তি স্বোপার্জ্জিত ধন, অকৃতি ভ্রাতা, বৈমাত্র ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনা ও অনুগত ব্যক্তিকে বণ্টন ক'রে দিয়ে যান, তিনিই যথার্থ দাতা। আর আহারের সময় অতিথি এলে যিনি মুখের অন্ন অতিথ্‌কে দেন তিনিও দাতা।

২য় প্রতিবাসী। আচ্ছা, ভাঁঙ্গলে কি বজায় থাকে?

শ্রীচরণ। ভাঁঙ্গলে কেবল মান্ বজায় থাকে।

বিশ্বেশ্বর। কোন্ মান?

১ম প্রতিবাসী। এ তোমার মানকচু নয়; নারীর মান্; বুঝলে?

বিশ্বেশ্বর। কুলীনের ছেলের চোদ্দ পুরুষেও তা পারে না; পায় ধরাধরি, সে সব বংশজ আর ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণদের ঘরে।

শ্রীচরণ। সত্যসত্যই কি লোক কেবল মেগের পায় ধরে বেড়ায়; তবে স্ত্রীর বাধ্য হয়ে আত্মীয় গণের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার ক'র্‌লে লোকে ঐ দোষ দেয়।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

দুইটি ইংরাজী শিক্ষিত যুবকের প্রবেশ।

ভদ্রে স্বগত।

শ্রীচরণ। আসুন; বসুন।

উপবেশন মাত্রেই প্রথম যুবক আপনার ঘড়ি দেখিয়া দ্বিতীয় যুবককে কহিলেন।

১ম যুবক। Quarter to three. তিনটে বাজ্‌তে এক কোয়াটার।

২য় যুবক। তবে ত আর বেশী দেরী নাই; পাঁচটার সময় লেক্‌চার আরম্ভ হবে; আগে গিয়ে সিট্ অকুপাই করা চাই।

আমাদের নবাগত গাঙ্গুলী মহাশয় যে কিছু ইংরাজী ও জানেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

শ্রীচরণ। কোথায় বক্তৃতা হবে?

২য় যুবক। বীরেন্দ্র বাবুর বাগানে।

শ্রীচরণ। বক্তৃতা ক'র্‌বেন কে?

২য় যুবক। কলিকাতাথেকে একজন খৃষ্টাণ বাবু এসেছেন, তিনি প্রভু যিশু খৃষ্টের-ধর্ম্ম এমন সুন্দর রূপে বুঝান যে, তাঁর উপর ভক্তি হয়। আমরা দুদিন তাঁর লেক্‌চার শুনে আশ্চর্য্য হয়েছি।

১ম প্রতিবাসী। বক্তৃতার কথা শুনে, শ্রীধর কথক মহাশয়ের সেই গানটা আমার মনে প'ড়ল।

(আর গৃহে কি হবে সখী চ'ল চ'ল। সে মোহন মুরলী রবে, গোকুলে কে রবে বল।)

শ্রীচরণ। তাই বটে!

২য় যুবক। আপনি লেক্‌চার শুন্‌তে যাবেন কি?

শ্রীচরণ। না বাবা! যেখানে কেবল আমাদের দেব দেবীর নিন্দা শু'নতে হবে, সে স্থানে কি যেতে আছে? খালি গায় চাদর কাঁধে দিয়ে গেলে, অসভ্য বাঙ্গালী ব'লে যে তিনি ঘৃণা ক'র্‌বেন?

২য় যুবক। ওঃ, নো, নেভার মাইণ্ড হ্যাট্ ছার; তিনি কাউকে ঘৃণা কর্‌বার লোক নন; তাঁর চরিত্র আদর্শ।

শ্রীচরণ। তা হতে পারে। আপ্‌নি দুই দিনে কি ক'রে জান্‌লেন যে, তিনি একজন উচ্চ লোক? এখানে তাঁর বক্তৃতা ক'র্‌তে আসার উদ্দেশ্য কি, আগে বুঝ্‌তে হয়!

২য় যুবক। তিনি বলেন, আমরা পতিত্ জাতি। আমাদের ধর্ম্ম বড় গোল মেলে। সেই যিশু খৃষ্টের আশ্রয় ভিন্ন ঈশ্বরকে পাবার কোন আশা নাই। দেব দেবীর পূজা ক'র্‌লে

ঈশ্বরের—অপমান করা হয়। এজন্য হিন্দু মুসলমানের পরিত্রাণের পথ সহজ ক'র্‌বার জন্য তিনি আমাদের উপদেশ দিতে এসেছেন।

শ্রীচরণ। হরি হরি! পরমেশ্বরের কাছে থেকে কি তাঁদের কাছে তারে খবর এসেছে যে, আমরা পতিত জাতি, পাদরী মহাশয়েরা এসে আমাদের উদ্ধারের পথ দেখিয়ে দিন? তা নয় বাবা, তা নয়; তোমরা লেখা পড়া শিখ'ছ সত্য, কিন্তু এখনও ছেলে ধরা চিন্‌বার যোগ্য হও নাই। সে সব হর্'তেল ঘুঘুর কথায় ভুল না। ছেলে ভুলিয়ে খৃষ্টান ক'রে আপনার পদ বৃদ্ধি করা আর রাজার জাতির প্রিয় হওয়াই তাঁদের উদ্দেশ্য। ভক্তি, প্রেম ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর ক'রে যিনি যে কোন ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করুণ না কেন, ঈশ্বর তাতেই সন্তুষ্ট। তিনি ঈশ্বর মুখুয্যে ও নন, ঈশ্বর দত্ত ও নন কি ঈশ্বর পুরোহিত নন, যে, একটু অনুষ্ঠানের ত্রুটি হলে আমাদের উপর চটে লাল হবেন। সকল জাতিরই ধর্ম্মের ব্যবস্থা এক এক জন মহাপুরুষের দ্বারা হ'য়েছে; তাকে তোদের ভাল না, আমাদের ভাল, যাঁরা বলে বেড়ান, তাঁদের বুঝবার ভুল আর পাগলামি মাত্র। সেই সর্ব্বময় ঈশ্বরের উদ্দেশে আমরা নানা মূর্ত্তিতে তাঁর পূজা করি, তাতেই আমাদের ইহ পরকালের মঙ্গল হয়।

৩৫ গীত।

রাগিণী—বসন্তবাহার—তাল—জৎ।

সুর (কাঁদিতে কাঁদিতে নন্দ হইল বিদায়।)

প্রতিমা রূপেতে তাঁরে পূজে যদি নর। তাতে অসন্তুষ্ট কেন হবেন অনাদি ঈশ্বর। ঈশ্বর ত নন ঈশ্বর দত্ত, মানুষের মত উন্মত্ত, যে ভাবে যে তাঁর ভক্ত, করে নিরন্তর; তিনি তাতেই তুষ্ট; না হন রুষ্ট, রসিকের সাগর। সত্য করে বল দেখি, সাধন কালে মুদে আঁখি, সৃষ্টি ছাড়া কিবা দেখি, দৃষ্টিরো গোচর; হয়ত দেখি দিন-

মণি; শশি কিম্বা সৌদামিনী, রাশী রাশী রত্ন মণি, কিম্বা বৈশ্বানর; নরত হেরি পিতা জন্মদাতায় অন্তরের ভিতর প্রতিমা প্রীতির জন্য, গুণ ময়ের গুণ চিহ্ন, উদ্দেশ্য সেই এক ভিন্ন, কি আছে অপর;—এক নদীর জল অনেকে খায়, ঘাট বিভিন্নে জল কি শুকায়, প্রেম ভক্তি থাক্‌লে সহায়, মুক্তি হয় দোসর;—ব্যক্তি বুঝে ব্যবস্থা নাই ধার্ম্মিকের উপর॥

শ্রীচরণ। আপনার নাম কি?

২য় যুবক। হরিদাস চাটুর্য্যে।

রহরাম। ওকি হ'ল হরিদাস? আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কি এতই অনুপযুক্ত ছিলেন যে, তাঁদের উপদেশ মতে নামটা ও বল্‌তে লজ্জা করে? ব'ল্‌লেই হয় শ্রীহরিদাস দেবশর্ম্মা, চট্টোপাধ্যায়।

১ম যুবক। কি জানেন, এখনকার শিক্ষিত সমাজে সেকেলে ওল্‌ড্‌ ফ্যাসান কেউ পছন্দ করে না।

১ম প্রতিবাসী। আচ্ছা বাবা; যাই বল, কিন্তু তোমাদের এ নূতন নূতন ভাব দেখ্‌লে ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে যায়।

২য় যুবক। আপনার সঙ্গে ত, কোন কথা হয় নি, যিনি আমার নাম জিজ্ঞাসা ক'রলেন, উনি ইংরাজী জানেন, ওঁকে কথায় জবাব দিয়েছি।

শ্রীচরণ। থাক্ মহাশয়, বাজে কথায় কায নাই। (যুবক দ্বয়ের প্রতি) শোন বাবা! এই টে যেন মনে থাকে যে, পর কখন আপনার হয় না। পিতা, মাতা ও অন্যান্য স্ব সম্পর্কীয় গণ যা বলেন, যা করেন, সেই মতে চ'ল্‌তে হয়; পতঙ্গের মত আগুনের চাক্‌চিক্য দেখে তাতে ঝাঁপ দিলে শেষে পস্তাতে হয়। তোমাদের ভালর জন্যেই ব'ল্‌ছি রাগ ক'রনা; যদিও লেখা পড়া শিখেছ, তবু তোমরা এখন ও ছেলে মানুষ, ভবিষ্যৎ ভেবে কায্ ক'রবার ক্ষমতা তোমাদের আজও হয় নি; পাছে ধর্ম্ম ত্যাগী হয়ে জন্ম

হারাও এই জন্যই ব'ল্লাম। ভাব দেখি; তিন যুগ গিয়েছে—এখন কলির ও প্রায় অর্দ্ধেক হ'ল এর পূর্ব্বে যাঁরা হিন্দু মতে ঈশ্বরের উপাসনা করেছেন তাঁরা কি সকলেই নরকে গেছেন? এ কথা যে বলে সে পাগল, আর যে বিশ্বাস করে সে নির্ব্বোধ। আর এতকাল কি পরমেশ্বর আমাদের উপর বিমুখ হয়ে নাকে তেল দিয়ে নিদ্রা যাচ্ছিলেন যে, ইংরাজ রাজের রাজ্য প্রাপ্তির পর হতে আমাদের উদ্ধারের পথ সহজ হয়ে এ'ল? এ সকল অবিবেচনার কথায় যাঁরা অন্যকে উপদেশ দেন, তাঁরা ঈশ্বরকে পাকে প্রকারে পক্ষপাতী ব'লে গাল্ দেন। যিনি বক্তৃতা ক'রছেন্ তাঁকে বো'ল।

---

৩৬ গীত।

রাগিণী—বেহাগ—তাল—পোস্ত।

আস্তারি সুর (খুশী হলাম রাজমহির্ষী শুনে তোমার মুখের কথা)
চুপ কর ভাই দোহাই তোমার এমন ক'রে জাত্ মের না। পরের ছেলে মজাইলে যিশু খৃষ্টের যশ হবে না। সত্য ত্রেতা দ্বাপর গেল, সত্যধর্ম্ম কোথায় ছিল, (এখন) ঈশ্বরের কি ঘুম ভাঙ্গিল, তারতে বর্ষিল সোনা। যে ভাবে যে ভাবে তাঁরে, ভবতারণ তরাণ তারে, তোমাদের ঐ মুখের তারে, তারতবাসী ভাত খাবে না। ফাঁকা কথায়, ধকা দিছে, আমাদের কি অভাব আছে, ভক্তগণ ঈশ্বরের কাছে, সবাই সমান তাও জাননা। যদি সবার সমুখেতে, পা'র তোমরা স্বর্গে যেতে, তবে না হয় খৃষ্ট মতে, সকল বেদের খাইসে খানা।

শ্রীচরণ। (১ম যুবকের প্রতি) আপনার নাম কি?

১ম যুবক। শ্রীগোপালচন্দ্র দেবশর্ম্মা, চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীচরণ। বেশ! পড়া শুনা কি করা হ'চ্ছে?

গোপাল। এ দিকে এক রকম হয়ে-গিয়েছে; ওকালতী পরীক্ষা

দেবার ইচ্ছা ছিল, তা হয়ে উঠ্‌ছে না। বাবা আর খরচ যোগাতে পা'র্‌বেন না ব'ল্‌ছেন।

নিতাই দাস চট্টো। মহাশয় গো? সাধে কি বলি আর খরচ যোগাতে পা'র্‌ব না; আমার অবস্থাটা ত সকলে দেখ্‌ছেন; যে কাপড় খান পরে আছি, এর সাত জায়গায় সেলাই করা। আর বয়েস ত বুঝতেই পারছেন; কেবল দুবার খাবি খেতে বাকী। যদ্দিন শরীরে বল ছিল, কষ্টে স্রষ্টে চালিয়ে ছিলাম: এখন নড়বার শক্তি নাই; পেটেরভাত পরনের কাপড় যোঠা ভার, তা ওঁর পড়ার খরচ যোগাব কোত্থেকে?

গোপাল। ননসেন্স! আমাদের দেশের লোকের কেমন একটা ভ্রম, যাঁর অন্ন যোঠে না, তাঁকেও বিবাহ ক'রতেই হবে! পাগল, মূর্খ, রোগগ্রস্থ আর হাভাত কুড়েরা যে কেন বিয়ে ক'রে পৃথিবীর বালাই বৃদ্ধি করে তা বুঝে উঠ্‌তে পারি না। রাজার উচিত এজন্য একটা দোসরা আইন করা।

নিতাই। শুনলেন মহাশয়! উপযুক্ত ব্যাটার কথা শুনেছেন? (রোদনে) আমাদের মৃত্যুও ত হয় না যে বাঁচি! কত পাপ করেছিলাম তারির শাস্তি! হা ভগবান! অর্থ সামর্থ হীনকে এত পরমায়ু দেওকেন?

শ্রীচরণ। স্থির হন মহাশয়? ছেলে মানুষ; না বুঝে কথাটা ব'লে ফেলেছে তাতে দুঃখিত হবেন না।

নিতাই দাস। (কপালে করাঘাত করিয়া) আর তোর ছেলে মানুষ; ব'লবকি; বু'ড় মাগীকে ও অমনি ক'রে জালিয়ে পুড়িয়ে খায়। দেখে শুনে প্রাণটা এমনি জালাতন হয়েছে যে, যদি কোন সৎ সঙ্গ পাই ত স্ত্রীপুরুষে কাশী কি বৃন্দাবন বাসী হয়ে থাকি গিয়ে। অন্ন ছত্রে বেড়ালে দিনান্তে অবশ্যই এক মুঠো জুঠ্‌বে।

৩৭ গীত।

রাগিণী—খাম্বাজ—তাল—কাওয়ালি।

দাশরায়ের সুর (সখী তোমরা কেন বল রাধার জয়)।

মন চ'ল চ'ল বৃন্দাবনে যাই। সদানন্দ সেথায় সর্ব্বদাই ; মন খুলে বাহু তুলে গোবিন্দ গুণ গাই ; নিকটে আনন্দ যেমন, দূরে থেকে হয় না তেমন, সংসারেতে শান্তি নাই। আশ্রয় করিলে কল্পতরু তল, হবে অঙ্গ সুশীতল ; চাতক যদি না যায় কাছে, জলদে জল দেয়না যেচে, তৃষ্ণা শান্তির চেষ্টা চাই।

শ্রীচরণ। ছি ছি, পিতার সঙ্গে অমন ক'রে কথা কইতে নাই! উনি গরিব হন আর যাই হন তোমার জন্মদাতাত বটেন? তাতে আবার প্রাচীন হয়েছেন ; তুমি লেখা পড়া শিখেছ : উপযুক্ত পুত্র, কোথায় এখন ওঁর ভার গ্রহণ ক'রবে তা না হয়ে যাতে উনি মর্ম্মান্তিক কষ্ট পান তাই কি ক'র্‌তে হয়? গরিব কি ধনীর সন্তান হওয়া সে আপনার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে ; তাতে পিতা মাতার দোষ কি!

রঘুরাম। লেখা পড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য কি কেবল নিজের বাবুগিরির জন্য? যেছেলে বাপমায়ের দুঃখ না বুঝলে তার জন্ম না হওয়াই ভাল ছিল। অন্য বিষয়ে আমরা, যাই হই গুরুমহাশয়ের পাঠশালে সামান্য দাতাকর্ণ আর চানক্য শ্লোক প'ড়ে, বাপের সঙ্গে সমান উত্তর করা ত দূরের কথা, একটা কথা কইতেও ভয় হ'ত। আর এখনকার কীর্ত্তি পুরুষদের পাছ দশ হাজার টাকা খরচ করেও সে পিতৃ ভক্তি টুকু পাবার যো নাই। যেন কোথা হ'তে একটা কুবাতাস এসে এ দেশের কল বিগড়ে দিয়েছে। একজন আর এক জনকে প্রণাম ক'র্‌লে, কি কাউকে জপ ক'র্‌তে দেখলে বাবুরা ঠাট্টা করেন ; নয়ত অন্য ইয়ারের সঙ্গে চোখ টেপাটীপি করা হয়।

১ম প্রতিবাসী। বিদ্যাভ্যাস ক'রেও যদি হিতাহিত জ্ঞানই না হ'ল ; তবে ও ভস্মে ঘি ঢালা কেন?

৩৮ গীত।

রাগিণীলোলিত—ঝিঁঝিট—তাল—ঝাঁপতাল।

দাশরায়ের সুর (হরি নিদয় হয় নিদয় যোরে হর কামিনী)।

পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম, পিতা সবার মাতার মণি। পিতাকে তাপিত ক'র্‌লে কুপিত হন চিন্তামণি। পিতারো প্রতিমাপরে প্রিয়ন্তে সে পদ্মযোনি; সে পাদ পদ্ম না সেবিলে সিদ্ধ না হন ঋষি মুনি; সুখ মোক্ষ সেতু পিতার চরণো দুখানি। (কারো) পিতা যদি হন ভিখারী, কুৎসিত কি কদাচারী, চারি বেদের মতে তবু আরাধ্য তিনি; যাঁহতে জগতে এলাম, দুর্লভ জনম নিলাম, কতকি হেরিলাম আরও হরিনাম করিতে পেলাম' মরিলেও সে পিতার কাছে সকলেতে ঋণী॥

শ্রীচরণ। শুনেছ ত? বিলাতে এবং অন্যান্য দেশে দরিদ্রের সন্তান হয়েও কত লোক আপনাদের চেষ্টাও বুদ্ধির গুণে কত বড় লোক হোয়েছেন। বাপের বিষয় নাই থাকুক, তোমার যদি তেমন যত্ন থাকেত এই অবস্থাতেই আপনার উন্নতি ক'র্‌তে পা'র? এখন তোমার উচিত যে, কোন কর্ম্ম কার্য্য অবলম্বন ক'রে আগে তোমার মা বাপের দুঃখ দূর করা। সেই সঙ্গে শখের মতে বিদ্যার উন্নতির চেষ্টাও কোন্ না চলে।

গোপাল। এতদিন শরীর জল ক'রে শেষটা ২০। ৩০ টাকার চাকরি করার চেয়ে মরণ ভাল।

শ্রীচরণ। চট কেন বাবা? ভাল ক'রে তলিয়ে বু'ঝ; তোমার ভালর জন্যই ব'লছি। ভাবদেখি (ঈশ্বর না করুণ) এ অবস্থায় যদি তোমার বৃদ্ধ পিতা মাতার কোন ভদ্রাভদ্র হয়; তাঁদের অবর্ত্তমানে তুমি রাজরাজেশ্বর হ'লেও সে দুঃখ তোমার যাবে না। বিদ্যা শিক্ষাত প্রার্থনীয়, কিন্তু যখন যেমন অবস্থা সেই ভাবে চলা উচিত নয় কি? অন্নের সংস্থান হ'লে অন্য সামগ্রীর অভাব থাকে না। তার পর অদৃষ্টের জোর থাকেত তুমি লাটসাহেবে'র দেওয়ান হ'তে

পা'র ; একটা অবলম্বন না হলে শীঘ্র কপাল ফেরে না। শুষ্ক মাটী শীঘ্র ভেজেনা ; জলেই জল টানে; তেলামাতা-তেই তেল যোটে।

---

৩৯ গীত।

রাগিণী—বসন্তবাহার—তাল—জৎ।

সুর (কাঁদিতে কাঁদিতে নন্দ হইল বিদায়)

ভদ্র সন্তান দৈন্য, হ'লে মান কি তাঁর যায়। ভস্মাচ্ছন্ন অনলেতেও ব্রহ্মাণ্ড জ্বালায়। রত্ন যদি পড়ে পাঁকে, অযত্ন কে করে তাকে, আদর ক'রে তুলে রাখে আদরিণীর গায় ;—(হয়ত) যজ্ঞ পবিত্ হয়ে সে রয় শালগ্রামের গলায়। পড়িলে চাঁদ রাহু গ্রাসে, পুনরায় ত সে প্রকাশে, যবন যদি গঙ্গায় আসে, কে দোষে গঙ্গায় ; সিংহ নিদ্রা যায় যখন, ভয় কে না তায় করে তখন, আভরণ অভাবে সতীর কিবা আসে যায় ;—দেখ, মলেও হস্তী তার অস্থি আদরে বিকায়। সুখদুঃখ সবার আছে, কেবা এড়ায় এদের কাছে, সকল সময় সকল গাছে, পুষ্প ফল কে পায় ;—সাধ ক'রে লোক অশ্বে চড়ে, একবার উঠে একবার পড়ে, পোড়া সোনায় রসান চ'ড়ে, চমৎকার দেখায় ;—এমহেন্দ্রে যেন জগৎবাসী স্নেহ চক্ষে চায়।

১ম প্রতিবাসী। তাও বলি; পিতা মাতার প্রতি যাদের ভক্তির অভাব তাদের কি কখন ভাল হয়ে থাকে! কোন সময় এক রাজ পুত্র একটী সামান্য অবস্থার ব্রাহ্মণের ছেলেকে ব'লেছিলেন, তোর মত অবস্থা হয়েও যদি আমার বাবা বেঁচে থাক্‌তেন, তা হলে বোধ করি আমার সাহস থা'কৃত, এবং মনেও সুখ পেতাম।

নেপথ্যে রোদন ধ্বনি।

ওমা আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লগো ? এই ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে কার কাছে দাঁড়াব গো। কেবা দু'ট খেতে দেবে!

আমার ভুদের ছেলে নেপালের যে এখন কোন জ্ঞান হয়নি, কি ক'রে দিন যাবে গো; ওগো—তুমি আমায় ডেকে নেওগো। আমি সকল জ্বালা ভুলে যাই গো; ওগো মাগো। এখন আমি কোথায় যাব গো। আমি কেমন ক'রে তোমার সে মুখ ভুলে থাক্‌বো গো।—ওগো। মাগো।

শ্রীচরণ। দুর্গা। হা ভগবান। তোমার রাজ্যে কি কোন ঠাঁই সুখ নাই। যে দিকে যাই কেবল হাহুতাশ। (প্রকাশ্যে) কাঁদছেন কে মহাশয়? শুনে প্রাণটা বড় অসুখী হ'ল।

২য়প্রতিবাসী। আহা। যিনি কাঁদ্‌ছেন—ওঁর বিপদের কথা ব'লতে গেলে প্রাণ ফেটে যায়। সে দিন এই বাড়ীতে একটা সাধের নিমন্ত্রণ ছিল—উনিও ওঁর ছেলেটী নিয়ে খেতে এসেছিলেন—মেয়েদের খাবার জায়গা হ'চ্ছে—এমন সময় মুখুয্যেদের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে এক মাগী এ'ল; সেই মাগীকে দেখে উনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন—ও কৈলাসীর মা? কবে এলি? রামনগরের সব ভাল ত? সে ব'ললে আজ এসেছি—আর সব ভাল—তবে সাধন বাঁড়ুয্যের মেয়ে সহচরী রাঁড় হয়েছে? উনি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন হাঁরে—কোন্ সহচরী? সে ব'ললে ঐ যে পেনিটার শ্যামা চরণ মুখুয্যে যাকে বিয়ে করে ছিল সেই শ্যামাচরণের বউ সহচরী। কল্‌কাথেকে বাজার ভাব হয়ে শ্বশুর বাড়ী এসে আর দুদণ্ড টেঁকল না। উনি বল্‌লেন, কৈলাসীর মা বলিস্ কি—সহচরী যে আমার সতিন হয়, এই কথা বলেই সেই খানে পড়ে গেলেন—গেল—নিমন্ত্রণ খাওয়া জন্মের শোধ ঘুচে গেল। তখন দুচার জন মেয়েদের সঙ্গে ছেলেটীকে নিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাড়ী গেলেন। আজ্ শ্যামাচরণের শ্রাদ্ধ গেল শ্রাদ্ধই শ্রাদ্ধ—পাবে কোথায়—তেমনত কিছু নাই—অমনি দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ব'লে চিড়ে দই করে কাজ সারা, হ'ল;

ছেলেও ত এই মোটে সাত বছরের বইত নয়— সে বেঁচে থেকে ওঁর দুঃখ দূর ক'রবে সে অনেক দূরের কথা।

---

৪০ গীত।

রাগিণী—জঙ্গলাবেহাগ—তাল—একতালা।

দেওয়ান মহাশয়ের সুর (মা আমার অন্তরে যাগ গো কুল কুণ্ডলিণী)

মা তোমার মায়া নাই এ দুঃখ শ্যামা কারে বা জানাই। তুমি হয়ে জগৎমাতা, (মাগো) হলে দীনের মাতা, কে করে মমতা কার কাছে যাই। রোগে, শোকে জ্বালাও, মায়া মোহে ভুলাও, প্রাণ করে যেন পলাই পলাই; কভু দিয়ে বঞ্চিত কর, (মাগো) সঞ্চিত ধন হর, লাঞ্ছিত হইয়ে কাঁদিয়ে বেড়াই। তুমি সহায় হলে কি না হয় বজায়, কদাচিত মম বিফলে দিন যায়, কৌতুহলে কালী বলে ডাকি মা সদা সর্ব্বদাই; দিতে জ্ঞান ধৈর্য্য, তাতেই হত কার্য্য, তুচ্ছ ঐশ্বর্য্যের, মুখেতে ছাই;—একে করেছ জ্ঞান শূন্য, (মাগো) মহেন্দ্র তাই ক্ষুন্ন, পুণ্য তোমার জন্য বল কোথায় পাই।

শ্রীচরণ। (সজল নেত্রে,) আপনাদের মধ্যে ও বাটীতে যাঁর সচরাচর যাওয়া আসা আছে " তিনি যদি একবার আমাকে সঙ্গে করে ওঁদের বাড়ীতে নিয়ে যান" ?

গিরীশ। আসুন, আমি যাচ্চি।

গঙ্গোপাধ্যায়ের দুঃখিত ভাব দর্শনে সকলে ভাবিলেন, এ ব্রাহ্মণের যেরূপ দয়ার্দ্র চিত্ত তাহাতে সহসা পরদুঃখে দুঃখিত হইবার কথাই। গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া গিরীশচন্দ্র হালদার লক্ষিত স্থানে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীচরণ। এ বাটীতে আর কে আছেন?

শ্রীচরণ। যাঁর স্বামী মারা গেছেন তাঁর—মা আছেন—আর তাঁর ছোট ভাই—সে গ্রামান্তরে চাকরি করে—বোধ করি ব্রাহ্মণ ভোজনের পর সে কাযে বেরিয়েছে।

শ্রীচরণ। আপনি তাঁর মাকে বলুন যে, হালিসহরের শ্রীচরণ গাঙ্গুলী তাঁর দৌহিত্রটীকে দেখতে এসেছেন।

গিরীশ। খুড়ী—ওখুড়ী—হালিসহরের শ্রীচরণ গাঙ্গুলী মহাশয় নেপালকে দে'খতে এসেছেন ?

গৃহ মধ্যে রোদনধ্বনি।

ও বট্‌ঠাকুর—আমাদের দশা দেখে যাওগো—আমি কি ছিলাম কি হলাম গো, আমার নেপালের যে তোমরা বই আর কেউ নাই গো—ওগো মাগো ;—আমার যে সকল আশায় ছাই প'ড়েছে গো—ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে কার কাছে আমি দাঁড়া'ব গো। তিনি যে ব'লতেন আমার হালিসহরের দাদার মত মানুষ আ'র মেলেনা গো ; ওগো তুমি কোথায় গেলে গো ;—তোমার রাঙ্গা দাদা এসেছেন, তাঁরে এসে আদর যত্ন কর গো ;—ওগো—আমি কোথায় যাব গো ?

নেপালের মাতামহী। (কান্না ভাঙ্গা গলায়) ও বাবা—শ্যামাচরণ আমায় ফাঁকি দিয়ে গিয়েছে—বাবাঃ—এস—ব'স—। বাবাঃ—

শ্রীচরণ। (সরোদনে) আমি তার বড়—কোথায় আমি আগে যাব না সে আমায় ফেলে চলে গেল ;

নেপালের মাতামহী। বাঠ্ বাবা ও কথা বল'না—তুমি বেঁচে থা'ক যে, তবু ওদের দুদিন গিয়ে দাঁড়াবার স্থল।

ভগ্নীর রোদন ধ্বনি শুনিয়া নেপালের মাতুল নেপালকে লইয়া বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় নেপালের পিতার সাক্ষাৎ মাতুল পুত্র। ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে হালিসহরে গতায়াত থাকায় নেপাল তাহার জ্যেষ্ঠতাতকে চিনিত ; তাঁহাকে দেখিবা মাত্র বিষাদ ও লজ্জাবনত মুখে করাঙ্গুলি মর্দ্দন করিতে করিতে ছল ছল নেত্রে বক্রদৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিল।

শ্রীচরণ। এস বাবা—আমার কাছে এস ?

নেপাল তাহার জ্যেষ্ঠতাতকে প্রণাম করিল। গঙ্গোপাধ্যায় তাহাকে কোলে বসাইলেন। পিতার মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে নেপাল সংবাদ পাইয়াছিল; সেই হইতে অদ্য নয় দিবসের মধ্যে তাহার মুখে আর হাসী নাই—রবিসুতের প্রখর তাপে ও শান্তি বারির অভাবে ক্ষুদ্র পুষ্প বৃক্ষ যেন আম-

যাইয়া গিয়াছে। শৈশবের চাপল্য খীয় ভাব ধারণ করিয়াছে—কোন বালক দেখিলে সে আর তাহার সঙ্গে ক্রীড়া কৌতুক কিম্বা হাস্য পরিহাস করিতে ভালবাসেনা। তাহার পিতার মৃত্যুতে কোন ব্যক্তি দুঃখিত হইয়া তাহার সম্মুখে আহা উহু কিম্বা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে, সে তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে গিয়া রোদন করে। মাতাকে ক্রন্দন করিতে দেখিলে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া হাত পা আছড়ায়। নেপাল সবে সপ্তম বৎসরের বালক; ইতিমধ্যে সে পিতার অভাব জনিত অবস্থার আস্বাদন পাইয়াছে; সে বুঝিয়াছে যে, আর তাহাকে কেহ আদর করিয়া কোন ভাল সামগ্রী কিম্বা উত্তম পরিচ্ছদ দিবে না। দাবদগ্ধ হরিণ শিশু কোন আশ্রয় পাইলে যেরূপ আনন্দ অনুভব করে, নেপাল শ্রীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্রোড়ে উঠিয়া সেই আনন্দ লাভ করিল; এবং দক্ষিণ হস্তাঙ্গুলির দ্বারা তাঁহার রক্তাভ পদাঙ্গুলি স্পর্শ করিতে লাগিল; ইহাতে এরূপ অনুভব হইতে লাগিল যে, সে যেন প্রকারান্তরে তাঁহার পায় ধরিয়া বলিতেছে যে, হে পুরুষোত্তম? যদি দয়া করিয়া এই অসহায় শিশুকে স্নেহ পূর্ব্বক ক্রোড়ে স্থান দিয়াছ, তবে এ জন্মে আর আমাকে পরিত্যাগ করিও না। আমি আপনার পাশ্বের্বর পুষ্প হইয়া যেন যাহার তাহার পদদলিত না হই।

৪১ গীত।

রাগিণী—ঝিঁঝিট—তাল—আড়খেমটা।

বিদ্যাসুন্দরের সুর (কও বিদেশী তুমি কে)

দীন দয়াময় কিগুণে, এ নির্গুণে, এত দয়া, তাত জানিনে। ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের উদয়, আহ্লাদে আর বাঁচিনে। দুর্যোধনের নিমন্ত্রণ, নানাবিধ আয়োজন, তাতে কেন উঠ্‌লো না মন, কি বুঝ্‌বে এ অধীনে। একে এই বিদুরের ঘর, ভিক্ষার উপরে নির্ভর, কোথায় পাবো ক্ষীর সর, দিব ও চাঁদবদনে।

শ্রীচরণ। কেমন বাবা—হালিসহরে আমাদের কাছে গিয়ে থা'ক্‌তে পা'র্‌বে ত? তোমার মাও মাঝে মাঝে যাবেন। আমি আছি—

তোমার ভাবনা কি! তোমার মাকে কাঁ'দ্‌তে বারণ ক'রো; আমার যদি এক মুঠো জোটে—আমি তাঁকে না দিয়ে খাবনা।

নেপাল। মনোরঞ্জন দাদা আমায় খুব ভাল বাসে। আমাকে কেমন রাঙ্গা দোলাই আর ভাল ভাল পুতুল দিয়ে ছিল।

নেপালের মাতামহী। আর তুমি না দিলে কে দেবে? তুমি সচ্ছন্দে বেঁচে থা'ক যে ওদের হিল্লে বজায় থাক। আর ত কেউ কোন ঠাঁই নাই যে, আমার বো'নে জিজ্ঞাসা করে। এক মামা সে সাতটী টাকা মাইনে পায়—নয় কষ্টে শ্রষ্টে দুটো খেতে দিলে পড়াবার ক্ষমতা ত তার নাই?

শ্রীচরণ। পূজোর সময় হালিসহর থেকে লোক এলে বউমা আর নেপালকে অবশ্য অবশ্য পাঠিয়ে দেবেন। (নেপালের মাতামহীকে ২ দুই টাকা দিয়া প্রণাম করিয়া) এই ২০ কুড়ি টাকা রাখুন— সে ছোঁড়ার কাযে যা খরচ হয়েছে তারির দরুণ যা হয় ক'রবেন।

নেপালের মাতামহী। ওদের দিলে সেই লক্ষলাভ—আমারে আবার দুটাকা কেন বাবা? বলি কা'ল্ কি এখানে থাকা হবে?

শ্রীচরণ। এখন তা ব'ল্‌তে পা'রছি না।

নেপালের মাতামহী। কখন ত এমুখো আসা নাই—বীরেশ্বরের ভাগোতে যদি এখানে এসেছ ত এ বাড়ীতে একবার এঁটো মুখ হলে প্রাণটায় বড় শোয়াস্তি পাই?

শ্রীচরণ। এবার থাক্ না মা—এখন কি আমোদ আহ্লাদের সময়? আশীর্ব্বাদ করি আপনার বীরেশ্বর বেঁচে থাকুন, কতবার আ'সব খা'ব। (নেপালের প্রতি) দে'খ বাবা—সাবধানে থে'ক, দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে মিশ না। আমি এখন তবে আসি? (প্রস্থান) বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

৪২ গীত।

রাগিণী—খাম্বাজ—তাল—মধ্যমান—ঠেকা।

মাষ্টারি সুর (একাকিনী কে তুমি এই কাননে)

কেমন করে এসংসারে করি বাস। ওহে শ্রীনিবাস। সুখের

লেশ যায় নাই এক রত্তি বিপত্তি তায় বারো মাস। কখন বা রুগ্ন দেহ, ভূমি কম্পে ভগ্ন গৃহ, অন্ন চিন্তায় অহরহ, করি হা হুতাশ;—শোক তাপ আদি সদা বহে কত কুবাতাস? চির শত্রু কর্ম্মসূত্র, আমায়, হতে দেয় না হরিদাস। দুর্জ্জনের দৌরাত্ম্য ভারি, দিবা রাত্র ভয়ে মরি, যা কিছু উপার্জ্জন করি ভূতে করে গ্রাস;—অর্থ অভাবেতে খেতে শুতে নাই উল্লাস; এমন করে প্রাণ কি বাঁচে নদীর ধারে করে চাষ। যে দেশের জল বায়ু ভাল, অন্ধকার নাই কেবল আলো, কৃপা করে লয়ে চ'ল, সে সু'খ নিবাস; নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচি পেয়ে সে সুখের আশ্বাস; সুবাতাস গায় লা'গ্‌লে, এ দাস মহেন্দ্রের আর নাই বিনাশ।

সপ্তম দৃশ্য।

অবস্থার পরিবর্ত্তন। অনল বাবুর সদর বাটীর বহির্দ্দেশ।

১ম বালক। তুই আমায় মার্‌লি কেন?

২য় বালক। খুব ক'রেছি—তুই আমায় ক্ষেপাস কেন?

১ম বালক। তুই মর্, যে আমাদের বালাই যাক্—আমি এই চল্‌লাম—মাকে বলে দিইগে—কোথায় ভাত খাস তা দেখ্'বকন্ মা তোর মুখে উনুনের ছাই দেবেকন্।

২য় বালক। খবরদার—মুখ সাম্‌লে কথা কস্—আমরা তোদের ভাত ত এই একবছর খাচ্ছি বইতনয়। তোরা যে সাত গোষ্ঠী আমার বাপের খেয়ে মানুষ—আমার বাপ তোর বাপের চাকরি করে না দিলে কি হত তা বলা যায় না।

১ম বালক। তোর বাপত গোল্লাই গেছে—এখন তুই আর তোর মা মলে আমাদের হাড় জুড়োয়।

২য় বালক। হ্যাদ্দ্যাখ্ বিল্‌সে? কিছু বলিনে বলে বড় বাড়িয়েছিস, আমার রাগ বাড়াস্‌নে—বল্‌ছি ভাল—যে দিন তোকে ধ"রবো—ঘাড়টা মুচড়ে দে'ব।

১ম বালক। (বুক তাল ঠুকিয়া) মার্‌না—পোড়ার মুখো—দেখি তোর গায় কত জোর—পর্ম্মা তোর মত শুধু ডাল্ ভাত খায় না

বেগতিক দেখিয়া তিনজনে বালক দুটীর মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তাহাদের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিলেন। প্রথম বালকটী দ্বিতীয়টীকে গালি দিতে দিতে চলিয়া গেল। শ্রীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় দ্বিতীয় বালকের হস্তধারণ পূর্ব্বক চণ্ডীমণ্ডপে আনিলেন।

শ্রীচরণ। তুমি ও ছেলেটীর সঙ্গে ঝগ্‌ড়া কর্‌ছিলে কেন? ও তোমার কেউ হয়?

২য় বালক। বাবার মামা'ত ভায়ের ছেলে।

শ্রীচরণ। তাকে মেরেছিলে কেন?

২য় বালক। দেখুন মহাশয়? ও ছোঁড়া ভারি পাজি—আমি যেখানে যাই, কেবল আমায় ক্ষেপায়—(বলে—বোম্, বোম্, বোম্, অ'পে ডেক্‌রা কেবল খাবার যম।) আমি তবু প্রায় চুপ করে থাকি—একমাই অমন ক'র্‌লে কাঁহাতক সই—বলুন দেখি? বুড়োরাই সইতেই পারেনা—তা আমি ত ছেলে মানুষ।

শ্রীচরণ। তোমার নাম কি?

২য় বালক। শ্রীঅপূর্ব্ব কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা—পিতার নাম ৺কমল কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

অমল। অপূর্ব্ব বড় ভাল ছেলে—লেখা পড়ায় ওর বেস মন আছে—তবে আর বছর ওর বাপ মারা গিয়ে বড় কষ্টে পড়েছে।

অপূর্ব্ব। আমাদের এত কষ্ট হ'ত না—আমার মার কাছে হাজার টাকা ছিল—বাবার শ্রাদ্ধের পর কাকা বাবু বল্‌লেন তোমাদের টাকাটা আমার কাছে রাখ, আমি সুদে বাড়িয়ে দে'ব। মা শাদা সিদে মানুষ—অত ঘুরকি ত বোঝেন না—সব টাকা কাকার হাতে ধরে দিলেন। এক বছর হয়ে গিয়েছে এক পয়সা সুদ পাওয়া মাতায় থাক এখন আসল আদায় হওয়া ভার। মা একদিন টাকা চেয়েছিলেন—তা কাকার রাগ দেখে কে—ব'ল্‌লেন—আমি যে এই পঙ্গপাল পুষছি—আবার টাকা কোথায় পা'ব—এখন আমরা দুই মায় পোয় হয়েছি তাঁদের উ'ড় বালাই—ত তাড়াতে পা'র্‌লেই বাঁচেন। এই এক বছরের মধ্যে খুড়ীমার তিন খান গহনা হয়েছে—তিনি তাবিজ, নারকেল ফুল পরে ভাঙ্গ ক'রে গায় কাপড় দেন না। ছোট লোকের মেয়ে কি না;

হ্যাঁ মহাশয়? এক জনের সর্ব্বনাশ ক'রে যারা নবাবি ক'রে বেড়ায়—তাদের কি ব'ল্‌তে ইচ্ছা করে বলুন দেখি? খুড়ীর গায় সে গহনা দেখ্‌লে আমার এমনি বোধ হয় যে, কে বুঝি তাঁর হাতে হাতকড়ি আর বেড়ী দিয়েছে। তবু আমার বাবার দৌলতে আগে সোনার মুখ দেখেছেন।

---

৪৩ গীত।

রাগিণী—কালাংড়া রামকেলি—তাল—কাওয়ালি।

বিদ্যাসুন্দর সুর (পোড়া লোকেতে বাদী হ'ল সাধের পীরিতে।)

মন, জুয়াচুরি করে যেন বিষয় ক'রনা। পরকে মেরনা, আপনি ম'রনা, ও যে, চোরের ধন বাটপাড়ায় লয় বুঝ্‌তে পারনা। পরের কড়ি পারার ঘা, চিরদিন পোড়াবে গা, শেষে, স্বর্গে গিয়ে ও শোয়াস্তি পাবে না;—লোকে করবে খাঁৎ, ধর্ম্মেতে ও ব্যাঘাৎ, এমন, বিষ্ খেয়ে বিষ হজম করা বিষম যন্ত্রণা।

অমল। ওর বাপই মানুষের মত ছিলেন—তিনি নিজের স্ত্রী পুত্রের জন্য কিছুই ক'রে যাননি—বরাবর অত বড় মামার সংসার চালিয়েছেন আর বছর বছর ঐ বাড়ীতে দুর্গোৎসব করেছেন।

১ম প্রতিবাসী। কমল বড় ভাল লোক ছিল গো—মন যেমন উচ্চ ছিল—স্বভাব ও তেমনি উত্তম ছিল। লিখ্‌তে, পড়তে, গাইতে, বাজাতে আবার পদ্য লিখ্‌তে বেস ক্ষমতা ছিল।

নির্ম্মল। তাঁর যে একটা হেয়ালী আছে—কি—এই—অন্তিমে ভগবান; প্রাণান্তে নির্ব্বাণ। শেষ রাত্রে গান; বাড়ীর কাছে বাগন। নিদ্রান্তে পান; অরুণোদয়ে স্নান। অল্প বয়সে জ্ঞান; গুরুর মুখে কান্। লুকাইয়ে দান; সন্তান বিদ্বান। ঈশ্বরের ধ্যান; গোলা ভরা ধান। পুত্রগত টান; ওষ্ঠাগত প্রাণ। তরকারী মান; সভাতে সম্মান। চারি দিকে কাণ; তাক্ বুঝে বাণ। অগ্রে দেখে পাণ; রথেতে নিশান। আগে যে খায় খুদ; শেষে সে পায় সুদ। কড়ি নেবে গণে; পথ চ'লবে জেনে। খরচ ক'রবে

টেনে; সাবধান হবে শুনে। পথ্য দেবে শুকায়ে; লৌকতা করবে দেখায়ে। এই রকম কত আছে—আমার সব স্মরণ হ'চ্ছে না।

শ্রীচরণ। বা! বেস্ বাঁধুনি ত—এ গুলি বুঝে যে কায ক'র্‌তে পারে; সেত হিসিবি লোক।

অপূর্ব্ব। তারপর শুনুন মহাশয়—ব্যাপারটা শুনুন—টাকাগুলি হাতে পেয়ে প্রথম প্রথম আমাদের উপর যত্ন কত—কাছারী থেকে বাড়ী এসে আমায় ডাক্‌তে'ন—কোথায়—বাবা অপূর্ব্ব কৃষ্ণ—আজ্ সমস্ত দিন তোমায় দেখিনি কেন যাদু—এস, কেমন টাট্‌কা মতিচুর এনেছি—খাওসে বাবা। তারপর ক্রমে গলার সে সুর বদ্‌লে গেল—এখন মেঠায়ের বদলে কিল, চড়, কাণমলা খাওয়ান। দ্বাদশীর দিন আমার মায়ের জল খাবার দেন ঝোলা গুড় আর মটর ভিজে। আমি ত স্কুল থেকে এসে প্রায় সুধু মুখেই থাকি, ব'লব কি মহাশয়—লুকিয়ে লুকিয়ে খাবার এনে আপনার ছেলেদের খাওয়ান—আবার ও ছোঁড়াও তেমনি হাবা—আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে খায় আর হাসে—যেমন গর্ভের সন্তান—তার আর বুদ্ধি কত হবে। আমার দুটো ডাল ভাত হলেই হ'ল—বাবা মরে পর্য্যন্ত আমি সন্দেশ মেঠায়ের ধার ধারিনে। ভাল মন্দ খেয়ে ওদের চেহারা যেমন, ডাল্ ভাত খেয়ে আমিই বা মন্দকি—আমি ভাল খাবার গ্রাহ্যই করিনে—যা তা দু'ট পেলেই হ'ল, যেমন তেমন একটা বিছানায় শুতে পেলেই হ'ল—এই যে সুধু এক-খান চাদর গায় দিয়ে স্কুলে যাই—জামাও নাই, জুতও নাই—তা মাষ্টার কি আমায় তাড়িয়ে দেন? আমি পোষাকের তক্কাও রাখিনে—ওরা যখন (লাষ্ট) আমার নিচে পড়েথাকে আর আমি (ফাষ্ট) উপরে প্রায় থাকি, তখন ওদের ভাল কাপড় দেখায় যেন মড়ার গায় পোষাক পরা।

---

৪৪ গীত।

রাগিণী—রামকেলি—তাল—ঝাঁপতাল।

রাম প্রসাদী সুর (এবার আমি ভাল ভেবেছি।)

দারুণ, অভিমান তুই দূর হয়ে যা। আমি চাইনে এমন মানের ধরজা। সামান্য শাক অন্ন খেলে দেহ যখন থাকে তাজা;—

তখন, কাজ কি আমার মণ্ডা মিঠাই পরমান্ন পাঁপর ভাজা। উলঙ্গ এসেছি আবার যাবার সময় যেরূপ সাজা ;—তাতে, আমার পক্ষে জামা চাদর আদর করে বাঁদর সাজা। মলে পরে আপন ঘরে দুদণ্ড স্থান না পান রাজা ;—তখন, কায কি আমার, অট্টালীকা সদর ঢাকা সিংদরজা। বিষয় তেজে হরি ভজে মন আমার হও মহারাজা ;—মহেন্দ্র কয় পাপের কড়ি বাপের ছেলেও নাই'ক মজা॥

অপূর্ব্ব। লেখা পড়া কপালে থাকে হবে—কিন্তু এখন আমার মায়ের কষ্ট আর দেখ্‌তে পারিনে। যদি কোন রকমে দশ টাকা আন্‌তে পারি, তাহলে আমার মনের ক্লান্তি যায়। আর পড়াবেই বা কে! কাকা বাবু ত এখনই খেদাই বা উঠন চষি ক'র্‌ছেন।

রহরাম। গোপাল? শুন্‌লে? এই টুকু ছেলের কেমন মাতৃভক্তি!

নিতাই দাস। ও সব কপালে করে ; এমন ছেলেকে বুকে ক'রে রা'খ্‌লেও বুক ব্যথা হয় না। (অপূর্ব্বর প্রতি) বেঁচে থা'ক বাবা! তোমার এই বয়েসেই যেরূপ মাতৃভক্তি, ভগবান তোমার ভাল ক'র্‌বেন।

শ্রীচরণ। তোমার বয়েস কি? কোন শ্রেণীতে পড়?

অপূর্ব্ব। মা বলেন আমি চৌদ্দ উত্‌রে পোনেরো বছরে পড়েছি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবার এন্ট্রান্স কোর্স নয়েছি।

শ্রীচরণ। তা বেস—দেখ? আজ যেমন তুমি তোমার কাকা আর খুড়ীমার অনেক দোষের কথা আমাদের কাছে ব'ল্লে, আর বড় কার ও কাছে বলে বেড়িও না? থাক—তুমি চাকরি ক'র্‌বে?

অপূর্ব্ব। কেন ক'রব না? তা হলে ত বাঁচি। আমি মাকে একবার জিজ্ঞাসা করে আসি।

শ্রীচরণ। আর অমনি তোমার ইংরাজী বাঙ্গালা হাতের লেখাটা আমায় এনে দেখিও।

অপূর্ব্ব। যে আজ্ঞে। আমি ঘরের কথা প্রায় কাউকে বলিনে; তবে এখানে সকলেই আমার মুরুব্বি, তাই কষ্টের কথা বল্লাম। (প্রস্থান)

কিঞ্চিৎ পরে অপূর্ব্ব ইংরাজী ও বাঙ্গালা দুই খানি লিখন লইয়া পুনরাগমন করিল। গঙ্গোপাধ্যায় তাহার হস্তাক্ষর দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

শ্রীচরণ। তোমার লেখাত বেস! মা কি বল্‌লেন?

অপূর্ব্ব। মা ব'ল্‌লেন—তোমার চাকরি হবে এর চেয়ে আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে—তাঁর ছেলেদের কল্যাণে—তা হ'লে ত আমাদের বাঁচান।

শ্রীচরণ। তবে তুমি বিজয়ার পর হালিসহরে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো। এই বাড়ীতে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে এঁরা আমার নাম ঠিকানা বলে দেবেন।

অপূর্ব্ব যে আজ্ঞা বলিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রসন্নচিত্তে গৃহে প্রস্থান করিল। এ সংসারে যে সকল মহাত্মারা অসহায় ব্যক্তির এইরূপ উপকার করিতে পারেন তাঁহাদের মানব জীবন সার্থক; আর যাহারা তাঁহাদের নিকট উপকৃত হয় তাহারা তাঁহাদিগকে দেবতা জ্ঞান করে। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের আশ্বাস বাক্যে অপূর্ব্বের আর আহ্লাদের পরিসীমা নাই। মনে মনে কত থানাই আন্দোলন করিতে লাগিল—সর্ব্বদাই এই চিন্তা যে, এই কএকটা দিন শীঘ্র শীঘ্র গত হইলে তাহার ও তাহার জননীর যেন রাম রাত্র প্রভাত হয়। অপূর্ব্ব এখনও বালক, এজন্য একটী বিষয় ভাবিতে ভাবিতে বড় অস্থির হইয়া পড়িল, কিছুতেই সে বিষয়ের মীমাংসা করিতে না পারিয়া তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল।

অপূর্ব্ব। মা? খুব ছোট বেলা থেকে কাকা বাবু, আমাকে কোলে করেছেন, কত খাইয়েছেন, ঘুম পাড়িয়েছেন, কত আদর যত্ন ক'রেছেন; কিন্তু এখন আর আমায় দেখ্‌তে পারেন না কেন? আর দেখ—কস্মিন্ কালে যাঁর সঙ্গে কোন আলাপ পরিচয় নাই—হটাৎ রাস্তায় দেখা হ'ল, আর আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে, আমার মুখে আমাদের দুঃখের কথা শুনে অমনি দয়া হ'ল—আর আমার চাকরি পর্য্যন্ত করে দিতে চাইলেন। হ্যাঁ মা? এঁরা দুজনেইত ভদ্র মানুষ; বরং কাকা আমার আপনার জন; তা উনিই বা কেন অমন্ করেন, আর সেই বাবুটীরই বা কেন এত দয়ার শরীর?

অপূর্ব্বর মাতা। আহা বাবা! যখন কপাল মন্দ হয়, বন্ধু জনে ও মন্দ কয়। এঁরা যখন ছিলেন, দেখেছ ত; এই গাঁয়ের লোক আমাদের কত খাতির যত্ন ক'র্‌ত—এখন কেউ আর ডেকেও জিজ্ঞাসা করে না। তুমি ছেলে মানুষ, সে সব কথা এখন কি বুঝ্‌বে—যত বড় হবে

আপনা আপনি সব বুঝতে পা'রবে—সুখের সময় সকলকেই পাওয়া যায়, কিন্তু দুঃখের দশা হলে অতি অল্প লোকে মুখ পানে চায়। তোমার কাকার কথা কই—সকলেই চায় সবার চেয়ে আমার অনেক ধন দৌলত হ'ক—আমি সকলের কর্ত্তা হই—আমার ছেলে ভাল লেখাপড়া শিখুক, যে গরিব হয়েছে সে আবার মাতাতুলে কথা কবে কেন—সে আমার মুঠোর মধ্যে থাকুক—কিন্তু সেই ভগবানের কাছে ত ছোট বড় নাই—তাঁর চুল চেরা বিচার—তিনি রাজাকে প্রজা ক'র্‌ছেন, প্রজাকে রাজা ক'র্‌ছেন—কখন যে কাকে কার অধীন করেন কিছুই বলা যায় না। ভাল লোক যাঁরা তাঁরা সব বুঝতে পেরে এই পৃথিবীতে সাবধান হয়ে চ'লেন পারত পক্ষে পরের মন্দ ক'রতে চান না—আর যারা হিংস্রক তারা কাঙ্গালের শাক ভাতের ও হিংসা করে। শত্রু মুখে ছাই দিয়ে তুমি নাকি আমার ভাল পড়া ব'ল্‌তে পা'র—আর বিলাস তা পারে না—তোমার যে দেখে সেই ভাল বাসে—আর বিলাসের রীতের দোষে তার উপর সবাই বিরক্ত—তাই ঠাকুর পো আর ছোট ব'য়ের প্রাণে সয় না। যারা মন্দ হয় তাদের সবই মন্দ—আমাদের ইনি থা'ক্‌তে খাওয়া পরার বিষয়ে এক রত্তি ত্রুটি ক'র্‌তেন না—সবার সমান। আর এরা আমাদের যে দুর্গতি ক'র্‌ছে তাত বুঝ্‌তেই পাচ্ছ। যে, ক'রে চ'খে ধূলো দিয়ে টাকা গুলো বার করে নিলে তাওত দেখ্‌লে—এখন তার একটী পয়সা দেবার নামটী নাই—আমাদের ও হয়েছে বেঁধে মারে সয় ভাল। আর যে সেই বাবুটীর কথা বল্‌ছিলে; তিনি হলেন ক্ষণে জন্মা মানুষ—তাঁদের মত মানুষ সাক্ষাৎ নারায়ণ ব'ল্‌লে হয়; সে সব লোকের কি আর জন্ম হবে!

———

৪৫ গীত।

রাগিণী—বারওা—তাল—তেতালা।

দাশরায়ের সুর (তোমারা দেখ সদা আমারে যশোদা বাঁধে সখী)

ও মন পারবিনে যা, এমন পাপের বোঝা মাতায় নিলি। করলি সব নষ্ট, অকারণ কষ্ট, আমারে তুই দিলি; জন্ম জন্মান্তরে, মন তুই কিরে, আমার শত্রু ছিলি। ধর্ম্মের দ্বারে দিয়ে চাবী, কেমন করে

প্রাণ বাঁচাবি, পাপ করে তুই কোথায় পলাবি, এসে ধ'র্‌বে শমন, কর্'বে দমন, মন দুষমন, বলি। মন, অঘটন ঘটাতে পারো, হরি-নাম করিতে নারো, পরকে মারো, পেয়ে ঘোর কলি ;---অসৎ সঙ্গে বসত করে, মনের পায় মহেন্দ্র মরে, কেবা দয়া ক'রবে পামরে ; আমি, তাইতে তোরে, বদন ভ'রে, হরি বল্‌তে বলি।

অপূর্ব্ব। আমি ত দেখছি যাদের আপনাদের ছেলে ভালনা তারাই প্রায় ছেলের এক বয়সি পরের ভাল ছেলের হিংসা করে। আবার কেউ কেউ পরের ছেলের একটু খুঁৎ পেলে পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে বেড়ায়।

অপূর্ব্বর মাতা। তুই তা বুঝিস ? প্রায় অনেকেই ঐ রকম লোক। তবে দুই একজন ভাল লোক'ও আছে। কথায় বলে, (যদি বাঁচাবি আপনার বাছা, পরের ছেলের মুখ পানে চা।) সে জ্ঞান যদি সবার থাক্'ত তা হলে মানুষের এত কষ্ট হবে কেন! দেখ্‌তে পাওনা—কেবল হিংসা—পরের খুঁট পাঁচা অহঙ্কার, রাগারাগি, মিথ্যাকথা, গরিবকে চেপে ধরে জব্দ করা—পরকে ফাঁকি দিয়ে মিছে কায গোছানো—(ওল বলে মানকচু তুমি কেন মুখসর, (ঝাঁজুরী হাড়ী ঠাকুরের ঝারার কলসীকে বলে—তোমার তলায় ছিদ্র কেন) নিজের শত শত দোষ থা'কতে পরের খুঁৎ ধরা ও এক এক জনের কেমন বিদ্‌ঘুটে রোগ।

---

৪৬ গীত।

রাগিণী—ঝিঁঝিট—তাল—পোস্ত।

(রাম প্রসাদী সুর)

তেমন দিন কবে হবে। (৩) যে দিন সংসারে সব সত্যকবে। বহুমূল্য দ্রব্য যত যথা তথা পড়ে রবে ;—ও কেউ দেখিয়ে না দেখ্‌বে চেয়ে, হারার ধন হরে না লবে। দস্যু বৃত্তি অপকীর্ত্তি একেবারে উঠে যাবে ; কবে বিশুদ্ধ অন্তরে জগৎ শুদ্ধ হরি গুণ গাবে। মহেন্দ্র কয় ভেবনা মন সবুরে সব সম্ভবে ;—যে দিন স্বয়ং বিষ্ণু বিষ্ণু যশায় তুষ্ট ক'রবেন এই ভবে।

অপূর্ব্ব। আচ্ছা মা ? হিংসা করেত কোন লাভ নাই, কেবল নিজেরই অনিষ্ট—তবে কেন লোক অমন করে ?

অপূর্ব্বর মাতা। রীতের দোষ আর সঙ্গ দোষ।

অনুরোধে পড়িয়া গঙ্গোপাধ্যায়কে আর এক দিবস—গোবর্দ্ধনপুরে থাকিতে হইল। এই অবসরে তিনি বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা সত্যবালার বিবাহের একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অমল বাবু, তাঁহার পরিজনেরা ও অন্যান্য ভদ্র লোকে তাঁহাকে যেরূপ আদর যত্ন করিতে লাগিলেন তাহাতে তিনি আর দুই একদিন গোবর্দ্ধন পুরে থাকিতেন, কিন্তু দৈব প্রতিকূল বশতঃ তাহা পারিলেন না। (ভাল সামগ্রী দেখিলে যে অনেকেরই নোলার জল পড়ে)।

বহির্দ্দেশ হইতে প্রত্যাগমনকালে একটী নীচ জাতীয় প্রাচীনা, গঙ্গোপাধ্যায়ের হস্তে একখানি পত্র দিল—পত্রার্থ অবগত হইয়া বিষন্ন বদনে উহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া পুষ্করিনীর জলে নিক্ষেপ করিলেন।

সভাসদ্গণের নিকট বিদায় গ্রহণ।

অমল। আপনাকে এত বিমর্ষ দেখ্‌ছি কেন ?

শ্রীচরণ। কোন কারণ বশতঃ মনটা বড় উদ্বিগ্ন হয়েছে।

২য় প্রতিবাসী। আদাড়ের বৌ বুঝি কি তুক্ তাক্ করে গেল? আমি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম, দেখ্‌লাম, আপনি একখান পত্র প'ড়ছেন—তার পর পত্রখান ছিঁড়ে জলে ফেলে দিলেন—বুঝ্‌তে পেরেছি আপনার পিছনে ফেউ লেগেছে।

যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়।

শ্রীচরণ। মিথ্যা কথাটা আর কি করে বলি—সত্য সত্যই আমাকে ডাইনে খাবার যো ক'রেছে—কাল প্রত্যুষেই পলাতে হ'চ্ছে।

অমল। যেখান থেকে পত্র এসেছে তা বুঝতে পেরেছি। সে জন্য ভয় ক'রছেন কেন? আমরা ঝাঁটা দিয়ে ডান্ ঝাড়াব। (দ্বিতীয় প্রতিবাসীর প্রতি) ছোট কাকা ? এ বেটীত বড় বাড়ালে—এ গ্রামে আর যে কোন ভদ্র লোক আসতে চাইবে না।

২য় প্রতিবাসী। তাতে আর কি হয়েছে—রূপ দেখেছে—গুণ শুনেছে লোভ সাম্‌লাতে পারেনি—তাই পত্র লিখেছে। গাঙ্গুলী মহাশয় ত আর কোনের কুলবধূ নন—যে ওঁর জাত যাবার কথা? ওসব শুনে চুপ করে থাকাই ভাল। যাঁকে দেখলে পুরুষ ভোলে; তা মেয়ে মানুষ ভুলবে সে আর বিচিত্র কি?

অমল। গাঙ্গুলী মহাশয় যে ভয় পেয়েছেন—কাল সকালেই যাবেন ব'লছেন?

২য় প্রতিবাসী। উনি কি বরাবর তোমার বাড়ীতে থাকবেন্—এই এলেন—আবার আসবেন—তার ভাবনা কি।

শ্রীচরণ। তা সত্যইত। অমলবাবু—আমি ত পূর্ব্বেই বলে রেখেছি—যে কাল্ সকালেই আমাকে যেতে হচ্ছে। আবার আস'ব, তার জন্ত চিন্তা কি।

অষ্টম দৃশ্য।

পূজার আয়োজন।

আত্মীয়, কুটুম্ব ও প্রতিবাসীগণের নিকট বিদায় লইয়া গঙ্গোপাধ্যায় পরদিন প্রাতঃকালে হালিসহরাভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহার অভাবে একদিক অন্ধকার ও অন্যদিক আলোকিত হইল; অর্থাৎ গোবর্দ্ধনপুর-বাসীগণ ব্যথিত ও—হালিসহর বাসীগণ পুলকিত হইল। বাটী পৌছিবা-মাত্র তাঁহার পুত্রদ্বয় আহ্লাদে দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীগণ তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ মাত্রে, কেহ আর্দ্র বস্ত্রে, কেহ তৈল মর্দ্দন করিতে করিতে, কেহ দুগ্ধ পূর্ণ কটাহ প্রজ্বলিত অগ্নির উপর রক্ষা করিয়া কেহ পূজা করিতে করিতে ও কেহ ভর্জ্জিত মৎসের পাত্র অনাচ্ছাদিত রাখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে কর্ত্তাটীর নিকটে আসিয়া উপস্থিতা হইলেন। গঙ্গোপাধ্যায় একটী প্রশস্ত প্রকোষ্ঠ মধ্যে একখানি বৃহৎ গালিচায় উপবিষ্ট হইয়া সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—এদিকে তাঁহার ভার্য্যাগণ, কেহ তালবৃন্ত সঞ্চালন, কেহ অঞ্চলের দ্বারা তাঁহার ঘর্ম্মাক্ত কলেবর পরিষ্কার ও কেহ বা জলপূর্ণ পাত্র ও গাত্রমার্জ্জনী

লইয়া স্বামীর পদ ধৌত করিতে লাগিলেন। আনন্দে গৃহমধ্যে একবার শঙ্খধ্বনিও করা হইল। শঙ্খনাদ শ্রবণে গঙ্গোপাধ্যায়ের ঠাকুরুণ দিদি সম্পর্কে একজন প্রবীণা তাঁহাদের অন্দর অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিতা হইলেন।

প্রবীণা। বলি—ও নাতবউয়েরা—শাঁক্ বাজে কেন? তোদের কি কারো ছেলে হ'ল নাকি?

লাবণ্য। (মৃদুস্বরে) মুখে আগুণ। (প্রকাশ্যে) এই ঘরের ভিতর এসে দেখনা? তোমার নাতি এসেছেন।

প্রবীণা। ওমা তাইত গা! এযে আমাদের ছেলের ছেলে! কখন এলে ভাল আছ ত?

শ্রীচরণ। এই আস্‌ছি—আছি ভাল—প্রণাম।

প্রবীণা। স্বচ্ছন্দে থা'ক। (লাবণ্যের প্রতি) এইত কৃষ্ণ এসেছেন—আমার সন্দেশ কৈ? আট দিনে আট জনের কাছে আদায় করে ছাড়'ব।

লাবণ্য। সন্দেশ পাবেকন।

---

৪০ গীত।

রাগিণী—বারোঙা—তাল—ঠংরী।

সুর (প্রেম বনে কে দিলে আগুণ)

হৃদ্ কাননে এস শ্যামকেশ। ধ'রে নটবর বেশ। পীত ধড়া চূড়া পরে, মোহনো মুরলী ধরে, শ্রীরাধারে সঙ্গে করে, ঘুচাও মনের ক্লেশ। কণ্ঠ আমার কোকিল হবে, মধুস্বরে মন ভুলাবে, ভক্তি কুসুমের সৌরভে, কর সুখের শেষ। আছে দ্বিদল পদ্মাসন, আনন্দে তায় দাঁড়াও দুজন, ছিদাম হয়ে মহেন্দ্রের মন, পুরাবে আদেশ।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ অষ্ট সখীর সহিত রঙ্গরসে সর্ব্বদা সময়াতিপাত করিতেন, আমাদের সুরসিক কুলীন চূড়ামণি গঙ্গোপাধ্যায় সেইরূপ আহারান্তে অষ্ট ভার্য্যায় পরিবেষ্টিত হইয়া, শারীরিক, মানসিক, সাংসারিক ও বৈষয়িক বাক্যালাপের পর, তাঁহার ষষ্ঠ শ্বশুরালয় সম্বন্ধীয় ঘটনাবলি ক্রমান্বয়ে বর্ণনা করিতেছেন—ভার্য্যাগণ ও তৎশ্রবণে সাতিশয় বিস্মিতা ও

পুলকিতা হইয়া পরস্পর হাস্য পরিহাস করিতেছেন—এমন সময়ে তাঁহাদের বৃদ্ধ কর্ম্মচারী রাজনারায়ণ মিত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তদ্দৃষ্টে স্ত্রীগণ অবগুণ্ঠনবতী হইয়া সত্বর সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

রাজ নারায়ণ। প্রণাম—ভাল আছেন ত?

শ্রীচরণ। কল্যাণ হোক। বেস আছি—তোমার সব মঙ্গল ত?

রাজ। আপাততঃ সব ভাল।

শ্রীচরণ। প্রতিমা এক মেটে হয়েছে দেখলাম—এদিকের জোগাড় যন্ত্র কি রকম হ'চ্ছে?

রাজ। একটা তেঁতুল আর দু'ট আঁব গাছ কিনেছি—একটু ধরণ করলেই তবলদার ডেকে কাট করে নে'ব। বাঁকতুলসী প্রায় ছোট গোলার মুখোমুখি রয়েছে—বড় গোলার মোটা চেলে এবার মোটেই হাত পড়েনি আর বছরের যা ছিল তাই খাওয়া যাচ্ছে। সেদিন ভানানী ডেকে কতক-গু'ল ধান, আতপ চাল ক'র্‌তে দেওয়া হয়েছে। মুগ কলাই যথেষ্ট মজুত আছে। ছোলা আর অড়লের ডাল আনাতে হবে। কাল গোবিন্দ গোয়ালাকে ডেকে গাওয়া ঘিয়ের কথা বলেছি—সে সাড়েতিন সেরের দরে দিতে চায়।

শ্রীচরণ। আগে কিছু বায়না দিও—দুদ্‌টা কে দেবে?

রাজ। বায়না না দিলেও কোন চিন্তা নাই—দুদ্ চোদ্দসেরের দরে রামা গয়লা আর ঝড়ু ঘোষ দিতে চেয়েছে। দৈইও তারাই দেবে—ছানাও চেয়েছি—তা দেবে বলেছে—তাই ঠাকুরের জলপানিতে দেওয়া চ'ল্‌বে। সে দিন কাঁচড়াপাড়ায় বল্লব ঠাকুরকে দু টাকা বায়না দিয়েছি—তিনি নিজে আস্‌তে পারবেন না—তিন জন মিঠাইকর বামণ দেবেন। গুরুঠাকুর দু জনাই নাগাদ্ ত্রয়োদশী এখানে আ'সবেন লিখেছেন।

শ্রীচরণ। আগে তাঁদের হবিষ্যের দুদের ঠিক্ করে রে'খ?

রাজ। এবার আর দুদের ভাবনা নাই—বুধিগরু খালাস হওয়া ত আপনি দেখেই গেছেন—তার পর আর দুটো গরু বিইয়েছে; দুবেলায় প্রায় চৌদ্দ পোনেরো সের দুদ দিচ্ছে—আমাকেও যে বৌমারা রোজ তিন সের দুদ দেন—তাই ক্ষীরোদাকে এখানে এনেছি—শত্রু মুখে ছাই দিয়ে তার যে ৪।৫ টি ছেলে পিলে।

শ্রীচরণ। ক্ষীরোদাকে পূজোর আগে পাঠিওনা। আর তোমার জামাইকে পূজার নিমন্ত্রণের পত্র দিও। আর এ মাসের ২৭।২৮ শে দিন ভাল আছে—ছয় বউকে যেন আনা হয়।

রাজ। সে সব আমি ঠিক্ করে রেখেছি। প'টো, সাজওয়ালা, কামার, সবাইকে খবর দেওয়া হয়েছে। একদিন কলিকাতায় গিয়ে ঘি, ময়দা, বেণের মশলা, কাপড়, নৈবিদ্যের উপকরণ, যা কিছু ফর্দ্দ মাফিক কিনে আন্‌তে হ'চ্ছে—গুয়ো জেলে যেতে চেয়েছে—তার নৌকো ভাল।

নেপথ্যে। এবার যেন সিঁদুর টুক্ ভাল হয়। আর বছর যাচ্ছেতাই সিঁদুর দিয়েছিল!

রাজ। আর বছর যে জোয়ার ব'য়ে যাওয়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি কড়ে-দের কাছে সিঁদুর নেওয়া হয়েছিল—আর সিদ্ধিও ... হয়েছিল; এবার ঐ দু'ট জিনিষ আগে কিনে তবে আর কাজ।

শ্রীচরণ। কলিকাতায়, তোমায় দেখ্‌ছি দুবার যেতে হবে—পাকা আঁব, ফল ফুলুরি, ছেলেদের পোষাক, আরো যে কত কি আনা আছে। আর দিন থাক্‌তে যেন জ্ঞাত কুটুম্বদের নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হয়—আহা! শ্যামাচরণ মারা গ্যাছে। কল্‌কাথেকে ভেদ বমি হয়ে রামনগরের শ্বশুর বাড়ীতে এসে হয়ে গেল।

রাজ। কি সর্ব্বনাশ। আহা। তিনি যে বড় ভাল লোক ছিলেন—ক্রিয়া কর্ম্মের সময় ব্রাহ্মণ—চারিদিকে নজর। পৃথিবীতে এসে কেবল ঐ কথাই শোনো—দেখে শুনে প্রাণটা এমনি হয়—যেন শীঘ্র শীঘ্র পলাতে পার'লে বাঁচি।

শ্রীচরণ। প্রথম পরিবারের ছেলে হ'ল না বলে—শেষে যে আবার গোবর্দ্ধনপুরে বিবাহ করেছিল; তাঁরই একটা ছেলে—কেন নেপাল্‌কে যে তুমি দেখেছ—তিন চারবার তারা যে এখানে এসে'ছিল—তাদের আনা হয় যেন?

রাজ। আন্‌তে হবে বৈইকি। তাদের চ'ল্‌বে কিসে? বোধ হয় কিছু নাই!

শ্রীচরণ। কোথায় পাবে! মহেশ বাবুকে ধরে আমি ত ঐ মেক্-লীনের বাড়ী চাকরি টুক্ করে দিছিলাম—সেও ত এই দশ বছর হ'ল—৩০৲

টাকায় আর বাঁচাবে কি—দুর্গার ইচ্ছায় যখন এত লোকের ভার নিতে পেরেছি—তখন আমার পিসীর পুত্রবধূ আর পৌত্র কি ভেসে যাবে?

রাজ। এখন আসি; (গাত্রোত্থান)

শ্রীচরণ। দেখ—আমি আর আটদিন বই বাড়ীতে থাক্'ব না; আবার সেই পূজার পঞ্চমী লাগাত আ'সব—বিশেষ দরকারি কিছু থাকেত ইহার মধ্যে সেরে নিও।

স্ত্রীগণের পুনঃপ্রবেশ।

১মা স্ত্রী। এইত! মানুষের এক দণ্ডের কথা বলা যায় না—আর বছর এখানে এসেছিলেন—সে যেন বোধ হচ্ছে কালকের কথা—মুখ খান চ'খের উপর ঘুরছে—এতেই মানুষ আবার আমার আমার করে খুন হয়!

২য়া স্ত্রী। ও দিদি; স্বামী পুত্র যে রেখে মরতে পারে—তারই—নইলে বিশ্বাস টা কি! সদাই বোধ হয় যেন মাতার উপর চুলে ইট্ ঝুলছে -কখন কি হয়!

শ্রীচরণ। তারা এখানে এলে যেন অযত্ন হয় না—বউমাকে বেশী কায ক'রতে দিও না—কেননা এ রকম সম্পর্কে ইচ্ছার অতিরিক্ত কায ক'রতে হ'লে স্বভাবতঃ মনে অভিমান হয—তাতে তিনি আবার শোকাতুরা।

১মা স্ত্রী। আহা! অযত্ন হবে কেন; যারা পরের দুঃখ না বোঝে তাদের কি কখন ভাল হয়ে থাকে? কেবল মাগটী ভাতারটী আর ছেলেটী মেয়েটী নিয়ে কি কখন সংসার চ'লে থাকে—পর পাঁচ জনকে জড়িয়ে থাকতে হয়—কথায় বলে—যারে রাখ সেই রাখে।

শ্রীচরণ। যারে রাখ সেই রাখে—এ কথা ঠিক বটে—(শ্যামাচরণের স্ত্রী পুত্রত আমাদের আপনার,) কিন্তু নিস্পর এক জনের উপকার ক'রেও তার কাছে কোন প্রত্যাশা রা'খতে নাই—ও রকম স্বভাব আমি ভাল বাসি না—আমার কাছে উপকার পেয়েছে বলে কি আমি তার মাতা কিনে রাখ্'ব? সে স্বইচ্ছায় যা করে করুক—তা বলে—তার নিজের ক্ষতি করে—আমাদের বাড়ীশুদ্ধ লোকের কেবল মন যোগাক্ আর হুকুম তামিল করুক—এ রকম উপকারা লোক বড় নীচাশয়। ঐ রকম উৎপাত সহ্য করতে না পেরেই ত এখানকার লোক মিথ্যা নিমক্‌হারাম নাম কেনে। কারো স্বাধীনতা নষ্ট করা ভদ্র লোকের উচিত নয়।

৩য়া স্ত্রী। একটা কথা ব'লব কি? আমার মনোরঞ্জনের যে মেলা বিয়ের সম্বন্ধ আ'সছে?

শ্রীচরণ। কা'রো সর্ব্বনাশ কা'রো পৌষ মাস। (স্বগতঃ) ও দিকে শ্যামাচরণের ছেলে কাচা গলায় দিয়ে তার বাপের শ্রাদ্ধ ক'রছে—আর এদিকে আমার ছেলে বাঁধা রোসনাই ক'রে বিয়ে ক'রতে যাবে! জগতের ব্যাপার বড় মন্দ নয়!

১মা স্ত্রী। ন বৌ যেন নেকী—এই সময় কি বিয়ের কথা কেউ তোলে?

শ্রীচরণ। ছেলে ত মোটে চৌদ্দ বছরের—তার আবার বিয়ে—কোথেকে সম্বন্ধ এ'ল?

৩য়া স্ত্রী। আসছে অনেক জায়গা থেকে—তবে কাঁকনাড়ার অতুল মুখুয্যের মেয়ে—এই মোটে আট উতরে নয়ে পা দিয়েছে—মেয়েটী যে! যেন পটের পুতুল—যেমন চোখ মুখ, তেম'ন বর্ণ; হাত পার গড়ন যেন ক্ষার দিয়ে চাঁচা; আঙ্গুল গুলি যেন চাঁপার কলি। সেই টুকু মেয়ের এক পিঠ কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, দাঁত গুলি যেন মুক্ত সাজিয়ে রেখেছে। ও বাড়ীর প্রসন্ন ঠাকুরঝীর মেয়ে হেমলতাকে মনে পড়ে? ঠিক্ যেন তার মুখের ভাব।

শ্রীচরণ। হেমলতাকে আর মনে নাই! তার মা বাপের বড় ইচ্ছা ছিল যে আমার সঙ্গে তার বিয়ে দেয়—কিন্তু তার রাক্ষসগণ বলে বাবার মত হল না।

১মা স্ত্রী। আহা! তা সে এখনও বলে—কত পাপ করেছিলাম তাই হতচ্ছাড়ার হাতে পড়েছি—দুবছর অন্তর একবার দেখা—তাও দেয় না! তোমাদের সঙ্গে সুখের ঘরকন্না ক'রব এ পোড়া কপালে তা হবে কেন?

শ্রীচরণ। দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা। থাক্, ও কথা থাক্। তোমরা সে মেয়ে দে'খলে কি ক'রে?

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র মনোরঞ্জন, কনিষ্ঠ পুত্র অংশুমালী আর আহ্লাদী চাকরাণী (যে তাহাদের দুই সহোদরকে পালন করিতেছে) সেই সময় সে স্থানে উপস্থিত ছিল—বিবাহের কথা উত্থাপন মাত্রে মনোরঞ্জন সে স্থান হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

২য়া স্ত্রী। মাঝের পাড়ার চাড়ুয্যেদের বাড়ী যে মেয়ের মামার বাড়ী। য়েরর দিদিমা একদিন নাতিনী সঙ্গে করে আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে সেছিলেন—তাই কথায় কথায় বিয়ের কথা উ'ঠ্‌ল।

অংশুমালী। (পিতার চিবুক ধরিয়া) বাবা! আঁই বিয়ে কোব্বো?

২য়া স্ত্রী। দু বছরের ছেলের কথা শুনেছ তোমরা? ও নাকি বিয়ে রবে!

শ্রীচরণ। (পুত্রের প্রতি) তুমি কাকে বিয়ে ক'রবে বাবা? তোমার কমন বউ হবে?

অংশুমালী। ঐ আল্লাদীল্ মত যাল বয়ো বয়ো মাই আতে।

২য়া স্ত্রী। ঐ আহ্লাদীর মত যার বড় বড় মাই আছে, ও তাকে বিয়ে ক'রবে!

সকলের হাস্য।

লাবণ্যলতা। আহ্লাদীর মত বউ কি বাবা তোমার মানায়—সে ঐ র্ত্তা—(আর কথা সরিল না।)

গঙ্গোপাধ্যায় প্রায় অন্য স্ত্রীলোকের মুখের প্রতি কটাক্ষপাৎ করেন া; কিন্তু এ সময় শিশু মুখ বিনিসৃত বাক্য সুধাপান করিয়া পুলকে াঁহার সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চিত হইল, এ জন্য বিশাল নেত্রে, বক্র দৃষ্টিতে এক-ার আহ্লাদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। আহ্লাদী কর্ত্তার প্রকৃতি ত্তম রূপই অবগত ছিল—তথাপি সে তাঁহার মনোহর কটাক্ষ পাতে বহ্বলা হইয়া পড়িল—সে লজ্জাবনত মুখ—বসনাবৃত করিয়া তৎক্ষণাৎ সে ্থান হইতে অন্তরালে প্রস্থান করিল।

শ্রীচরণ। বিয়ে কাকে বলে ওরত যে বোধ হয় নি;—এখন মাই াবার সময়—মাই পেলেই হ'ল।

লাবণ্যলতা। তা আমরা বু'ঝ্‌তে পেরেছি।

শ্রীচরণ। তোমরা যে ছেলের বিয়ের কথা ব'ল্‌ছিলে—আগে পূজটা য়ে যাক, তার পর আমি একদিন মেয়েটাকে দেখে আ'সব?

১মা স্ত্রী। পূ'জর পর বইকি—এতই কি তাড়াতাড়ি—তুমি স্বচ্ছন্দে 'ক—ছেলে বেঁচে থাক্—যে মানুষের সন্তান—বিয়ের ভাবনা কি?

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রস্তাবনা।

অষ্ট দিবস গৃহে অবস্থিতি করিয়া, ৺ দুর্গোৎসবের সমুদয় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, শ্রীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় স্বভাব সিদ্ধ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে, শুভদিনে শুভলগ্নে বিদেশ যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যা, পূজা ইত্যাদি নিত্য ক্রিয়া ত আছেই; তদ্‌ব্যতিত সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট তাঁহার এই প্রার্থনা যে, হে পরমেশ! তোমার নিকট আমি সামান্য পরমানু অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও তুমি আমাতে আছ; বিপদে সম্পদে সর্ব্বক্ষণ আমাকে রক্ষা করিতেছ; কিন্তু দয়াময়, অধীনের এই ভিক্ষা যেন আমার দ্বারা কোন ব্যক্তির কোন প্রকার অনিষ্ট না হয়; তাহা হইলে কস্মিন্‌কালে আমি তোমার স্নেহের পাত্র হইতে পারিব না। আমার অন্তঃকরণ, হস্ত, পদ, ইত্যাদি যেন যাবজ্জীবন পরোপকার ব্রতে ব্রতী থাকে। তব নামামৃত পান করিয়া যে রসনা পবিত্রতা লাভ করে, প্রাণ থাকিতে সেই রসনা যেন পর কুৎসা ও কাহারও প্রতি কটূবাক্য প্রয়োগ না করে।

---

৪৮ গীত।

রাগিণী—কানাড়া—তাল—কাওয়ালি।

মন আমার, মনে কারো দিও না ব্যথা। সেত নয় সভ্যতা।
মনুষ্য সবাই সমান, ক'রতে নাই কারো অপমান, আপন প্রাণ
লক্ষ্য ক'রে শিক্ষা কর সততা। জন্ম মৃত্যু যে জন এড়াতে নারে
কভু, জোর ক'রে কেন সে জগতে হয় প্রভু, বিপত্যে ছোট বড়
সবাই খায় হাবু ডুবু, জেনে শুনেও তবু কেন কর কাযের অন্যথা।
অস্থি হীনা জিহ্বা হস্তীর বল ধরে, বাক্যের ধারে কত লোক্‌কে
বিনাশ করে, বাধিয়ে ধৈর্য্য ডোরে, হরি বোল বলাও তারে,
নতুবা এ মহেন্দ্রের মনুষ্য জনম বৃথা।

৺পূজার দিন যত নিকট হইতে লাগিল, হিন্দু জাতীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতার অন্তঃকরণ তত আনন্দে পরিপূর্ণ হইতে আরম্ভ হইল। যাহার

অবস্থা অতি মন্দ, সে ব্যক্তিও আনন্দময়ীর আগমন আশায় দিন গণনা করিতে লাগিল। পল্লী ও সহর বাসী মুসলমানেরাও অনেকে প্রফুল্ল চিত্তে আপনাপন স্ত্রী পুত্রের জন্য সাধ্যমত নুতন বস্ত্রালঙ্কার ক্রয় করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। ৺ দুর্গোৎসবের সময় কোন এক জন ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহার পুরোহিতকে কহিলেন—বিদ্যালঙ্কার মহাশয়? এমন দিনে বোধকরি আমাদের হিন্দু জাতীর মধ্যে কেহই অসুখী নাই? তাহাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় উত্তর করিলেন, যম যন্ত্রণায় অস্থির, রোগগ্রস্ত, পদচ্যুত, বিষয়চ্যুত কিম্বা বিপক্ষ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত, আর পূর্ব্ব বৎসর মা জগদম্বা যাদের গৃহে পদার্পণ করেছিলেন, কিন্তু অর্থের অনটন কি অন্য কারণে এ বৎসর যাদের চণ্ডীমণ্ডপ শূন্য, তুমি মনে কর কি তারাও সুখী আর আমার কথা বলি —বিধবা কন্যা ও বিধবা পুত্রবধূ যার ঘরে তার মনে সুখ যত তাত বুঝতেই পারছ। (রোগী যেমন নিম খায় মুদিয়ে নয়ন) আবার আমার একটী জজমান্ প্রায় ৩৫।৩৬ বৎসর ধরে দুর্গোৎসব করবার চেষ্টায় আছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তার অদৃষ্টে ঘটে উঠ্‌ল না; হয় অর্থের অনটন, নয় রোগ কি শোক; ফি বৎসর একটা না একটা আছেই।

---

৪৯ গীত।

রাগিণী—রামকেলি—তাল—আড়া।

দাশরায়ের সুর (আট আট সাজে মরে যাই পেম কর্‌লি কার সনে)

দুর্গে কেমন দয়াময়ী কিছু বুঝা গেল না। যেজন সাকার মূর্ত্তি ভাল বাসে, একবার তার আবাসে আগমন হল না। দুর্গোৎসব যে কলির অশ্বমেধ যজ্ঞ, এ জন্মে মা আমি হলাম না তার যোগ্য, এম্‌নি দুর্ভাগ্য;—হয়ে নির্দয় ভগবতী, (মাগো) লক্ষ্মী সরস্বতী, কার্ত্তিক গণপতি কেহই এল না। শৈশব কালে ঐ সব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে, কতই যে আনন্দ পেয়েছি অন্তরে, জা'ন অন্তরে;— তখন ধূলারি নৈবিদ্য, (মাগো) বিনে বগল বাদ্য, আমার সাধ্য আর কিছুই ছিল না। কষ্টে স্রষ্টে এখন কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করি, পঞ্চ ভূতে সে সব লুটে খায় শঙ্করী, বল কি করি;—পূর্ব্ব কর্ম্ম সূত্র ধরা, (মাগো) মহেন্দ্রকে মারা, মায়ের উচিৎ নয় মা হরললনা।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আরও কহিলেন; শুষ্ক বৃক্ষ যেমন ফল ফুলে সুশোভিত হয় না তেমনি শোক সন্তপ্ত কিম্বা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির চিত্তে কোন উৎসবেই আনন্দ দান করিতে পারেনা। আবার শাখ কর্ত্তিত বদরিকা ইত্যাদি বৃক্ষ যেমন বসন্ত সুখানুভব করে না সেইরূপ প্রবাস বাসী পরাধীন পতির প্রণয়িনীও এমন আনন্দের দিনে নিরানন্দা। একেই বলে বেঁধে মারে সয় ভাল। একেই বলে থাকিতে বঞ্চিৎ।

ক্রমশঃ গ্রামে গ্রামে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। স্বর্ণকার গৃহে দিন রাত্র ঠুক্ ঠাক্ শব্দ—বাড়া বাড়ী চিড়ে কোটা ও ধান ভানার শব্দে কাণ ঝালাপালা। কুম্ভকারগণ প্রতিমা গঠনে ও চিত্রকরেরা নানাবিধ রঙ্গতুলি লইয়া প্রতিমা চিত্র করিতে প্রবৃত্ত হইল। পাঠশালার ছুটীর পর ছোট ছোট ছেলেগুলি, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, তীর্থ কাকের ন্যায়, সমস্তদিন কেবল পূজাবাড়ী আর ঘর যাতায়াত আরম্ভ করিল। বাজন্দার পাড়ায় সময় সময় ঢাক ঢোল ও সানাই ইত্যাদির শব্দ শ্রবণ গোচর হইতে লাগিল। মেয়ে মহলে সুপারি কাটা, শলিতা পাকান, দেশলাই প্রস্তুত ইত্যাদি কর্ম্ম আরম্ভ হইল; কুলবালাগণ, কেহ বা নৌকা যোগে, কেহ পাল্কীতে, কেহ ডুলিতে ও কেহ বা গো শকটে একগ্রাম হইতে অন্য গ্রামে আসিতে লাগিলেন। কাহারও আগমনে বাটীতে ক্রন্দনের রব উঠিল; আবার কাহারও পদার্পণ মাত্রে গৃহ আনন্দময় হইল; তাঁহার ক্রোড় হইতে শিশু লইয়া পরিজনেরা আদর ও মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন; কেহ বা জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ যামিনী? এবার তোর সোনার চন্দ্রহার আর কাণ বালা হয়েছে দে'খ্‌ছি যে—ভাশুর দিয়েছে না ভাতারে দিলে? যামিনী অমনি ঘাড় হেঁট করে, একগাল মুচ্‌কে হেসে, উত্তর দিলেন—আবার কে দেবে —তিনিই দিয়েছেন। কর্ত্রী ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন—হাঁ যামন? শাশুড়ীতে এখন যত্ন টত্ন করেত? যামিনী অমনি মনসা মূর্ত্তিতে নথ শুদ্ধ মুখ ঘুরাইয়া কহিলেন—যত্ন না ক'রে কি করে! সবই যে এখন আমার মুঠোর মধ্যে! কর্ত্রী কহিলেন—তা হোক্ মা—তোমার সুখ দে'খ্‌তে দে'খ্‌তে আমি যেন মরি।

এ দিকে হালিসহরের শ্রীচরণ গাঙ্গুলী মহাশয়ের আর ছয় পত্নী, পিত্রালয় হইতে পতি গৃহে আগমন করিয়াছেন; নেপাল ও নেপালের বাপকেও

আনা হইয়াছে। কাহারও বাটীতে নবমীর বোধন চলিতেছে; ক্রমে অপর পক্ষের তর্পণ কার্য্য শেষ হইল; প্রতিপদের বোধনের ধুম পড়িয়া গেল। নিমন্ত্রিত আত্মীয় কুটুম্বগণ আসিয়া পূজা বাটীর শূন্য কক্ষ ও প্রতিবাসী-দিগের বহির্ব্বাটীর ঘর সমুদয় পূর্ণ করিলেন। যাঁহাদের অর্থের সাচ্ছল আছে তাঁহারা অক্লেশে আবশ্যকীয় নূতন বস্ত্রাদি খরিদ করিতে পারিলেন। যাঁহাদের ডাইনে আ'নতে বাঁয় কুলায় না, তাঁহারা কেহ বা পরিবারের গহনা বাধা, কেহ বা পুরাতন প্রাচীরের ইট বিক্রয় করিয়া, কন্যা, পুত্র ও জামাতা প্রভৃতির জন্য বস্ত্রাদি ক্রয় করিতে লাগিলেন। নিকর্ম্মা ও মূর্খ ভদ্রসন্তানেরা ধুতি চাদরের আশায়, ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের মন মন যোগাইতে লাগিল। চাকরাণী—শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা তত্ত্ব বহিয়া দু পয়সা পাবার প্রত্যাশায় সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহিণীদিগের খোষামোদ করিতে লাগিল; কাহাকে দেখিয়া কোন গৃহিণী কহিলেন—কি সৌরভীর পিসী—তুই ডুমুরের ফুল হয়েছিস্ নাকি? এতকাল কোথায় ছিলি? অমনি আর একটী স্ত্রীলোক কহিলেন, জান না জেটাই মা—কাযের সময় কাজি, কায ফুরালে পাজি। আমরা যখন বাড়ী সুদ্ধ প'ড়ে তখন তোমার সৌরভীর পিসীর চুলের টীকিও কেউ দেখ্তে পায়নি!

———

৫০ গীত।

রাগিণী—সিন্ধুভৈরবী—তাল—পোস্ত।

দাশরায়ের সুর (ঐ দেখ আসছে আয়ান বংশী বয়ান বন মাঝে)
সে আমার যেমন সুহৃদ, তেমনি আমায় ভাল বাসে। লাগ্‌লে
তার ময়লা পায়ে অম্‌নি আমার গায়ে ঘসে। দুঃসময় দে'খলে
আমার ডাক্‌লে কথা কয় নাক সে;—কিছু দোষ দেখলে পরে
পরের দিকে ফিরে হাসে। যতন করিয়ে যেমন মুসলমানে মুরগী
পোষে;—শেষে তার জবাই করে মাংস খায় তার অনায়াসে।

———

এ দিকে প্রবাসবাসী চাকরি জীবিগণ আপনাপন স্ত্রী পুত্রাদির জন্য নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কার ও সখের সামগ্রী সকল লইয়া ক্রমান্বয়ে এক এক দিন দুই একজন বাটীতে আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পুত্র কন্যার

উত্তম পরিচ্ছদ দেখিয়া কাঙ্গালের ছেলেরা মলিন বেশে তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইল; কিন্তু স্বভাবের এমনি গতি—বেশ ভূষায় ভূষিত হইলে, কি বালক, কি স্ত্রীলোক, কি যুবা ও কি বৃদ্ধ প্রায় অনেকেরই অন্তরে তমগুণের উদয় হয়; বাক্যের প্রণালী, চ'ক্ষের দৃষ্টি ও চরণের গতিতে যেন আদর গড়াইয়া পড়ে। মলিন বেশ ধারী আত্মীয় ব্যক্তিকে আপনার স্থানে তুমি, তুমির স্থানে তুই বলিতে ইচ্ছাকরে। রাজ পরিচ্ছদে দেখাদিলে পাছে ব্রজবাসীগণ ভীত ও লজ্জিত হন, এই আশঙ্কায় ভক্ত বৎসল ভগবান রাখাল বেশে তাঁহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। শ্রীফল পরিপক্ক হইলে যেমন কাক পক্ষীর তাহাতে কোন আশাই থাকেনা—প্রতিমা পূজা আরম্ভ হইলে, কুম্ভকার ও চিত্রকর ইত্যাদির যেমন আর ঠাকুর স্পর্শ করিবারও অধিকার থাকেনা; তেমনি সমপাঠী হইলেও সম্প্রতি দরিদ্র বালকদিগের যেন জাতি নষ্ট হইয়াছে—তাহারা আর সজ্জিত বালকের সঙ্গলাভ করিতে পারিতেছে না; কেহ দূরে দাঁড়াইয়া জড়সড় ভাবে কহিল, আমার পিসে মশাই আমাকে কাপড় দেবেন বলেছেন—কেহ বলিল গাঙ্গুলী মশাই বাড়ী এলে আমাকে কাপড়, আমার মাকে কাপড়—দেবেন। ধন্য গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়—এ জগতে আপনার মত মহাত্মারাই ধন্য। আপনার ঐশ্বর্য্য আছে কিন্তু মাৎসর্য্য নাই—দয়া আছে, নির্দ্দয়তা নাই—দান আছে অথচ যশের প্রত্যাশা রাখেন না—জন্মান্তরের কত পুণ্যবল থাকিলে যে তোমার ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী ও সদ্গুণ সম্পন্ন হওয়া যায় তাহা সেই চিন্ময় চিন্তামণি ভিন্ন আর কেহই জানে না।

---

৫১ গীত।

রাগিণী—অহং—তাল—একতালা।

দাশরায়ের সুর (এ যমুনা পারে, কে আনিতে পারে,
আমারা কুলের কুল বালা)

তোমার গুণপনা, আশ্চর্য্য কল্পনা, ভাবলেত আর জ্ঞান থাকেনা। হেরে হৃদয় হয় পবিত্র, জুড়ায় যুগল নেত্র, এঁকেছ বিচিত্র চিত্র নানা। (তুমি) দিলে, জীবন জলধরে, দুগ্ধ পয়োধরে, রবি শশধরের গুণ ধরে না;—মেঘে বিজলী বিহরে, (হরি হে) হেরে

প্রাণ শিহরে, অন্ধকার হরে অগ্নিকণা। জলে অনলের উৎপত্তি, জলেই তার নিবৃত্তি, ধন্য তব কীর্ত্তির নাই তুলনা;—জীবের, যে বিষে প্রাণ হরে, সেই বিষেই ত্রাণ করে, রত্নাকরে শোভে রত্ন নানা;—তুমি নিতান্ত নির্গুণে, (হরিহে) বাড়াও নিজগুণে, এমন গুণের সাগর আর হবে না। শোণিত্ শুক্র অভ্যন্তরে, সূক্ষ্ম মূর্ত্তি ধরে, দেহীর কলেবরে দেও চেতনা;—বাহ্য জগতের ভাব যেরূপ, দেহ মধ্যেও সেরূপ, অপরূপ কত কল কারখানা;—সে সব তত্ত্ব না করিয়ে, (হরিহে) বিষয় মত্ত হয়ে, মহেন্দ্রের মনের ভ্রম গেল না।

ক্রমে সাজওয়ালাগণ প্রতিমা-সাজাইতে আসিল। পুরোহিত মহাশয়রা পঞ্চম হইতে সপ্তমে কণ্ঠস্বর চড়াইয়া যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ শব্দে চণ্ডীপাঠ করিতে লাগিলেন। কোন বাটীতে প্রতি পদেই নহবৎ বাদ্য আরম্ভ হইল। একগ্রাম হইতে অন্য গ্রামে, এক পাড়া হইতে অন্য পাড়ায়, তত্বতল্লাস চলিতে লাগিল। শোকাকুলা রমণীগণ—বাবা কোথায় গেলিরে—দাদা কোথায় গেলেগো—একবার দেখা দিয়ে যাও—ইত্যাদি শব্দে সময় সময় কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। কোন কোন পাষাণ হৃদয় মহাপুরুষ হয়ত সেই রোদন ধ্বনিতে বিরক্ত হইয়া কহিলেন—মাগী দেখ্‌ছি ভারি বিরক্ত আরম্ভ কর্‌লে—দিবা রাত্র কেবল ভ্যান্ ভ্যান্ ভাল লাগে না; ও বেটীর জ্বালায় পাড়ায় তিষ্ঠান ভার! অমনি তাঁহার তোষামোদকারী কেহ হয়ত কহিল—দেখেছেন; ও বেটীর গলাটা যেন গাধা ডা'কৃছে—থানায় খবর দিলে হয়, তা হ'লে জব্দ হয়। যৌবন, অর্থ ও প্রভুত্ব, এই তিন একত্রিত হইলে কোন কোন ব্যক্তি যেন ধরাকে সরাখানা দেখেন, এই তিন যে চিরদিন কাহারও থাকে না, পোড়া অহঙ্কারে তাহা বুঝিতে দেয় না। অর্থের উষ্ণতা এতদূর তেজস্কর যে, তাঁহাদের আত্মরক্ত কেহ মরিলেও উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লজ্জা বোধ করেন; এবং অন্যের বেলায় ও পরস্পর ভিক্‌নেশ করেন। আবার শ্রীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মত এমন লোকও আছেন, যাঁহারা পর দুঃখে দুঃখিত হইয়া অর্থ ও বস্ত্রাদি দ্বারা গোপনে শোকার্ত্ত দরিদ্র দিগের উপকার করিয়া মানব জীবনের সার্থকতা

সম্পাদন করেন। পূর্ব্বজন্মের সাধন বল ভিন্ন মানুষ কখন দয়াবান হয় না। চাউল, ডাউল, গুড় ও নারিকেল প্রচুর পরিমাণে থাকিলে যেমন পল্লীগ্রামের গৃহস্থেরা সন্তুষ্ট থাকেন, তেমনি অর্থ, দয়া, ক্ষমা ও ইচ্ছা থাকিলে মনুষ্যের কিছুরই অভাব থাকে না; পূজা বাটীতে সকলেই প্রফুল্ল, আর শোকাতুর ব্যক্তি দিগের বাটীতে নিরানন্দের পরিসীমা নাই। ইহাকেই বলে— কাহারও সর্ব্বনাশ, কাহারও পৌষ মাস।

---

৫২ গীত।

রাগিণী—মুলতান—ভীমপলশ্রী—তাল—একতালা।

স্থর (ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে)

পতিত্ ভবন দেখে কেন প্রাণ বিদরে। একজন বিষয়ী, সুধায় সন্ন্যাসীরে। শুনে বিষয়ীর বাক্য, সন্ন্যাসী কয় মুর্খ, ইহার সূক্ষ্ম বুঝবে পরে। এই যে কলেবর, ব্রহ্মময়ীর ঘর, আছে এক নর, এর ভিতরে;—সে জন যে দিন চলে যাবে, উদাসীনের ভাবে, বুঝাবে সে মহেন্দ্রেরে।

প্রথম দৃশ্য।

হাবু ডুবু।

অদ্য শুক্ল পক্ষ প্রতি পদ তিথি; সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় একখানি পারানি নৌকা হাবড়ার ঘাট হইতে আট জন আরোহী লইয়া কলিকাতার পারে আসিতেছিল; অকস্মাৎ উত্তর দিক্ হইতে একখানি কলের জাহাজ দ্রুতগতিতে আসিয়া নৌকায় গায় ধাক্কা লাগাইয়া চলিয়া গেল—মাঝীরা বদোর বদোর শব্দে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া সন্তরণ দিতে লাগিল, আরোহীরা, মা দুর্গা রক্ষা কর বলিয়া জলে পড়িয়া প্রাণপণে প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—যিনি উত্তম সন্তরণে সক্ষম তিনি কষ্টে স্রষ্টে কিনারায় উঠিলেন—কেহবা—স্রোতে দেহ ভাসাইয়া অন্য নৌকায় আশ্রয় লইলেন। কিন্তু দুই ব্যক্তি আর উঠিতে পারিলেন না; যত চেষ্টা করেন, কে যেন তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্র ধরিয়া টানিতে লাগিল। উভয়ের মধ্যে একজন কিঞ্চিৎ স্থূলাকার, তিনি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। এদিকে সামান

সামাল শব্দ হইতে লাগিল; অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মাঝীরা তিন চারি খানি নৌকা লইয়া বিপদ স্থলে আসিয়া জলমগ্ন ব্যক্তিদ্বয়কে ধরিয়া টানা-টানি করিয়া অতি কষ্টে নৌকায় উঠাইল। দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তির তখন জ্ঞান ছিল; তিনি উঠিয়া বসিলেন; কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যক্তি প্রায় নিস্পন্দ হইয়া অৰ্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় নৌকায় পড়িয়া রহিলেন।

হায় বিধাতঃ! আজ না জানি কাহার সর্ব্বনাশ হইল; কোন পতি সোহাগিনী সীমন্তিনীর সীমন্তের সিন্দূরের বিন্দুর উপর তোমার কোপদৃষ্টি পড়িল।

পাড়ী দিবার সময় একজন মাঝী কহিল, এ মড়া বয়ে লা খানা খারাপ করা কেন, জলে ফেলে দেওয়া যাক্? দ্বিতীয় ভদ্র লোকটী কহিলেন —না বাবা—অমন কায কি ক'রতে আছে? দেখ না যদি বাঁচেন? তোমরা কিনারায় পৌঁছে দেও—আমি তোমাদের পুরস্কার দেবকন। রাত্র কাল হইলে, কিম্বা দ্বিতীয় ভদ্র লোকটী সঙ্গে না থাকিলে নির্ব্বোধ মাঝীরা হয়ত প্রথম ভদ্র লোকটীকে গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিয়া চলিয়া যাইত; কিন্তু পুরস্কারের আশায় সে সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া নৌকা লইয়া তারে পৌঁছিল এবং প্রথমোক্ত ভদ্র লোকটীকে গঙ্গার ঘাটে রক্ষা করিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট পারিতোষিক লইয়া প্রস্থান করিল।

একজন থানাদার আসিয়া কহিল, এ লাস থানামে লেজানে হোগা? দ্বিতীয় ভদ্র লোকটী তাহাতে উত্তর করিলেন—হাম্ ভাল ক'রকে দেখা, এনকা জান আবি হ্যায়। এন হামারা আপনা—এনকাস্তে যো কুছ্ করনে হোয় হাম করেগা?

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয় হয়—জনাপ নেই তামে লোকে লোকারণ্য; একটী অৰ্দ্ধ বয়সী স্ত্রীলোক উঁকি দিয়া দেখিয়া দ্বিতীয় ভদ্র লোকটীকে জিজ্ঞাসা করিল—

স্ত্রীলোক। কালী বাবু যে? একি! উনি তোমার কেউ হন নাকি?

কালী বাবু। কে—পিয়ারী? তুমি এখানে এসেছ—ভাল হয়েছে! ইনি কে তা পরে শুনবেকন—এখন শীগগীর পাল্কী শুদ্ধ বেহারা ডেকে দেও দেখি?

উচ্চৈঃস্বরে—পাল্‌কী বেহারা বলিয়া ডাক দিতে—বাহকগণ পাল্কী লইয়া আসিল।

কালী বাবু। (বেহারাদিগের প্রতি) এঁকে নিয়ে বাঁশতলার গলিতে পৌঁছে দিতে হবে—কি নেবে?

বেহারা। এক টঙ্কা দিতে হব।

কালী বাবু। আচ্ছা তাই হবে—নিয়ে চল? (পিয়ারীর প্রতি) দেখ পিয়ারী; ইনি আমার বিশেষ বন্ধু লোক—এখন বাসায় নিয়ে গিয়ে যাতে ইনি বাঁচেন, আমাদের দুজনকে যে রকমে হ'ক্ তাই করতে হবে? গঙ্গা পার হতে আমরা দুজনেই ডুবে গেছিলাম—মা দুর্গার ইচ্ছায় আমি বেঁচে গেছি—এখন ইনি বাঁচলে আমার বাঁচা সার্থক হয়।

---

৫৩ গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল জৎ।

বদনের সুর (নিশা গেল পোহাইয়ে প্রাণ নাথ এল না)

হরি নামের তরি খানা, আমার, মন কেন গে ধরনা। থাকৃতে আয়ুর বেলা এই বেলা, কর্ত্তব্য কায করনা। ডুবলে পরে মানুষ মরে সেটা মিছে ধারনা; দিয়ে, ভক্তি সাঁতার, পাপের পাথার, পার হতে কি পারনা। সোজা পথে চ'ললে পরে তুমিত মন মর না;—প্রাণ ধারণে, কি মরণে, হরি বই কেউ কারো না।

দ্বিতীয় ভদ্র লোকটার নাম কালীচরণ বিশ্বাস; পিয়ারী বেওয়া তাঁহারই রক্ষিতা—ভাগ্যে পিয়ারী সন্ধ্যাকালে গঙ্গা দর্শনে আসিয়াছিল তাই অনেক সুবিধা হইল। তাঁহারা উভয়ে পাল্কীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীতে আসিয়া পৌঁছিলেন; এবং পীড়িত ব্যক্তিকে একটী পরিস্কার শয্যায় শয়ন করাইয়া, একজন কবিরাজ ডাকিয়া রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন।

বৈদ্য। (নাড়ী ও হস্ত পদাদি পরীক্ষা করিয়া) এঁর প্রাণের ভয় নাই; তবে আমি যা বলি সেই নিয়মে শুশ্রূষা করা চাই—এই ঔষধ শীঘ্র সেবন করান হোক্—রাত্র দেড় কি দুই পরের সময় এঁর যখন জ্ঞান হবে—খানিকটা গরম দুদ খাওয়াবেন; এখন তলপেট আর নাভিতে কেবল

লবণের সেক আর ঝিনুকে করে একটু একটু গরম দুধ দেওয়া হোক্—ভাল করে একবার প্রস্রাব হলেই জা'নবেন যে, আর কোন ভয় নাই। জল চাইলে দেবেন না। কাল সকালে আবার দেখে আমি পথ্য ও অন্য ঔষধের ব্যবস্থা ক'রবো। এখন আসি (প্রস্থান)

শয্যাগত ব্যক্তি যে সন্তরণ জানেন না তাহা নহে ; গ্রহ বৈগুণ্য বশতঃ কিরূপে তাঁহার বস্ত্র জড়াইয়া গিয়াছিল, এজন্য তাঁহাকে এতদূর দুরবস্থায় পতিত হইতে হইয়াছে। পিয়ারী বেওয়ার বাটীতে পৌঁছিবা মাত্রেই তাঁহার ছিন্ন আর্দ্র বস্ত্র ছাড়াইয়া কালীবাবু তাঁহাকে শুষ্ক বস্ত্র পরাইয়া এবং উত্তম শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখিয়াছেন—রাত্র যত অধিক হইতে লাগিল পিয়ারী ও কালীবাবুর সেবা শুশ্রূষা এবং কবিরাজের ঔষধের গুণে ক্রমশঃ রোগীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হইতে হইতে জ্ঞান সঞ্চার হইল—জ্ঞান হইবা মাত্র, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মৃদু স্বরে কহিলেন—প্রস্রাব ক'রব—প্রস্রাব অন্তে—

রোগী। দুর্গা দুর্গা—মাগো—একি বিভীষিকা! হরিপ্রিয়ে? তুমি কোথায়? আজ তোমারই পুণ্যবলে এ যাত্রায় রক্ষা পেলাম। উঃ, মৃত্যু যাতনা কি ভয়ানক!

এই সময় রোগীর স্ত্রী হরিপ্রিয়ার মত একটী স্ত্রীলোক যেন রোগীর কাণে কাণে কহিল—ভয় কি তোমার—ভয় কি আমার; মা দুর্গা যে তোমায় কোলে করে বসে আছেন—তুমি মাকে দেখতে পাচ্ছ না? আমি যে দেখছি—তোমাকে নাকানি চুপানি খাইয়ে মাগী আবার হা'সছে—হ্যাদ্যা'খ! ও মাগী পাগল নাকি—হাসে কেন—বড় ভাল কায করেছে কিনা—তাই গোড়া কেটে আগায় জল ঢালার মত আবার কোলে ক'রে বসা হয়েছে—মাগীর বুঝি ছেলে পিলে হয়নি—তাই পরকে মেরে রঙ্গ দেখতে ভাল বাসে! যার উপর কেউ না থাকে তারে আবার শাসন ক'রবে কে?

৫৪ গীত।

রাগিণী—টোড়ী—তাল—কাওয়ালি।

মা তুমি তার কাছে জব্দ। যেজন, চরণ পাবার তরে করে মার মার শব্দ; দৈত্য রণে দেখে শুনে হয়েছে লোক স্তব্ধ ;—

(মাগো) সহজেতে হয়না কভু—ফণীর মণি লব্ধ। দুর্জ্জনের নিকটে তোমার খাটেনা প্রালব্ধ; (মাগো)—ভয় দেখালে বসন ফেলে, হও র'ণ লুব্ধ!

কালীবাবু। পিয়ারী? আর ভয় নাই। ভাগ্যে এমন জায়গায় এসে পড়েছিলাম, নইলে এঁকে বাঁচান ভার হ'ত। ঐ দেখ আস্তে আস্তে কি ব'লছেন। (রোগীর প্রতি) কি বলছেন? আমাকে চিন্‌তে পেরেছেন?

রোগী। কালীবাবু? আমি কোথায়?

কালীবাবু। আপনি আমার কলিকাতার বাসায় এসেছেন।

রোগী। উনি কে? আমায় বড় যত্ন কর্‌ছেন।

কালীবাবু। উনি আমার এখানকার পরিবার।

রোগী। আপনি আমার মেসো, আর উনি আমার মাসী।

পিয়ারী। আর দুদ্ খাবেন কি?

রোগী। দেও মাসী—তোমরাই আমায় বাঁচালে।

পিয়ারী। কালীঘাটের মা বাঁচায়েছেন।

রোগী। আমি মা কালীর পূজো দে'ব। (করজোড়ে প্রণাম) জলে থেকে আমায় তুললে কে?

জলমগ্ন হইতে কিনারায় উঠা, পিয়ারীর সহিত সাক্ষাৎ ও বাসায় আগমন প্রভৃতি ঘটনা কালীবাবু আনুপূর্ব্বিক সমুদয় রোগীকে শুনাইলেন রোগী, ঈশ্বরকে ও তাঁহাদের উভয়কে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

পৃথিবীতে পাপ ও পুণ্য উভয় শূন্য মনুষ্য সম্ভবে না। কি ধনবান, কি নির্ধন, কি উচ্চবংশীয়, কি নীচকুলোদ্ভব; অবশ্য কখন না কখন, কোন না কোন ব্যক্তির উপকারে লাগিতে পারেন। এজন্য যথার্থ জ্ঞানবান ব্যক্তিরা প্রাণান্তে কাহাকেও অনাদর কিম্বা ঘৃণা করেন না। অদ্য কালী-চরণ বিশ্বাস ও তাঁহার রক্ষিতা অঙ্গনার দ্বারা একটী বিদেশী ভদ্র সন্তানের যে উপকার হইল, তাহা তাঁহার যাবজ্জীবন স্পষ্টাক্ষরে স্মৃতিপথে অঙ্কিত থাকিবে।

রোগী। আমায় দেখছেন কে?

কালীবাবু। জোড়াসাঁকোর একজন প্রসিদ্ধ কবিরাজ দেখছেন। তিনি আবার কাল সকালেই আসবেন।

---

৫৫ গীত।

রাগিণী—ভৈরবী—তাল—মধ্যমান।

এখনো কি মায়া ঘুমের ঘোর ভাঙ্গল না মূঢ় মন তোর। এদিকে যে আয়ুর নিশি হয় ভোর। নাহি রূপ নক্ষত্র রাশী, মলিন হল মুখো শশী, পলাইলে প্রাণ প্রিয়সী, তখন কে ক'র্‌বে আদর।

নিশি প্রভাতে কবিরাজ আসিয়া রোগীর নাড়ী ও সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করিয়া কহিলেন—

কবিরাজ। এঁর আর কোন ভয় নাই, আজ মুসুর ডেলের কৎ আর দুগ্ধ দেবেন। খই, মধু আর কিশমিশ ও খেতে পারেন। আমার আর আসার আবশ্যক নাই। তিন্ চারদিন এঁকে কোন স্থানে যেতে দেবেন না। কি জানি নড়া চড়ায় শরীরে রস হয়ে জ্বর হতে পারে। কাল রুটী, পরশু অন্ন আহার করতে পারেন।

রোগীর উত্তরীয়, পরিধেয় বস্ত্রের অধিকাংশ, ছত্র, বিনামা ও কএকখানি বস্ত্র সম্বলিত পুঁটুলিটী জলমগ্ন হইয়াছিল—কিন্তু সে কালের পাকা নিয়মানুসারে কটিদেশে একটী গেঁজলীর মধ্যে কএক খান মোহর, একখানি পাঁচশত টাকার নোট, একটী টাকা ও কতকগুলি সিকি আধলি ছিল, খুলিয়া দেখেন পূর্ব্বের ন্যায় উহা যেমন তেমনিই আছে—একটী মোহর কবিরাজ মহাশয়কে দেওয়া হইল; তিনি প্রসন্ন মনে প্রস্থান করিলেন। প্রয়োজনীয় বস্ত্র ও পথ্যাদি খরিদ জন্য কালী বাবুর নিকট কিছু টাকা দেওয়া হইল; কালী বাবুও সমুদয় দ্রব্য খরিদ করিয়া আনিলেন। এই রূপে চারি দিবস গত হইল, রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন।

রোগী। কালীবাবু? আমিত আর বিলম্ব ক'র্‌তে পারি না—পঞ্চমীর দিনে বাড়ী যাবার কথা ছিল—তা হল না—আদালতের কায তাও হল না—কাছারী সব বন্ধ হয়েছে—আজ বাড়ীতে না পৌঁছিতে পা'র্‌লে দেখছি পূজো পর্য্যন্ত বন্ধ হবে। তাই বলছি—আজ কালীঘাটে গিয়ে, মায়ের পূজো

দিয়ে আহারান্তে বাড়ী যাই। আপনাদের ছুজনকে কিন্তু আমার সঙ্গে ৺ কালীদর্শন ক'র্‌তে যেতে হবে ?

পিয়ারী। তা বেসত—চলুন না। তবে আমি আরও ভেবেছিলাম মহাষ্টমীতে তিন জনে এক সঙ্গে গিয়ে মা'কে দর্শন ক'রে আস্‌'ব ?

কালীবাবু। ওঁর বাড়ীতে যে পূজো, উনি কি আর দেরি করতে পারেন—এমনিই একদিনে হয়ত বাড়াতে সব ভেবে সারা হ'চ্ছেন।

পিয়ারী। হাঁ কালীবাবু ? এ বাবুটীত আজ ছ দিন এখানে এসেছেন; তা ওঁর নাম কি বাড়ী কোথায় কিছুই জান্‌তে পেলাম না ?

কালীবাবু। ওঁর নাম শ্রীচরণ গাঙ্গুলী মহাশয়; হালিসহরে বাড়ী; উনি একজন নিষ্ঠাবান, ধার্ম্মিক ও বিচক্ষণ কুলীনের সন্তান। ১০।১৫ হাজার টাকা ওঁর জমাদারীর আয়। যা বললে বু'ঝতে পা'রবে, লক্ষণপুরের জমীদার বামন দাস বাবু, আমি যাঁর মুক্তার, উনি তাঁর জামাতা। পিয়ারী ? তোমার বড় ভাগ্য যে তুমি ওঁর সেবা ক'র্‌তে পেরেছ—আর আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দেই যে ওঁর অসময়ে উপস্থিত থা'ক্‌তে পেরেছি।

পিয়ারী। আপনি লাবণ্যলতার স্বামী ? আমি সব শুনেছি—তা হবে না কেন—তোমার রূপ দে'খলে যে মুনিদেরও মন টলে—তা। তুমি যাবে যাবে ক'র্‌ছ—তা পাড়ার ছুঁড়ীদের একবার ডেকে দেখাই ?

কালীবাবু। এই মরে! দূব মাগী—উনি সে রকমের লোক নন—নাচারে প'ড়ে তোর বাড়ীতে এনে ফেলেছি—তাতেই লজ্জায় যেন আমার মাতা কাটা যাচ্ছে !

মুক্তার কালীচরণ বিশ্বাসের বয়ঃক্রম সম্প্রতি ৬২ কি ৬৪ বৎসর। জাতিতে কায়স্থ—নিবাস বীরনগরে; চেহারা একহারা, বর্ণ, শ্যাম বর্ণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উজ্জল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুটী তেজস্কর চক্ষু, গুম্ফ এত অধিক যে অধরের দশ অংশের এক অংশ দৃষ্ট হয়; নাসিকা নিখুঁত; ললাট প্রশস্ত ও সুগঠিত; মস্তকের মধ্যস্থল ও দুই পার্শ্ব কেশাবৃত। প্রতি পদের দিবস হুগলীতে কি আবশ্যক ছিল, এজন্য দুই জনে লক্ষণপুর হইতে হুগলী হইয়া কলিকাতায় আসিতেছিলেন; পথিমধ্যে এই বিভ্রাট।

পিয়ারী বেশ্যার বয়স ৫৫।৫৬; জাতিতে সদ্গোপ; চেহারা পূর্ব্বে মন্দ ছিল না—এখনও যে মন্দ তাও নয়। পিয়ারী বলে, তার শাশুড়ী বড়

গঞ্জনা দিত, তাতারে চুলের মুঠ ধরে ঠেঙ্গাত, তাই একুশ বৎসর বয়সের সময় সে মনের দুঃখে বিশ্বেস মশাইকে মুরুব্বি ধরে বেরিয়ে এসেছে। এ পর্য্যন্ত তাঁরই স্কন্ধে আছে—তবে তার আর কোন দিকে কুনজর আছে কিনা—না জানিয়া না শুনিয়া আমি একজনের মিথ্যা অপবাদটা কেমন করিয়া দিব। পাছে স্বামীর অকল্যাণ হয় এজন্য পিয়ারী এখনও সিঁদুর প'রে। সুন্দর মাসী সম্বোধন করায় বর্দ্ধমানের হীরা মালিনী যেরূপ দুঃখিতা হইয়াছিল, আমাদের গাঙ্গুলী মহাশয়ের মাসী সম্বোধনে পিয়ারীর যেন সাপে ছুঁচ গেলার মত হইয়াছে। সে এক গাড়ীতে মায়ের বাড়ীতে যাইতেছে বটে, কিন্তু যেন মন মরা, মন মরা। কে যেন তার কাণে কাণে ব'লছে পিয়ারী তুই ব্রাহ্মণের এতটা সেবা কর্‌লি সব যেন তোর ভস্মে ঘি ঢালা হ'ল। আর আমাদের গাঙ্গুলী মহাশয়ের অন্তঃকরণ যেন পাষাণ সম নিটুট ও নিশ্চল; চেহারায় যেন প্রকাশ করে বলছে—(ভুত আমার পুত, শাঁখিণী আমার ঝি; রাম লক্ষণ মাতায় আছেন কর্‌বি আমার কি)।

ক্রমে গাড়ী ৺ কালীঘাটে আসিয়া পৌঁছিল—তাঁহারা গঙ্গাস্নান ও পূজা আহ্নিক শেষ করিয়া ষোড়শোপচারে মায়ের পূজা দিলেন, এবং গঙ্গোপাধ্যায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া করজোড়ে মাকে কহিলেন—

৫৬ গীত।

রাগিণী—খাম্বাজ— তাল—তেতালা।

মদন মাষ্টারের সুর (কারে ভাল বাস বল শুনি)

কাছে এনে আমায় কাঁদাইওনা। (ওমা কালী গো) আমি যদি ভুলি তোমায় তুমি আমায় ভুলাইওনা। কোন দেশেতে জন্মেছিলাম, কোথা হ'তে কোথায় এলাম, তোমার কৃপাতে কালী তোমায় হেরিলাম;—দেশের মায়া ভুলে গেলাম, হেরিয়ে ঐ ত্রিনয়না। যখন আমার শৈশব কালে, পিতাকে গ্রাসিল কালে, সেই হতে মা সুখী আমি নই কোন কালে;—মহেন্দ্রের অন্তিম কালে কালের হাতে সুপিও না।

বাসায় প্রত্যাগমন কালে গঙ্গোপাধ্যায়, কালীবাবু ও পিয়ারীর জন্য উত্তম বস্ত্র খরিদ করিয়া আনিলেন। আহারান্তে কালীবাবুকে গরদের জোড় ও পিয়ারীকে একখানি গরদের শাড়ী ও একটী মোহর দিতে, তাঁহারা ত কিছুতেই লইবেন না; অনেক ঝুলো ঝুলির পর উভয়ে বস্ত্র গ্রহণ করিলেন; কিন্তু কালীবাবুর ইঙ্গিত অনুসারে, পিয়ারী মোহরটী কোন মতেই লইল না।

পিয়ারী। আপনার সঙ্গে যে সম্পর্ক দাঁড়াল, তাতে খেতে না পেলে বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হব।

শ্রীচরণ। আপনাদের গুণের কথা, আমি যত কাল বাঁচব, মনে থাক্‌বে। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুণ। তবে এখন আসি?

পিয়ারী। এস; দুর্গা দুর্গা। আবার যেন দেখা হয়?

কালীবাবু। আমার এরূপ অবস্থাতে আপনি কিছু মনে ক'র্‌বেন না? প্রণাম.

শ্রীচরণ। এই স্থানটী ছিল তাই এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম—আবার মনে করবকি; সে রাত্রে অমন বিপদের সময় কলিকাতার কোন গৃহস্থ আমায় জায়গা দিতেন? দায়ে প'ড়ে বেস বুঝ্‌লাম যে জগতে সব রকমই দরকার—মানুষের জীবনের ঘটনা স্রোতে যা দাঁড়ায়, তাতে দোষারোপ করা বিচক্ষণের কায নয়।

কালীবাবুও সেই দিবস স্বদেশ যাত্রা করিলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শোক তরঙ্গ।

যে দিবস হাবড়ার ঘাটে নৌকা ডুবি হয়, হালিসহরের রামেশ্বর রক্ষিতের জামাতা ভোলানাথ কুণ্ডু সেই নৌকায় ছিলেন; তিনি গঙ্গোপাধ্যায়কে চিনিতেন, কিন্তু গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহাকে চিনিতেন না। যে ছয় জন লোক অল্প আয়াসে বিপদে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, ভোলানাথ তাঁহাদের মধ্যে একজন। ভয়ে ভয়ে সন্তরণ দিয়া ভোলানাথের শরীর বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, এবং বস্ত্রাদি আর্দ্র হওয়ায়, তীরে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি আর বিলম্ব না করিয়া বরাবর একজন আত্মীয়ের আড়তে

আসিয়াছিলেন, পরে হালিসহরে তাঁহার শ্বশুরালয়ে পূজা উপলক্ষে ষষ্ঠীর দিন প্রাতঃকালে আসিয়া বিপদ বৃত্তান্ত শ্বশুরের নিকট ব্যক্ত করিয়া, গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা জিজ্ঞাসা করাতে, তাঁহার শ্বশুর প্রভৃতি বিমর্ষ হইয়া পরস্পর মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিলেন।

রামেশ্বর। হ্যাঁ ভোলানাথ, বল কি ? তিনিও সেই নৌকায় ছিলেন ? কাল আসার কথা ছিল—আজ এখনও যখন তাঁর দেখা নাই—না জানি কি সর্ব্বনাশ হ'ল। না না—কথাটা ত বড় ভাল না। শ্রীচরণ গাঙ্গুলী অমুক হ'ল—একথা শোনার চেয়ে আমাদের মরণ ভাল ছিল। (রোদনে) আহা! গাঙ্গুলী; তুমি নাই। তেমন রূপ গুণের আধার অকালে অকূলে বিসর্জ্জন দিয়ে আমরা কি নিয়ে থাক্‌ব।

গয়া পাগলা। যে যাবার সে গ্যাছে—তার জন্যে কান্না কেন দাদা ? আজ হ'ল ছদিন—তার পর সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমীর দিন ঘাট কামান; তা হলে পূজোর মধ্যে আর শ্রাদ্ধের দিন নয়—ভালই হয়েছে— গাঙ্গুলী তুমি বেঁচে থাক—বেস বাগ বুঝে মরেছ। আমাদের ফলারটা বাদ যাবে না। হ্যাঙ্গ্যা'গ দাদা ? এখনকার কালে কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে বেড়ালে সে লোক কি আর বেশী দিন বাঁচে ?

রামেশ্বর। তুই চুপ কর গয়া—পাগ্‌লামি ক'র্‌লে আবার পায় বেড়ী দেব।

গয়া পাগলা। কেন আমি মন্দই কি ব'লছি—আমার কথা তো মা'দের ভাল লাগেনা—আষাঢ় মাসে আমার আট মাসের খুকীটে ম'ল—তোমায় কত ব'ললাম, দাদা, একটা বৃষ উৎসর্গ করে খুকীর কল্যাণে গাঁয়ের বামণ গুলি খাইয়ে দেও—তুমি তা কিছুতেই শুনলে না—কেন—টাকাত কেবল তুমি একা রোজগার কর নি—বাবা রেখে গিয়েছেন তাই বারবার চ'লছে।

রামেশ্বর। যা—বাড়ীর ভিতর যা—লুচি ভাজা হ'চ্ছে খেগে।

গয়া পাগলা। সত্যিইত—ঘিয়ের গন্ধ বেরিয়েছে। (প্রস্থান)

রামেশ্বর। হ্যাঁ ভোলানাথ ? তুমিত তাঁকে চিন্‌তে—তবে দুজন লোক ম'ল কি বাঁচ'ল—একটু বিলম্ব করে দেখে এলেই পারতে ?

ভোলানাথ। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়; একে ভিজে কাপড়, তাতে

আবার শীত ধরেছে—আমি আর দাঁড়াতে পারলাম্ না—যে করে বেঁচেছি তা ভগবান জানেন!

৫৭ গীত।

রাগিণী—ভৈরবী—টৌড়ী—তাল—জৎ।

সুর (মা যার আনন্দময়ী তারকি আবার নিরানন্দ)

দেহ যার ভাল নয় তারা, মন ভাল তার কিসে হবে। যেমন ঢুলীর খোল ভাঙ্গা ঢোল, তেম্‌নি ত তার বোল বেরবে। বায়ু পিত্ত শ্লেষ্ম তার, তিনটী তারে দেহ সেতার, (ও তার) একটা তার বে এক্কার হলে, সুতার কিরূপ সম্ভবে।

অগ্নিকে যেমন বস্ত্রাবৃত করিয়া লুকাইয়া রাখা যায় না, দুঃসংবাদও তেমনি চাপা থাকে না। ক্রমে হাকিমহলে সব রাষ্ট্র হইল যে, শ্রীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় নৌকা ডুবিতে মারা গিয়াছেন। গ্রামস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাঁহার শোকে হায় হায় করিতে লাগিল। কর্ম্মচারী রাজনারায়ণ মিত্র নিভৃতে গিয়া পুত্র শোকাতুর বৃদ্ধ পিতার ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—প্রতিবাসীগণ তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার বাটীতে পৌঁছিয়া দিল, আত্মীয় কুটুম্ব যে শুনিল তাহারই হৃৎকম্প হইতে লাগিল। জগদীশ্বর যে কি জন্য এই সর্ব্বগ্রাসী মৃত্যুর সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা তিনি ভিন্ন আর কাহারও বুঝিবার ক্ষমতা নাই। সকলে বলিল আজ হাকিমহলের চাঁদ জন্মের শোধ অস্তাচলে চলিল—সে চাঁদ আর উদয় হইবে না; আর এগ্রাম উজ্জ্বল করিবে না। শালগ্রাম ভিন্ন যেমন কোন পূজাই সিদ্ধ হয় না—তেমনি সকলে মনে করিল, শ্রীচরণ বিনা আমাদের অনন্য গতি। এমন প্রাণ কাঁদানে দুর্গোৎসবে প্রয়োজন কি—দেও—প্রতিমা আজ ষষ্ঠীর দিনেই বিসর্জ্জন দেও—ওবেটী রাক্ষসী, কিছুতেই উদর পূর্ণ হয় না; তাই ভাল ভাল মানুষ খেতে আরম্ভ করেছে; সময় নাই—অসময় নাই, ভক্ত নাই, অভক্ত নাই, কেবল মৎস্য জীবির মত মীন পেলেই হ'ল; জেলেরা তবু সময় সময় ছোট বড় বাছে—ওঁর কাছে সে বিচারও নাই।

৫৮ গীত।

রাগিণী—খাম্বাজ—তাল—একতালা।

বদনের সুর (এত সাধের বৃন্দাবন ; জানিলাম জানিলাম বঁধু বড় কঠিন মন)

এই কি তারা তোর উচিত। আশা দিয়ে জীবকে কর আশাতে বঞ্চিত্। (মাগো) মৎস্যধারী ধীবর যারা, চারা মীন মারে না তারা, তোমার হাতে পড়ে তারা, সদাই সশঙ্কিত্। (মাগো) আমাতে কি আমি ছিলাম, তোমার ইচ্ছায় যা হয় হলাম, আশীলক্ষ বার এলাম, শোক দুঃখের সহিত।

পৃথিবীতে সজ্জন হওয়ার যে কত সুখ তাহা একমুখে বলা যায় না; সুজন ব্যক্তি কর্মচ্ছলে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, আর জগজ্জনে তাঁর উপাসনা করে। যাহার হৃদয় সদ্ভাবে পরিপূর্ণ, বাক্য মধুময়, ও ব্যবহার নিষ্কল, তিনি পূর্ণ ব্রহ্মের আভাস বলিলেও বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। এক ব্যক্তির অভাবে গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তিই মনে করিতে লাগিলেন যেন তাহারই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। অনেকেই বাদ্য বন্ধ করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে অধিবাসের আয়োজন করিতে লাগিলেন—পাছে এই কুখবর গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটীর কেহ শুনিতে পায় এ জন্য কেবল চুপ্ চুপ্ শব্দ সকলেরই মুখে। পূজার অনেক দ্রব্য অনেকেরই সংগ্রহ করা হইল না—অনেক বাটীতে অসুরের কেশ, ভগবতীর খনা, সরস্বতীর বীণা প্রভৃতি পরাইতে ভুল হইল —প্রায় সকল বাটীতেই কার্ত্তিক গণেশ উলঙ্গ রহিলেন। ছোট ছোট ছেলেরা ভিন্ন রাস্তায় এক প্রকার যাতায়াত বন্ধ হইল। সুখ প্রাণীতে মহাপ্রাণী কাঁদে, বিপদ এমনি ভয়ানক ব্যাপার যে, অজ্ঞাতসারে ব্যথার ব্যথির প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিয়া মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় তাহাকে বিহ্বল করিয়া ফেলে। বিদেশে কাহারও পতি পরলোক গত হইলে হয়ত সে সীমন্তিনীর সীমন্তে সিন্দুর দিতে ভুল হয়, নয়ত হস্তের শঙ্খ আপনা হইতে ভাঙ্গিয়া পড়ে, অথবা মুখের মাছ বিড়ালে খায়। কেহ কেহ বা নিদ্রা-বস্থায় কুসপ্ন ও দেখিয়া থাকেন।

তৃতীয় দৃশ্য।

শ্রীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর।

১মা স্ত্রী। আমার যে কিছুই ভাল লা'গছে নারে! প্রাণ যেন বেরয় বেরয় ক'রছে। কাল আসবার কথা ছিল—আজ ষষ্ঠী—সন্ধ্যা উৎরে গেল—এখনও সে মানুষের দেখা নাই।

২য়া স্ত্রী। কি জানি দিদি—আমিও তাই ভাব্ছি—সাত আট দিনের মধ্যে এক খান পত্রও ত এলনা—তিনিত নিশ্চিন্ত থাকবার মানুষ নন—বিশেষ কাল তাঁর বাড়ীতে পুজো।

৩য়া স্ত্রী। এতক্ষণ লোকের বাড়ীতে নবৎ বাজে ঢাক বাজে—কৈ কিছুইত শুনছি নে।

৪র্থা স্ত্রী। পাড়ার একটী প্রাণীও ত আজ আমাদের বাড়ীতে আসছে না; এতক্ষন ও বাড়ীর মেয়েরা পাঁচবার আসে—শুভঙ্করী ঠাকুরঝী, সেই সকালে একবার এসে আর এ মুখো হ'ল না।

৫মা স্ত্রী। কি জানি কপালে কি আছে! আমার যে সর্ব্বশরীর কাঁপ'ছে। আর দাড়াতে পারছিনে।

৬ষ্ঠ স্ত্রী। ও দিদি বলিস কি। আমার যে মাতা কুটে ম'রতে ইচ্ছা ক'রছে। যার মুখ তাকিয়ে পৃথিবীতে থাকা—সে না জানি কি ক'রলে ও মা দুর্গা! তোমার মনে এই ছিল।

৭ম স্ত্রী। আবার দিন বুঝে মিত্তির ঠাকুরকেও যে দেখছিনে—ভাব গতিক ত কিছুই বুঝ্তে পারছিনে। ও দিদি; সে মুখ ভাবলে আমি যে আর থাকিনে।

৮ম স্ত্রী। হ্যাঁ দিদি? আমরা এমন কি পাপ করেছি যে সত্য সত্য পরমেশ্বর আমাদের সে ধনে বঞ্চিত ক'রবেন।

৯ম স্ত্রী। কপা'ল যে তেমন নয়—তাই কুট' গাছটা ন'ড়লে ও বোধ হয় যেন ডাকাত প'ড়ল—আর সুখে কায নাই—আস্তে আস্তে বিদেয় হতে পা'রলে বাঁচতাম—তা যম যেন আমাকে ভুলে গিয়েছে।

১০ম স্ত্রী। ও বোন! আমাদের কি মরণ আছে! অধ'ন্দের মেয়ে মানুষ জন্ম—তাতে আবার বামণের ঘরে এসেছি—কপালে এখন যে কত লাথাটি ভোগ ক'রতে হবে তা কে ব'লতে পারে।

১২শ স্ত্রী। —বাপ্‌রে। আমি। যা ক'রব—তা মনেই ভেবে আছি—যদি তাই ঘটে। তা মা গঙ্গা আছেন কাছে।

১৩শ স্ত্রী। ওরে তোরা চুপ্ কর—আর কেটে কটে মুণ দিসনে। মনে মনে মা দুর্গাকে ডাক—মধুসূদনকে ডাক—এমন দিনে চ'খের জল ফেলে তাঁর অলক্ষণ করিস্‌নে।

১৪শ স্ত্রী। (কর জোড়ে) ও মা—দুর্গা। আমি যে সাবিত্রীর মত বড় সাধ করে তাঁকে বিয়ে করেছি—মাগো। আমার মুখে চুণ কালী দিও না। লোক ধর্ম্ম হাসাই ও না। আমাদের হারাধন ঘরে এনে দেও। এই বছরেই বাসন্তী পূজো করে তোমাদের তিন জনের পায় সোনার নপুর দেব—গণেশের সোনার দাঁত গড়িয়ে দেব—কার্ত্তিকের হাতে সোনার তীর ধনুক দেব—তোমার বুক সমান চিনির নৈবিদ্য দেব—! কালীঘাটের মাকে জোড়া পাঁটা আর সোনার জিব, আরও বাবা নকুলেশ্বরকে সোনার বিল্লিপত্র দিয়ে পূজো দেব। হে লক্ষ্মী জনার্দ্দন—আমাদের ঘর আলোকরা ধন ঘরে এনে দেও, আমি তিন মাস স্বস্ত্যয়ন করাবো; তোমায় সোনার পৈতে আর সোনার ছত্র দেব।

সকলে ঐ—ঐ—ঐ—ঐ।

---

৫৯ গীত।

রা———তা——।

(মোহন দাসের কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর)

কার কাছে যাই, কারে বা সুধাই, কোথা গেলে পাই সে রতনে। অতি শত্রু যেন শোক না জানে; না পুরিতে সাধ, হরিষে বিষাদ, অকস্মাৎ, (হ'লে) শিরে বজ্রাঘাত সয়না প্রাণে। শশী অস্তে যায় আসে পুনর্ব্বার, কুমুদিনী হাসে নাশে অন্ধকার, যমালয় লোক গেলে একবার, দেখা যায় না আর এ জীবনে। মানুষ, প্রিয়জন আগে, মনের উল্লাসে, আশা পথ নিরখিয়ে; থাকে, চাতক পক্ষীর মত হয়ে;—আমরা ভাবি এক বিধি করেন আর, তিলে হয়ত হয় সর্ব্বনাশ আমার, এ সংসারের মাঝে যে ধন সারের সার, হারাইয়ে ধারা বয় নয়নে।

এ দিকে গঙ্গোপাধ্যায়ের যে ভার্য্যা বায়ুরোগ গ্রস্তা তিনি ৮ পূজা মণ্ডপের মধ্যে প্রতিমার সম্মুখে উপবিষ্টা হইয়া অনবরত দেবীকে প্রণাম করিতেছেন আর মৃদু মৃদু স্বরে কহিতেছেন—

হরিপ্রিয়া ১১শ স্ত্রী আপন মনে।—হ্যাদ্দ্যাখ মা—প্রাণের কথা তোমাকেই বলি—আমার মাতা খাও—কাউকে ব'লবে না—সে বড় সর্ব্বনেশে কথা। দূর পাগ্‌লী আমি কি তোর মত পাগল? বিশ্বাস করে একটা গোপন কথা ব'লবি তাই আবার লোকের কাছে আমি বলে বেড়া'ব —আমি তেমন বাপের বেটী নই। তা সত্যি—তোমার এক বাপের পাতরের শরীর, আর এক বাপ ছাগল মুখো—যার বাপের কথা কইবার শক্তি নাই—সে মেয়েত মুখ চোরা। তবে বলি—সে দিন রাত্রে যে স্বপ্ন দেখলাম তুমিত সব জান—গঙ্গায় ডুবে গেছলেন—আবার ত উঠেছেন—তবে বাড়ী আসছেন না কেন? আমার যে বড় প্রাণ কেমন করছে—ইচ্ছা হচ্ছে ডুকরে কাঁদি—তা পারছিনে—পাছে তোমার পূজোটা বন্ধ হয়, আর সেই ছেলে দুট ভয় পায়। বলনা মা—কর্ত্তা বেঁচে আছেত— হ্যাদ্দ্যাখ —তোমার কাছে তোমার শিব ও যেমন—আমার কাছে আমার সেই একরত্তি গুঁড়ো ও তেমনি—তুমি কি তা বোঝ না—অবিশ্যি বোঝ! আঃ পোড়ার দশা। আমি কার কাছে কাঁদ্‌রে মর্‌ছি—উনি যে পাষাণী। (রোদনে) উঁ—উঁ—উঁ আমার বাপ নাই—ভাই নাই—এক বুড় মা বই আর কেউ নাই—যে বিয়ে করেছে সে কোথায় গেল—তার ঠিক নাই —(উচ্চৈঃস্বরে) ও গাঙ্গুলী মশাই—গাঙ্গুলী মশাই ও গাঙ্গুলী মশাই? তুমি বাড়ী এস—আমার বড় প্রাণ কেমন ক'র্‌ছে। তোমায় না দেখে আমি যে আর থা'ক্‌তে পারছিনে। গাঙ্গুলী মশাই?

নেপথ্যে পুরোহিত। (মৃদুস্বরে) আর গাঙ্গুলী। উঃ (দীর্ঘনিশ্বাস)

পদ্য।

সাবিত্রী সমান ভার্য্যা ভাগ্যে ঘটে যার।
বিধাতা করেন তারে বিপদে উদ্ধার॥
মরা পতি বেঁচে গেল সতীত্বের গুণে।
বরিষিল শান্তি জল বিরহ আগুনে॥

চতুর্থ দৃশ্য।

হারাধন প্রাপ্তি।

নেপথ্যে শ্রীচরণ। (উচ্চৈঃস্বরে) পাগ্‌লী? হরিপ্রিয়ে? এই যে আমি এসেছি—ভয়কি?

নেপথ্যে মনোরঞ্জন। (উচ্চৈঃস্বরে) ঐ বাবা! এসেছেন।

নেপথ্যে অংশুমালী। (উচ্চৈস্বরে) আমি দাস্তি বাবা?

এই সময় অন্দর বাহিরে মহা কলরব উঠিল—যে যেখানে ছিল দৌড়িয়া আসিল। পাগ্‌লীর শরীরে যেন দ্বিগুণ বল হইল—সে গঙ্গোপাধ্যায়কে দুই করে বেষ্টন পূর্ব্বক দেবীর সম্মুখে ক্রোড়ে লইয়া বসিল—স্ত্রীগণ, আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতি সকলে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন প্রতিবাসী যে তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিল অমনি উর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া উপস্থিত হইল।

---

৬০ গীত।

রাগিণী—ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

সুর (আমার কি কাজের কথা নিজের উপর মাগী)

এস এস, হৃদয়ের ধন হৃদয় মাঝে রাখি। ভাল করে, নয়ন ভরে, বিধুবদন দেখি। থাক থাক কোথায় লুকাও, ত্রিভুবন অন্ধকার দেখাও, পলকে সুখ সাগর শুকাও, দিয়ে মোদের ফাঁকি।

১মা স্ত্রী। বলি এত দেরী হ'ল কেন? আমরা যে ত্রিভুবন আঁধার দেখ্‌ছি। পাখী হ'য়ে উড়ে যাবার নয় যে দেখে আ'স্‌ব। কেবল কাটা কউতরের মত ছট্‌ফট্‌ করে ম'র্‌ছি।

২য়া স্ত্রী। এইত—এক দণ্ড যাঁকে নিয়ে বিশ্বাস নাই—তাঁকে আবার দূর দেশে পাঠান। (রোদনে) প্রাণ যাবার নয় তাই বেঁচে থাকা; নচেৎ আমাদের কি আর থা'ক্‌তে আছে; সর্ব্বদাই প্রাণ যেন ত্রাহি মধুসূদন; সাত জন্মের মহাপাপ না থা'ক্‌লে আর মেয়ে মানুষ জন্ম হয় না।

শ্রীচরণ। আমি যে বড় বিপদে পড়েছিলাম, এ যাত্রায় যে বেঁচে এসেছি সেই আমার পুনর্জ্জন্ম।

লায়ণ। হ্যাঁগা কি হয়েছিল? শুনে গা যে কাঁটা দিয়ে উঠ'ল!

শ্রীচরণ। গঙ্গা পার হতে ডুবে গেছিলাম।

সকলে। ওমা সেকি! ওমা সেকি! কি সর্ব্বনাশ!

১মা স্ত্রী। ঠাকুর আর ঠাক্রুণের হাড় জুড়িয়েছে—আমরা অথ'দের তাই রয়েছি!

প্রতিবাসী। এ সর্ব্বনেশে খবর আর তোমাদের কে দেবে! আজ্ গাঁ শুদ্ধ লোক শুনে, সব হাহাকার ক'র্‌ছে—অনেকে শয্যে ধরা হয়ে পড়ে আছে—এবেলা অনেক বাড়ীতে হাঁড়ী চড়েনি—কেঁদে কেঁদে রাজ নারাণ মিত্রের স্বর ভঙ্গ হয়েছে—যাদের খেতে প'র্‌তে দিচ্ছেন, তাদের ত কথাই নাই—বোসেদের কাণা বুড়ী বুক্ চা'পড়ে চা'পড়ে মল—বদ্দিপাড়ার বুড়' বামণ ঠাকুর, মাতা কুটে কুটে রক্তা রক্তি ক'র্‌ছে!

শ্রীচরণ। আমার পৌছ খবরটা তাঁদের দিতে হবে যে?

প্রতিবাসী যুবকগণ। এই যে মশাই, আমরা যাচ্ছি।

শ্রীচরণ। আচ্ছা বাবা—শুধু খবর দিলে ত হবে না—এ বাড়ী থেকে কিছু কিছু খাবার নিয়ে যাঁদের খাওয়া হয় নি তাঁদের দিয়ে আসতে হবে যে?

যুবকগণ। যে আজ্ঞা—আমরা দিয়ে আসবকন।

১মা স্ত্রী। ব'য়ের কোলে থেকে উঠে ব'স—পাঁচজন এসেছে?

শ্রীচরণ। (গাত্রোত্থান) আমার কি আর লজ্জা শরম কিছু আছে: এবার বেঁচে উঠে যেন আর এক জন হয়েছি—হুঁশ নাই। (পুরোহিতের প্রতি) দেখুন ভট্টাচার্য্য মহাশয়? আমরা সময় সময় বলি বটে—প্রাণের জন্যে আবার ভয়টা কি—একদিন ত যাবেই—সেই সময় সরল বুদ্ধির লোকে ভাবে—ইনি কি মহাপুরুষ—জীবন থাক্‌তেই জীবন মুক্ত হয়ে বসে আছেন—ও হরি!—বয়েশ হ'লে আমাদের মুখে জেটামিটে খুব—কিন্তু কাযের বেলা আর একজন হয়ে বসি—মরেই ত—গেছিলাম—এত যে খাবি খেয়েছি তবু বাঁচ্‌বার সাধ যায়নি। তখন এম্‌নি হতে লাগ্‌ল যে কেউ যদি ধরে তোলে ত বাঁচি।

৬১ গীত।

রাগিণী—তাল।

গোপাল উড়ের সুর (কেন কর অনিত্য বিষয় সে ভাবনা)

সর্ব্বদাই প্রাণের জন্যেতে আমার যত ভয়। এ দেহের তরে তত নয়; হবে পঙ্কে পঙ্ক লয়। বল, জলবিনে সে জলধরে, রূপ দেখে কে আদর করে, প্রাণ বিনে কি কলেবরে কলোদয়;—বিনে প্রাণ দেহ শ্মশান ময়; মানব লীলা সাঙ্গ হলে, লুটায় অঙ্গ ভূমিতলে তখন, কাকে খেলেও মুখে কথা কবার নয়। অধর্ম্মের কর্ম্মফল সমুদয়; জন্ম জন্ম প্রাণ আমার একা প্রাণে কত সয়; দেহে থাক্‌লে হয়ত হরি নাম সে লয় (মানব), দিনান্তে করে পাপক্ষয়; (গাছের) অপক্ক ফল পতিত্ হলে, সে ফল যেমন যায় বিফলে, (পাছে) অকালে মহেন্দ্র বলে, তেমনি হয়।

পুরোহিত। আমি মলেই বাঁচি—এ কথা মুখে বলা সোজা—কিন্তু আশী বৎসর বয়সেও, মরণ কালে অনেকেরই প্রাণটা এম্‌নি করে—মলাম ত একেবারেই গেলাম—আর কিছুদিন বাঁচি ত ভাল হয়। নহুষ রাজা কি করে ছিলেন তাত জানেন—আবার রাবণের মা নিকষা বুড়ী, পুত্র পৌত্র সব হারিয়ে, শেষটা রামচন্দ্রের কাছে বর চাইলে—আমি যেন আর কিছু কাল বেঁচে থাকি। লোকে আশীর্ব্বাদ ক'রে—আগে বলে বেঁচে থাক। মলেই ত সব ফুরিয়ে গেল—এ জগতে বেঁচে থাকাই মূল—বিশেষ আপনার মত লোকের পক্ষে—আপনারা হলেন সংসার আটচালার শালের খুঁটী।

মনোরঞ্জন। দেখ! দেখ! পাগ্‌লী মা কেমন ক'রছেন! উনি অমন ক'রছেন কেন?

পুরোহিত। তাইত—ভূমি গেছেন—শীঘ্র জল এনে ওঁর মুখে চ'খে আর মাতায় বেস করে দেও।

কিয়ৎ কাল শুশ্রূষার পরে হরিপ্রিয়ার চৈতন্য হইল তিনি উঠিয়া বসিলেন।

আহ্লাদী। মূর্চ্ছা যাবে তার কথা—আজ পাঁচ দিনের মধ্যে পেটে

ভাত নেই - প্রায়ত দেখতে পাই পাতর শুদ্ধ এনে গরুর মুখে ধরেন—আমি একদিন বলেছিলাম হ্যাঁগা—ও কি ক'রছ—ভাত খাবে না—তা ব'ললেন—খুব খেয়েছি আর পেটে ধরেনা—আর যখন কেউ কোন ঠাঁই না থাকে, কেবল ঠাকুর ঘরে এসে টিপ্ টিপ্ করে মাতা কোটেন আর বিড় বিড় করে কি বকেন।

শ্রীচরণ। (স্ত্রীগণের প্রতি) একটা মানুষ খেলে কি না খেলে তা তোমরা দেখ না?

পাগ্‌লী হরিপ্রিয়া। না না—ওদের দোষ কি—ওরা আমাকে মায়ের পেটের ব'নের মত যত্ন করে। পাছে তোমার জলে ডোবার কথাটা গোল-মাল হয়ে যায়, সেই ভয়ে আমি ভাত নিয়ে চলে আসি—ওরা মনে করে আমি অন্য ঘরে বসে খাই: হ্যাঁগা? খাওয়াটাই কি বড়—(রোদনে) যে বারো মাস আমাকে—আমার মাকে খাওয়াচ্ছে, সে যদি জলে ডুবে খাবি খেতে লাগ্‌ল, ত—আমার মুখে ভাত ওঠে কি করে।

শ্রীচরণ। তুমি তখন কি করে জান্‌লে যে আমি ডুবে গেছিলাম।

হরিপ্রিয়া। কি ক'রে জা'নলাম সেই কথা বলছ—আমি স্বপ্নে দেখে-ছিলাম। হ্যাদ্যাখ—আমি যখন যা স্বপ্ন দেখি—প্রায়ই তা ঠিক্ হয়। সেবার তোমার জ্বর বিকার হতে—আমি এখানে এসে পড়লাম, সকলে ভাবলে, কি করে বুঝি খবর পেয়েছে—কিন্তু তা নয়—সেবারও এই বারের মত কুসপ্ন দেখেছিলাম, তা আর কাউকে বলিনি; এমনিই ত লোক পাগল বলে—তুমি সেরে উঠ্‌লে সেই ভাল—এত বলাবলির দরকার কি।

এ বারের কথা বলি—যে দিন বোধন আরম্ভ হয়, সন্ধ্যার কিছু আগে বড় আলিস্যি হল, তা আঁচল পেতে শুয়ে পড়লাম—ঘুমুচ্ছি আর স্বপ্ন দে'খছি—তুমি যেন গঙ্গা পার হতে ডুবে গেলে—তার পর কারা তোমায় ডেঙ্গায় তু'ললে—আর এক মিন্‌ষে তোমায় এক মাগীর বাড়ীতে নিয়ে গেল, চিকিৎসে হতে লা'গল—যেই তোমার জ্ঞান হ'ল, আর তুমি আমার নাম করে কেঁদে উঠ্‌লে—আমি বল্‌লাম ভয়কি তোমার, ভয়কি আমার; এই যে তুমি, এই যে আমি। হ্যাদ্যাখ, সেই দিন থেকে আমি তোমার কল্যাণে নব রাত্র করেছি—এ কদিন কেবল নারায়ণের চরণামৃত; তোমার পায়ক; খাই বইকি—না খেয়ে কি মানুষ বাঁচে—রোজ একটা করে

কাঁটালি কলা খাই। মনে ঠিক করে রেখেছি—পূজোর মধ্যে যদি তোমার খবর না পাই—কি যদি তুমি বাড়ী না এস—তা হলে, যেমন ঠাকুর বিসর্জ্জন হয়ে যাবে আমিও অমনি জলে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে ম'রব। (স্বামীর চিবুক ধরিয়া) হ্যাঁগা? বড় জল খেয়ে ছিলে—না—প্রাণটা তখন কি করেছিল। মরে যাই। বাছারে।

পুরোহিত। ওঁকে বাছা ব'লতে নাই—উনি যে তোমার স্বামী?

হরিপ্রিয়া। তা হোক্ গে—আমি অত ফার ফের বুঝি না।

পরে গঙ্গোপাধ্যায় নৌকা ডুবি হইতে আদ্য প্রান্ত সমুদয় ঘটনা সকলের সাক্ষাতে যথাযথ ব্যক্ত করিলেন; সকলে শুনিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন।

ভট্টাচার্য্য। দেখুন গাঙ্গুলী মহাশয়? ইনি বড় সাধারণ মেয়ে নন; আপনি যেমন মহাপুরুষ, ইনিও তেমনি সাক্ষাৎ মহামায়া: আমি অনুভব করি, পূর্ব্বজন্মে আপনাদের উভয়ের কি ভক্তি সূত্র ছিল তাই এ জন্মে একত্র হয়ে, পৃথিবীতে এসে মানুষকে মুগ্ধ করেছেন—ভাব গতিকে বোধ হয় আর বুঝি আপনাদের জন্ম হবে না!

হরিপ্রিয়া। পুরুত্ ঠাকুর কথাটা বড় মন্দ বলেন নি। হ্যাদ্যাখ? কাল রাত্রেও আমি একটী বড় আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখেছি—কালীঘাটের মা এসে যেন আমায় ব'লছেন ও পাগ্‌লী—আমিও পাগল—তুইও পাগল—তাই তোকে আমি বড় ভালবাসি—শোন—একটা কথা বলি শোন? জেলের হাঁড়ীর মত তুই সাত জন্ম তোর ঐ স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিস্—আর জন্মে তোর স্বামী যখন উঠনে পড়ে—আগে তুই খানিক আছড়া পিছড়ি করে কাঁদ্‌লি—তার পর মাছ ভাত খেয়ে, চেলি পরে, খানিক সিঁদুর কপালে দিয়ে, পান খেতে খেতে ব'ল্‌লি—আমি সহ-মরণে যা'ব। সেই কথা শুনে, তোর ছেলে মেয়ে গুলো—মা তুমি মরো না বলে, তোর পায় ধরে কত কাঁদ্‌তে লা'গল—তুই কোন মতে তা শুন্‌লি নে—আপন মনে—মড়ার সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে, সাত পাক দিয়ে, মড়ার উপর; মড়ার মত হয়ে রইলি—আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে দুট মানুষ পুড়ে ছাই হ'ল। তুই যার জন্যে এত কষ্ট করে আস্‌ছিস—আর কি আমি তোকে সে ধনে বঞ্চনা ক'রতে পারি; তুই ভাবিসনে—সে বাড়ী আস্‌বে—তোর সামগ্রী

তোকে এনে দিতে পারলে আমি সুখী হই। হ্যাদ্যাখ কর্ত্তা—মা যেন ডেকে কথা কয়—যেমন আমি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তোমায় ডেকেছি—আর অমনি তুমি এসে পড়েছ!

পুরোহিত। ওমা? তোমাদের মত মানুষের কাছেই মা আছেন—আমার মত নরাধম যারা, তাদের কি তিনি দয়া করেন?

৬২ গীত।

রাগিণী—বেহাগ—তাল—একতালা।

রমাপতির সুর (সখী শ্যাম না এলো)

আমার মা সেইখানে। যথা আনন্দ, মনে মুনি বৃন্দ, উন্মত্ত তত্ব মকরন্দ পানে। যে স্থানেতে বিবাদ বিসম্বাদ শূন্য, পুরুষ কি প্রকৃতি সর্ব্বদা প্রসন্ন, নিরন্তর নানা পুণ্যেরি নৈপুণ্য, প্রকাশিছে যথা বিবিধ বিধানে। কৃষকের সর্ব্বস্ব যথা জন্মে শস্য, দুগ্ধ পোষ্য শিশুর সুমধুর হাস্য, দিব্য জ্যোতির্ম্ময় সুন্দর সুদৃশ্য, দৃশ্য যে স্থানে; অখিল মোহিত করা কোকিল কণ্ঠস্বরে, ভক্তি পূর্ণ ব্যক্তির হৃদয়ো কন্দরে, গর্ভিণী রমণীর উদর অভ্যন্তরে, আর মা তার অন্তরে, মাকে যে জন মানে।

প্রতিবাসীগণের প্রস্থান।

রাজনারায়ণ। ঐ শুনুন—সমস্ত দিনের পর এখন পূজো বাড়ীতে সব ঢাক ঢোল সানাই বেজে উঠ্‌ল—বেলা এক পরের পর থেকে যে গ্রামে টুঁ শব্দটী পর্য্যন্ত ছিল না, ওঁর পৌঁছ সম্বাদ পেয়ে সকলে যেন বাঁচ্‌ল।

হরিপ্রিয়া। মাকে বাড়ীতে এনে আর শান্তি করা কেন—বাজ্‌না বাজাতে বলনা—ও দিদি? তোমরা শাঁক বাজাও না—উলু দেওনা? ভট্‌চার্য্যি মশাই? হরিলুটের বাতাসা উচ্ছুগ্য করে দিন—পাড়ার ছেলেরা রয়েছে কুড়ুবেকন।

শ্রীচরণ। বড় বউ? পাগ্‌লীকে কিছু দুদ কলা যা হয় খেতে দেও—ভুক্‌চানি লেগে মারা যাবে যে?

হরিপ্রিয়া। (সহাস্তে) বলে, যে এ'ল চষে, সে থাকল বসে, নাড়া

কাটার বাড়ার ভাগ। তুমি আর আমি! আগে তোমাদের খাওয়া হোক্‌—তার পর আমার যা হয় হবেকন—ক্ষুধা তৃষ্ণা কি আর আছে—তোমার পেয়ে সব ভুলে গেছি।

অধিবাসের সময় যে গ্রামে ঘণ্টার শব্দটী পর্য্যন্ত কাহারও শ্রবণ কুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই; গঙ্গোপাধ্যায়ের আগমনে, এখন সেই গ্রাম যেন প্রসন্ন সলিলে ভাসিতে লাগিল। চন্দ্র যেমন নক্ষত্র মণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া গগণ মণ্ডল উজ্জল করেন, সদ্গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরাও তেমনি অন্যান্য দশজনকে লইয়া সংসারের সুখ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। একজন মহাত্মা ইহধাম পরিত্যাগ করিলে, মনে হয় যেন একটী ইন্দ্র পতন হইল। প্রাণ বায়ু বহির্গত হইলে হস্ত, পদ ও ইন্দ্রিয়াদি যেরূপ অচল হয়, সাধুর অভাবে সেইরূপ অন্যান্য লোকের দুরবস্থা ঘটিয়া থাকে।

রাজনারায়ণ। ভাগ্যে মা দুর্গা রক্ষা করেছেন—নইলে কি হ'ত তা বলা যায় না—(পুরোহিতের প্রতি) দেখুন পুরুত ঠাকুর? যে সময় পড়েছে তাতে ওঁকে রেখে এখন আমি—ভালয় ভালয় বিদায় হ'তে পারলে প্রাণটা বাঁচে—আর কেন—বয়েস ত কম হয়নি, কি জানি চিরকাল রাম রাজ্যে বাস করে, শেষটা কপালে কি কেলেঙ্কারী আছে কিছুই ব'লতে পারি না। সময় সময় ওঁকে বলি—বলি আপনি একটু দুষ্ট হন—আপনার শান্ত ভাব দে'খলে আহ্লাদ হয় বটে, কিন্তু ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে যায়।

পুরোহিত। (উচ্চহাস্যে) মিত্র মহাশয় বড় প্রাণের কথাই বলেছেন—স্নেহের সামগ্রী বড় ভাল হলে; মনটা এমনিই করে বটে। যে, দুষ্ট হলে বুঝি অনেক দিন বাঁচবে।

গঙ্গোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র নেপাল আসিয়া গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রণাম করিল।

শ্রীচরণ। বেঁচে থাক বাবা—ভাল আছ ত?

নেপাল। আজ্ঞে হাঁ।—আপনার জন্যে আমার বড় প্রাণ কেমন করছিল।

শ্রীচরণ। এইত আমি এসেছি বাবা। যাও তুমি শোও গে।

নেপাল। আপনাদের সকলের ভাত বাড়া হয়েছে—আর পুরুত ঠাকুরজীর জল খেতে ডাকছেন। (প্রস্থান)

পুরোহিত, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, মিঠাইকর ও রাজনারায়ণ মিত্র প্রভৃতিকে

সঙ্গে লইয়া, গঙ্গোপাধ্যায় আহার করিতে গমন করিলেন। ভোজনান্তে সকলে আপনাপন লক্ষিত স্থানে শয়ন করিলেন।

এ দিকে মহিলাগণ, দাস, দাসী ও বাজন্দার প্রভৃতিকে আহার করাইয়া পরদিনের রন্ধনোপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্তা হইলেন—সে রাত্রে তাঁহাদের অনেকের আর নিদ্রা হইল না। হরিপ্রিয়া ও লাবণ্যলতা ইহাঁরা দুইজনে স্বামী সেবার্থে নিযুক্তা হইলেন।

১মা স্ত্রী। ও বউ—ও নেপালের মা? কিছু জল খাও—কেঁদে কেঁদে যে গলা ভেঙ্গে গেছে ওঠ।

নেপালের মাতা। ও দিদি—সেই দুখান রুটী খেয়ে, আমার পেট যেন গলায় গলায়—এক রত্তি কাঁচা জলও খাবার ইচ্ছে নাই।

১মা স্ত্রী। তা কি হয় দিদি—পূজো বাড়ী—কাল আবার কখন ছুট হবে তার ঠিক নাই ওঠ?

পঞ্চম দৃশ্য।

পূজারম্ভ।

ষষ্ঠীর নিশি—কাহারও নিদ্রায়, কাহারও বা অনিদ্রায় প্রভাতা হইল। পুরোহিতগণ প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন—চারিদিকে ঢাক, ঢোল, কাঁসর ও নহবৎ প্রভৃতি বাদ্য আরম্ভ হইল। পতি পুত্র শোকাতুরা রমণীগণ উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন—দশ হইতে বিশ বৎসর বয়স্ক বালক ও যুবকেরা—ওরে গগ্‌ণা ওঠ্‌না—ওরে হরে ওঠ্‌না—ও দাদা ওঠনা —বেলা হল যে—সব ফুল ফুরিয়ে গেল যে—কখন উঠ্‌বে বলিয়া, সাজী লইয়া—যে সে বাটীর প্রাচীর টপ্‌কাইয়া—ভাল ভাল পুষ্প সংগ্রহ করিতে লাগিল। কোন দুর্ব্বৃত্তা নারী, বস্ত্রালঙ্কার মন মত হয় নাই বলিয়া, সারা রাত্র স্বামীকে গঞ্জনা করিয়া, রাগে রাগে বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছেন। —এ দিকে গরিব স্বামী বেচারা—মা দুর্গা আমায় শীঘ্র শীঘ্র নেও যে বাঁচি বলিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক হুঁকা কলিকা লইয়া, প্রতিবাসীনী এক বৃদ্ধা পিসীর নিকটে গিয়া, দুঃখের কাহিনী জানাইতে লাগিলেন। পিসী উত্তর করিলেন—এখন কার বউ ঝি গু'লর উপায় হবে কি—এরা

দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যাদা বোঝে না ঐ বড় দুঃখ। বৎসরকার দিন কি অত অলক্ষণ করতে আছে—এই সময় সামিগ্রী!

পরামাণিকেরা নব পত্রিকা, বিল্লপত্র ও কুশাদি লইয়া পূজা বাটীতে প্রবেশ করিল। সধবা নারীগণ স্নান করিয়া কেহ বা ভোগের ঘরে, কেহ আঁইস ঘরে ও কেহ বা পূজা মণ্ডপে আপনাপন কর্ম্মে ব্যাপৃতা হইলেন। কোন প্রবীণাকে স্নান করিয়া আসিতে দেখিয়া কুড়ানী ধোপানী কহিল মা ঠেগ্‌রেণ—চারটী পেসাদ ঝ্যা'ন পাই—ঠাকুরুণটী বিরক্ত হইয়া মনে মনে কহিলেন, কি বালাই—সকাল বেলা—পরে প্রকাশ্যে কহিলেন—তা থাসকন্—এবার কিন্তু বাছা আমার টাকায় পাঁচ কুড়ি কাপড় কাচতে হবে—কুড়ানী কহিল—আর কেউ ঝ্যান না শোনে—ঠাকুরুণটী কহিলেন, আহা—তাকি ক'র্‌তে আছে—তুই গরিব লোক—যাতে দু পয়সা পাস্, তাই করা উচিত। কুড়ানী সুহৃদ বুঝিয়া উত্তর করিল—আপনার মত সকলের কি সে হিসেব আছে।

ক্রমে মৎস্য, তরকারী কদলীপত্র, পদ্মপত্র, পদ্মফুল, দধি, দুগ্ধ ও ছানা প্রভৃতি আমদানী হইতে চলিল—ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলি প্রতিমা দর্শন করিতে আসিল—মল, ঘুমুর ও গুজরী পঞ্চমের শব্দে লোক মোহিত হইল। গোয়ালাদের ১১।১২ বৎসরের একটী মেয়ে, তার কোলে একটা ছেলে, আর একটা তিন বৎসরের ছেলের হাত ধরিয়া, গাঙ্গুলী বাড়ীতে ঠাকুর দেখিতে আসিল—মেয়েটীর সিঁতেয় সিঁদুর দেখিয়া বুঝা গেল যে, তাহার বিবাহ হইয়াছে; ছুঁড়ী যেমন কালো, তেমনি তাহার শ্বশুর তাহাকে আদর করিয়া নীলাম্বরী শাড়ী দিয়াছে—পায় সরু সরু চারিগাছা মল—হাতে কালো চুড়ার কোলে মোটা দুগাছা রূপার ফাঁপা বালা, উপর হাতে, দুছড়া এক কোঁড়া রূপার ঝাঁপা তাবিজ—তাহার উপর আট নয় টাকা দরের এক রত্তি সোনার বাজু—দুই কাণে দুইটা সোনার টোপ্ ঝুমকা—নাকে একটী ঝিমুকে মুক্ত দেওয়া নথ—নলকটী বোধ হয় হারিয়ে ফেলেছে—যিনি চুল বেঁধে দিয়েছেন, তিনি যম রাজার মা কি মাসী তা জানি না—একে সটান সটান চুল, তাতে খোপাটা হয়েছে যেন সুমেরু পর্ব্বতের চূড়—দুই কাণের পাসে ঝাঁপটা যেন দুট সিঙ্গী মাছ ঝুলছে, অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই, কপালে আবার একখানা গুল পোকার টিপ্—নাক চোখ মন্দ না—। পুরোহিত

ঠাকুর মেয়েটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁরে তুই ঠাকুর দেখ্‌তে এসেছিস্? ও ছেলে দুটী তোর কে হয়? অমনি একগাল হাসিয়া উত্তর করিল, মোর ভাই হয়—তাহার হাসিতে দেখা গেল যে, অর্দ্ধ ইঞ্চি চওড়া মাড়ীর গায়, ছোট ছোট দাঁত গুলিতে আবার মিশি দেওয়া। (মোর) কথায় পুরোহিত বুঝিলেন যে এটী শুদ্রের কন্যা। অমনি কর্কশ কণ্ঠে ধম্‌কাইয়া কহিলেন তোরা এখানে কেন—ছুঁয়ে ফেলবি—যা, যা, বাইরে গিয়ে দাঁড়া। পুরোহিতের ধম্‌কানিতে তিন বৎসরের ছেলেটা প্রস্রাব করিয়া ফেলিল— আর চারিদিক্ হইতে বণ্ডা বণ্ডা ছেলেরা আসিয়া মেয়েটীকে বকিয়া ভেবা গঙ্গারাম বানাইল—ছুঁড়ীটাও ফুলকো মুখো হইয়া কাঁদিতে লাগিল, সেই সঙ্গে তাহার ভাই দুইটীও কাঁদিয়া উঠিল। তখন সকলের আদেশ মতে একটু গোময় আনিয়া সে স্থান পরিষ্কার করিয়া দিল—রাজনারাণ মিত্র কিছু খই মুড়কী ও পকান্ন আনিয়া মেয়েটীর অঞ্চলে দিলেন—খাবার পাইয়া ভাই ভগ্নীতে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

এমন আনন্দের দিনে, দক্ষিণ পাড়ার সামন্তদের সেজ বয়ের মুখে হাসি নাই—কারণ তাঁহার স্বামী তাঁহার বাধ্য নন—এজন্য তিনি সেই মনের কষ্টে দিন দিন যেন গলিয়া যাইতেছেন—তিনি বলেন, আমার দুটী ছেলে মেয়ে বইত নয়, তুমি তাদের ভাল করে খাওয়াও পরাও, তারা রাজার হালে থাকুক, এত লেঠা জড়ানর দরকার কি? কিন্তু অনামুখো মিনষে তা শুনে না—মিন্‌ষে বলে, ভালরে ভাল—ভাইপো ভাগ্‌নে এরা কি আমার পর—আমার ছেলে এক গণ্ডুষ জল দিলে যেমন আমার বাপ দাদারা পাবেন, ভাইপো ভাগ্‌নে দিলেও তাঁরা পাবেন, তার ভিতর স্বার্থ-পরতা ক'রলে ধর্ম্মে সইবে কেন? সেজ বয়ের কিন্তু সে সকল কথা ভাল লাগে না। কর্ত্তাটী ছেলেদের সকলের জন্য সমান বস্ত্রাদি আনিয়াছেন দেখিয়া সেজ গিন্নীর যেন মাতা কুটিয়া মরিতে ইচ্ছা হইল—তিনি মুখ ভার করিয়া ছল ছল চক্ষে নিকটবর্ত্তী এক জ্ঞাতি খুড় শাশুড়ীর নিকটে গিয়া ঘর জ্বালানী পর ভুলানীর মত আপনার দুঃখ জানাইতে লাগিলেন—খুড়্ শাশুড়ীও তেমনি ঘর ভাঙ্গানীর আঁদি—তিনি কহিলেন—তুই এক কর্ম্ম কর—ছেলে মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ীতে গিয়ে থাক, সেখানে খরচও দিতে হবে, আর তোকে এত অসৈলে সইতে হবে না। সেজ বউ উত্তর করিলেন,

ঠাকুরুণ, ভাল কথাই বলেছ : তুমি ভিন্ন এখানে আমার দুঃখ আর কেউ বোঝে না।

তাহার পর আর একটী ছেলে এক গাছি বেত ঘুরাইতে ঘুরাইতে ঠাকুর দেখিতে আসিল—পরিধেয় ঢাকাই. ধুতি খানি মাল কোঁচা মারা—গায় একটা সবুজ সাটিনের জামা, পায় চীনের বাড়ীর বিনামা, ১০।১১ বৎসরের এক রত্তি ছেলের মাতায় আবার টেড়ী কাটা—গায় গোলাপ জলের গন্ধ। ছেলেটী দেখিতে বেস সুশ্রী, কিন্তু স্বভাব এত চঞ্চল যে, তাহার গর্ভধারিণীকে গালি দিতে ইচ্ছাকরে—মুখে কেবল হ্যাট্, ব্যাট্, ক্যাট লেগেই আছে—মধ্যে মধ্যে দুই চারিটা বাঙ্গালা বুলিতে বুঝা গেল সে কলিকাতায় থাকে; গাঙ্গুলী মহাশয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; খগেন তোমরা কবে এসেচ? তাহাতে সে উত্তর করিল এই এলুম, কাল আসতুম তা বাবা ছুটী পান নি। একটী ভদ্রলোকের মুখে শুনা গেল যে, ঐ ছেলেটীর বাপ হ্যামিল্টনের বাড়ীর সর্ব্বে সর্ব্বা। পল্লিগ্রামের পাঠশালায় পড়া ছেলেগুলি খগেনের কাছে দাঁড়াইতে পারিতেছে না, যে তাহার নিকটে যায়—অম্‌নি ড্যাম, র‍্যাসকেল, ষ্টুপিড্ খায়। তবু হাবা ছোঁড়ারা (The monkey who has seen the world) বোকা মর্কটের মত বহুদর্শী বানরের সঙ্গ ছাড়িতে চাহে না। ছোঁড়াদের ভাব দেখিয়া এমনি বোধ হইতে লাগিল যে, খগেন তাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিলে তাহারা বুঝি চতুর্ভুজ হইবে—কোন কোন ছেলে এক দৃষ্টে তাহার বেস ভূষার দিকে নজোর দিতেছে—তাহার ভাব ভঙ্গি ও বোল চাল্ দেখিয়া ভাবিতেছে এ বুঝি রাজা নবকৃষ্ণের নাতি কিম্বা শাতু বাবুর সম্বন্ধীর ছেলে হবে।

পঞ্চ দেবতা পূজা, নব পত্রিকা স্নান ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি শেষ হইলে মহাস্নান আরম্ভ হইল—পাক তৈলো দকেন হ্রীং শ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। (একজন উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—ও ঢাকীরে থাম থাম; রাত্রে আরতির পর যত পারিস্ বাজাস্।) কুঙ্কুমো দকেন হ্রীং শ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। কর্পূর, শিলা, মাস ভক্তবলি, পদ্মরেণু, ধান্য, কাঞ্চন, রজত, গোরোচনা, মৃণাল, শ্বেত সর্ষপ, প্রবাল, মুকুতা প্রভৃতি দকেন হ্রীং শ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। ইত্যবসরে একটী টেড়ী কাটা ডেঁপো ছেলে তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া গিয়া, এক মুষ্টি ধূলা আনিয়া পুরোহিতের হস্তে দিতে গেল—পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন ও

কি? সে কহিল, বেশ্যার দ্বারের মাটী—তিনি কহিলেন কার বাড়ী থেকে আন্‌লি? সে তাঁহার কাণে কাণে কি বলিল আমরা শুনিতে পাইলাম না—পুরোহিত স্বক্রোধে কহিলেন, দূর নির্ব্বংশের বেটা—টের পেলে তোকে ঘানি গাছে ঘুর'বে। (নরমে) ও মাটী নয়রে, ও মাটী নয়—স্বর্গ বেশ্যার দ্বারের মাটী। ছেলেটা কহিল, আপনাদের সবই উড়ুট্টী—এমনি করে বুঝি লোকের বাড়ীতে পূজো করে বেড়ান হয়—মা ও তেমনি পূজো খান—কোথায় সাত সমুদ্রের জল—কোথায় স্বর্গের অমুকের দ্বারের মাটী—যা পাবার নয়—কেবল দকেন দকেন করে কায সারেন! পূজা সাঙ্গ হয় হয়, এমন সময় ভট্টাচার্য্য বিকট চীৎকার করিয়া কহিলেন—কৈ, ছাগ বৎস কৈ? অমনি ছেলেরা ৩টা পাঁটা আনিয়া হাজির করিল—কেহ কহিল, এখনই কুলপাতা খাওয়া বেরবেকন। গোয়ালাদের ছেলেটী মূত্র ত্যাগ করায় ভট্টাচার্য্যের তখন রাগ দেখে কে—কিন্তু এখন যে ছাগলের নাদি ও ছাগ মূত্রে পূজার ঘর পবিত্র হইল, তাহা তিনি অম্লান মুখে সহ্য করিলেন। বলিদান ও আরতি শেষ হইলে, যজ্ঞ সূত্রধারী বালক, বৃদ্ধ ও যুবকগণ, তৎপরে অবগুণ্ঠনবতী সধবাগণ ও সর্ব্বশেষে বিধবাগণ, অবস্থানুযায়ীক বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া, হ্যাঁরা মাগী, তুই কি লোক, হ্যাঁরা ছোঁড়া, তোরা কি জাত, আমায় ছুঁস্‌নে—বলিতে বলিতে আসিয়া অঞ্জলি দিতে লাগিলেন—অঞ্জলি দেওয়া হইলে অনেকেই রসকরা প্রভৃতি মিষ্টান্নের শ্রাদ্ধ করিতে বসিলেন—মা যদি সত্য সত্যই আহার করিতেন তাহা হইলে বোধ করি সুরথ রাজার আনলেই মায়ের পূজা বন্ধ হইত; ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরীর উদর পূর্ণ করা ত মনুষ্যের সাধ্য নহে।

পরে জানকী নাথ বন্দ্যো ১ খানা, সারদা চরণ চট্টো ১ খানা, মহেন্দ্র নাথ মুখো ১ খানা, সর্ব্বসুন্দরী দেব্যা ১ খানা, বিপ্রদাস গঙ্গো ১ খানা, ইত্যাদি রবে নৈবিদ্য—বিলি হইতে চলিল। ক্রমে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণেরা আসিতে লাগিলেন, ছেলেদের কাহারও পরণে বুলু দেওয়া কালাপেড়ে কাপড় ও স্কন্ধে জামদানার চাদর; কাহারও ধোয়া ধুতি চাদর; কাহারও উপনয়নের চেলি; কাহারও শ্বশুর দত্ত ঢাকাই ধুতি চাদর ইত্যাদি। বৃদ্ধগণও আপনাপন অবস্থা অনুসারে বেশভূষা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যজ্ঞ সূত্র ও চন্দনের দীর্ঘ ফোটার বাহারটাই

কিছু বেশী। সে সময় সহর বাসী কোন দাম্ভিক ধনবান ব্যক্তি সে স্থানে উপস্থিত থাকিলে, পল্লিগ্রামের ঐরূপ বীভৎস বেশধারী ব্যক্তিদিগকে জানোয়ার ভাবিয়া হয়ত মনে মনে কত ঘৃণা করিতেন; পরিচ্ছদে যে লোক সভ্য হয় না—ব্যবহারই সভ্যতার মুখ উজ্জ্বল করে, সে জ্ঞানত সকলের নাই।

একটী অশীতি বর্ষ বয়স্ক ব্রাহ্মণের দুরবস্থা দর্শনে গঙ্গোপাধ্যায় আর চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না; অনেকেই ভাবিল হোমাগ্নির ধূমে তাঁহার চক্ষে জলধারা বহিতেছে; কিন্তু তাহা নহে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে তিনি যত্ন পূর্ব্বক অন্য কক্ষে লইয়া গিয়া, তাঁহার অবস্থা অবগত হইয়া তাঁহাকে একটী গরদের জোড় পরাইয়া পুনরায় পূর্ব্বস্থানে আনিয়া বসাইলেন—বাস্তবিক সে ব্রাহ্মণের পুত্র কন্যা সম্প্রতি কেহই নাই—কেবল এক মাত্র বৃদ্ধা পত্নী, তিনিও জরা ও শোকাতরা—ব্রাহ্মণের পরিধেয় বস্ত্রখানি এত ছিন্ন যে, তাহাতে তাঁহার একেবারেই লজ্জা নিবারণ হয় নাই—উত্তরীয়ের অর্দ্ধভাগমাত্র স্কন্ধে ছিল। গঙ্গোপাধ্যায় ব্রাহ্মণকে আরও কহিলেন, কর্ত্তা? অনুগ্রহ করে আহারান্তে আমাকে দেখা দিয়ে যাবেন? ব্রাহ্মণগণ প্রথমে জলযোগ ও তৎপরে সকলে আহার করিতে বসিলেন—গাঙ্গুলী বাড়ীতে পোলাও, কালিয়া, পান্তুয়া, মতিচুর ও রসগোল্লা প্রভৃতি উচ্চদরের আহারীয় কিছুই নাই। উত্তম সামগ্রীর মধ্যে মহামায়ার মহাপ্রসাদ, আকিঞ্চন মৎস্য, শ্রদ্ধা রসকরা, যত্ন পায়স, সতর্কা বঁদে ও ভক্তি জিলিপি। যাঁহারা এই বাটীতে এই কয়েকটী মিষ্টান্নের তার বুঝিয়াছেন তাঁহারা প্রায় অন্য বাটীতে নিমন্ত্রনে যান না, অন্য আত্নীয়কে পাঠান। একবার এই বাটীতে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে আহারান্তে একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণ কুমার, আপনার পুরাতন ছিন্ন ছত্রের পরিবর্ত্তে, অপর এক ব্রাহ্মণের নূতন ছত্র লইয়া যাইতে ছিলেন; ছত্রাধিকারী তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে চোর বলিয়া আপন ছত্র কাড়িয়া লওয়ায়, তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া কহিলেন—এ বেটার বাড়ীতে নিমন্ত্রণে এসে আমাকে চোর হতে হল—আর মলেও কখন এখানে প্রস্রাব করতে আস্‌ব না। হরি হরি! একগাঁয় ঢেঁকি পড়ে, আর গাঁয় মাথা ব্যথা। চোর বল্‌লে একজন, গাল খেলে বাড়ীওয়ালা!

মূর্খ ব্রাহ্মণের রূঢ় বাক্যে বিরক্ত না হইয়া গঙ্গোপাধ্যায় কহিলেন—ঠিক্ কথাইত—আমাদের বাড়ীর ক্রিয়া উপলক্ষেই ত ওঁকে লাঞ্ছিত ও লজ্জিত হতে হল—এই কথা বলিয়া উক্ত অজ্ঞান ব্রাহ্মণকে একটী নূতন ছত্র ও দুইটী টাকা দিয়া সস্নেহে কহিলেন—ভাই—ভগবান যে কি ছলনায় কখন কার বাড়ীতে পদার্পণ করেন, তা যদি আমরা বুঝতে পারব তবে এত কষ্ট পাব কেন?

আহারান্তে পূর্ব্ব কথিত দ্বিজ, গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে এক জোড়া শাটী, এক জোড়া শাদা ধুতি' একখান উড়াণী নগদ ৫ পাঁচটী টাকা ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দিয়া কহিলেন, মহাশয়? মনে করিবেন যে আমিই এখন আপনাদের সন্তান, আজ হতে আমি আপনাদের ভরণ পোষণের ভার নিলাম।

গঙ্গোপাধ্যায়ের সততায় হর্ষ ও বিষাদে গললগ্ন কৃত বাসা হইয়া সাষ্টাঙ্গে মা দুর্গাকে প্রণাম করিয়া, ব্রাহ্মণ করজোড়ে কাতর কণ্ঠে কহিলেন—ব্রহ্মময়ী—মাগো—এ জন্মে যা হবার তাত হল—আবার যদি জন্ম হয়—দেখিস মা—আর যেন আমাকে অন্ন বস্ত্রের কষ্ট দিস না!

৬৩ গীত।

রাগিণী—রামকেলী—তাল—ঝাঁপতাল।

মধুকানের সুর (বলো তারে কারাগারে আর কত দিন রইতে হবে)

শূন্য হাতে পাঠালি মা কি করে চালাই শঙ্করী। অন্নপূর্ণা থাকৃতে মা তুই অন্ন বিনে আমি মরি। একে দেহ ভাঙ্গা কুঁড়ে, ছজনায় বসেছে জুড়ে, ইচ্ছা হয় হোম কুণ্ডে পড়ে, প্রাণ তেজে দুঃখ পাসরি। আমায় দিলেনা জ্ঞান পিপাসার জল, নাহি মিলিল ধর্ম্ম ফল, চির জীবন গেল বিফল, কিরূপে বল বল্ ধরি;—আশা ভরসা জ্ঞাৎ কুটুম্ব, রইল তারা নীর অম্বু, এ মহেন্দ্রের জীবন বিম্বু শুকালে সুখো জ্ঞান করি।

আহারান্তে ব্রাহ্মণগণ মিষ্টান্নের পুঁটুলি লইয়া তাড়াতাড়ি দরজার বাহির হইয়া পড়িলেন কিন্তু একটী বালক চীৎকার ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শ্রীচরণ। (বালকের প্রতি) তুমি কাঁদছ কেন? কেউ মেরেছে?

বালক। (কাঁদিতে কাঁদিতে) কাঙ্গালীতে আমার খাবারের পুঁটুলি ছুঁয়ে ফেলেছে। আমি একটা সন্দেশও মুখে দেইনি মশাই—দিদি খাবে বলে সব চাদরে বেঁধে নিয়েছিলাম, সে বিধবা মানুষ, এ খাবার ত খাবে না।

গঙ্গোপাধ্যায় মনে মনে ভাবিলেন, আহা! এই ১০।১১ বৎসর বয়স্ক বালকের কি সরলতা মিশ্রিত মায়ার শরীর! শিশুকাল হইতে এইরূপ সততার আশ্রয় পাইয়া বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি আপনার চরিত্রকে বিশুদ্ধ রাখিতে পারে; এ সংসারে সে নির্ধন হইলেও অনেকের নিকট আদরণীয়।

শ্রীচরণ। তোমার দিদির বয়েস কি? তিনি কত দিন বিধবা হয়েছেন?

বালক। মা বলেন, আমি এই দশ বছরের, আর দিদি আমার চেয়ে দুবছরের বড়।

বালকের কথায় গাঙ্গুলী আর সে গাঙ্গুলী নাই, অমনি ডব্ ডবে চক্ষু-দ্বয়ের কোনে জল আসিল—একবার বিসাদ নেত্রে মা দুর্গার বদন নিরীক্ষণ করিয়া অস্ফুট স্বরে কহিলেন, হ্যাঁমা—বারো বৎসরের বালিকাকেও তুমি যখন ছাড় না—তখন তোমায় আর কি বল্‌তে পারি—আর তোমার কর্ম্মফলের কপালে আগুন—এ সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি দেখে দেখে যে হাড় কালী হল। অভাগীর বেটী? তোমার হাত ধরা বলে কি বালক বালিকাদের নিয়েও নকড়া ছকড়া করতে হয়?

---

৬৪ গীত।

রাগিণী—মূলতান—তাল একতালা।

সুর (আত্মা সাধন সময়ে)

মা আর মারিস্ কেন বল। তোরকি, দয়া হয় না আমার দেখে চক্ষে জল। কালের দোষে যদি কুচরিত্র ঘটে, তুমি ত মা বৈদ্য-নাথের ভার্য্যা বটে, জ্ঞান তার ঔষধি, (মাগো, দুর্গে) সেবন করাও যদি, ব্যাধি উপশমে হই সবল। যেমন বলাও তেমনি

বলি, চালাও তেম্নি চলি, আপ্নি চলেনা এই দেহ কল ;—
চলাচল যদি হ'ত মম সাধ্য, তবে কি হইতাম বিপক্ষদের বাধ্য,
মহেন্দ্র তাই বলে, (মাগো, দুর্গে) সর্ব্বদা মার খেলে, স্বভাব
কি কখন হয় সরল ॥

পরে গঙ্গোপাধ্যায় বালকটীকে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন দিয়া এক জন লোকের সঙ্গে তাহাকে তাহার বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণ ভোজনান্তে স্ত্রীলোক, নবশাক ও তৎপরে কাঙ্গালী ভোজন আরম্ভ হইল—বলিদানের পরে, কাঙ্গালীদিগকে একবার তৈল ও জলখাবার দেওয়া হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদিগকে পরিতোষ রূপে আহার করাইতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। এ দিকে আরতির জন্য পুরোহিত ব্যস্ত হইলেন, ব্যস্ত হইবারই কথা—এত সামগ্রী সম্মুখে থাকিতে তিনি যেন চিনির বলদ হইয়া সমস্ত দিন অনাহারে বসিয়া আছেন—আরতি না হইলে ত তাঁহার শুষ্ক ডেঙ্গায় জল পড়িবে না। ক্রমে অন্দর ও বাহির হইতে ছোট বড় ছেলে মেয়ে ও অবগুণ্ঠনবতী রমণীগণ দলে দলে আসিয়া ঠাকুর দালানের ভিতর বাহির পূর্ণ করিল—কেবল মায়ের সম্মুখ পথে শ্রীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, পুত্রদ্বয়, ভ্রাতস্পুত্র ও কয়েক জন আত্মীয়সহ দণ্ডায়মান হইয়া মায়ের পাদপদ্ম লক্ষ্য করিয়া জপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে ঢাক, ঢোল, কাঁসর, সানাই, শঙ্খ ও উলু ধ্বনি হইতে লাগিল—(এ বাটীতে নহবৎ নাই) ধূপ, ধূনা ও গুগ্গুলুর গন্ধে সকলের মন মাতাইয়া তুলিল ; ভয়ে ও বিস্ময়ে দুই একটী কাচ ছেলে তাহাদের প্রসূতির ক্রোড়ে কাঁদিয়া উঠিল—কোন কোন স্ত্রী ঘোম্টার ভিতর হইতে একবার কার্ত্তিকের ও একবার গাঙ্গুলীর মুখ দেখিতে লাগিলেন—একটী সরল হৃদয়া বৃদ্ধা, মনের বেগ সামলাইতে না পারিয়া, স্পষ্টই গঙ্গোপাধ্যায়কে কহিল—ও বাবা ? তুমি কেন ময়ুরের উপর গিয়ে বসনা ? তোমার কাছে ও কার্ত্তিক কোথায় লাগে ! গঙ্গোপাধ্যায় (স্বহাস্যে) মনে মনে কহিলেন এই মুখে আগুন দিবে। পুড়িয়ে অঙ্গার হবে।

আরতি অন্তে প্রতিমা প্রণাম করিয়া প্রতিবাসী স্ত্রী পুরুষগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। মাকে জলপাণায় নিবেদন করিয়া দিয়া পুরোহিত

মহাশয় খানিকটা মিছরীর সরবৎ পান করিয়া আহারের যোগাড়ে গমন করিলেন—এ দিকে গঙ্গোপাধ্যায়ের পাগল স্ত্রী, পঞ্চ প্রদীপের ভাব লইয়া স্বামী পুত্রের কপালে দিতে লাগিলেন—গাঙ্গুলীও তাহাতে কোন আপত্তি না করিয়া পোষা পাখীর মত মস্তক বাড়াইয়া দিলেন; উহা দেখিয়া কোথা হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল; কে বলে এ ছেলেটা মাওড়া! আত্মীয় গণের মধ্যে কেহ কেহ মৃদুস্বরে বলা বলি করিতে লাগিলেন, এ ব্রাহ্মণের আর সব ভাল—কিন্তু বড় স্ত্রৈণ—অতখানি কিছু না! তাতে আবার এত লোকের সম্মুখে!

ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য লোককে শীতলি আহার করাইয়া গ্রামস্থ অসহায় ও অসহায়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীদিগের বাটীতে পুরি প্রভৃতি মিষ্টান্ন প্রেরণ করা হইল।

শ্রীচরণ। (দেবীর প্রতি করপুটে)

৬৫ গীত।

রাগিণী—তাল—একতালা।

মধুকানের সুর (এই লও চূড়া মোহন বাঁশী)

দুর্গে মা দুর্গতি হরা। এত নয় অসুর নাশ করা, যে দেখি চতুর্দ্দশ ভুবন আলো করা দশ করা। কি পুণ্যে ঐ দক্ষিণ চরণ, কেশরী করেছে ধারণ, শক্র হয়েও সার্থক জীবন; বাম চরণ পেয়েছে চোরা। পূর্ব্ব জন্মে দুর্গাসুরের কত পুণ্য ছিল, সেই পুণ্যে কি তেত্রিশ কোটা দেবের উদয় হল; এত দয়া করলে যারে, সেকি মা সমরে মরে, মা হারে কি অসুর হারে, ভেবে হলাম দিশে হারা। আপনি হলি সৃষ্টি স্থিতি সংহার কারিণী, সুরাসুর যক্ষ রক্ষ নরের ও জননী; (ও যাঁর) কটাক্ষে হয় লয় ব্রহ্মাণ্ড, তাঁর করে কেন শূলদণ্ড, মহেন্দ্র কয় একি কাণ্ড, পায় রেখে পাষণ্ডে তরা।

গঙ্গোপাধ্যায় ভক্তি সহকারে দেবীকে স্তব ও প্রণাম করিয়া আহার ও নিদ্রার্থে অন্তঃপুরে গমন করিলেন। সপ্তমী পূজা সাঙ্গ হইল।

সপ্তমী নিশান্তে চতুর্দ্দিকে বাদ্য ধ্বনি হইতে লাগিল। অদ্য মহাষ্টমী ও সন্ধি পূজা—মহাধূম—নরনারীগণ যেন ভক্তি রসে টল টল করিতেছে—কেহ কেহ বা প্রেম ও ভক্তি পূর্ব্বক ভৈরবী সুরে মা ভগবতীর গুণগানে প্রতিবাসীর হৃদয় আর্দ্র করিতেছেন—নিকটেই মা সুরধুনী—সুতরাং আবাল বৃদ্ধ অনেকেই প্রত্যুষে অবগাহন করিলেন। অনেকে আতপ তণ্ডুল, পক্ক রম্ভা ও শর্করা প্রভৃতি লইয়া মায়ের উদ্দেশে নিকটস্থ পূজা বাটীতে প্রবেশ করিলেন। যিনি শোকাতুরা. তিনিও অদ্য রোদন সম্বরণ পূর্ব্বক উঠিয়া বসিলেন—কারণ এমন দিনে অশ্রুপাত করিলে সে চক্ষের জল নাকি জন্মান্তরেও নিবৃত্তি হয় না। ইংরাজী শিক্ষিত যুবক দলের মধ্যে যাঁহারা মাস অন্তেও একবার গায়ত্রী জপ করেন না, অদ্য তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে লোক লজ্জার ভয়ে ও গুরুজনের খাতিরে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন—আবার তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা চৌদ্দপোর বাহিরে—অর্থাৎ দেব দেবী মানেন না, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত যুবকগণকে পরিহাসচ্ছলে কহিতে লাগিলেন—কিহে ভণ্ডতপস্বী—এত বিটকেলমী কেন? পেটে কিল মারলে যে এখনও রাম পাখী ডাকে—আবার কলিকাতার বাসায় চল এবার তোমায় চিৎকরে ফেলে আরো উচ্চদরের কিছু খাইয়ে দেব।

অদ্য দশ দণ্ড বই অষ্টমী নাই—এই অল্প সময়ের মধ্যে পূজা, বলিদান ও ভোগ সারা চাই কিন্তু প্রধান পুরোহিত মহাশয়ের এখনও দেখা নাই—পূর্ব্ব দিবস সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া রাত্রে খেচরান্ন প্রস্তুত করিতে গিয়া তাহাতে এত গব্য ঘৃত ঢালিয়া ছিলেন যে, সেই গুরুপাক দ্রব্য আহার করিয়া, শেষ রাত্র হইতে তাঁহার আর কাছা দিবার অবসর নাই—অনবরত পাইখানা আর ঘর করিতেছেন—পূর্ব্ব দিনের সেই ভেঁপো ছেলেটা সকলের সম্মুখে আসিয়া কহিল, আপনাদের পুরুত যে সিঙ্গে ফোঁকেন? তাঁর হয়ে এসেছে—পাইখানায় গিয়ে গিয়ে তাঁর আর হাতের জল শুকুচ্ছেনা; এই বেলা একখানা খাট আনিয়ে রাখুন?

গঙ্গোপাধ্যায় শুনিয়া শীঘ্র বৈদ্য ডাকাইয়া পুরোহিতের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া—স্বয়ং তন্ত্র ধারক হইলেন ও দ্বিতীয় পুরোহিত পূজায় বসিলেন। ক্রমান্বয়ে পূজা, বলিদান, ভোগ, আরতি ও তৎপরে সন্ধিপূজা

শেষ করা হইল। এই সময় কোন কোন বাটীতে বন্দুকের শব্দও শুনা গেল। পূর্ব্বে কেরাণীদিগের বড় মান ছিল—কি বিদেশে, কি স্বদেশে, ধনী কি নির্ধন সকলেই তাঁহাদিগের মর্য্যাদা রক্ষা করিত। সাহেবের প্রিয় পাত্রের পরিবার বলিয়া উচ্চশ্রেণীর কেরাণীগণের মেয়েদের ও স্ত্রী মহলে বড় খাতির। শাশুড়ী ব'য়ে ঝগড়া, ননদে ভাজের অকৌশল, মাগ্ ভাতারে অপ্রণয়, প্রভৃতি যে কোন মোকর্দ্দমা, তাঁহারাই ডিক্রী ডিস্‌মিস্ করিতেন—তাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধি শূন্য হইয়াও যাহা না বলিতেন, কাহার বাপের সাধ্য যে, তাহাতে হাঁ বলায়। সে কেলে হাবা মাগীগুলার ও কেমন কুবুদ্ধি, কেরাণীর স্ত্রী হইলেই যে তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হয় না এ জ্ঞান তখন অনেকেরই ছিল না।

আমাদের রসিক লাল বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় সাহেবের চাকরি করেন। বয়ঃক্রম ৪৮ বৎসর; পরিধান কালা পেড়ে ধুতি, গায় একটা গরুদের পিরান ও ঢাকাই মলমলের চাদর; বাম হস্তের অনামিকা অঙ্গুলিতে একটী হীরক অঙ্গুরী, বক্ষে একছড়া সুবর্ণময় শিকলী সম্বলিত একটী সোনার ঘড়ি, শ্যাম বর্ণে চেহারা খানি বেস ভাব শুক; তবে চক্ষের চাউনিটে যেন কিছু বিরক্ত: শুনিলাম গত বৎসর পূজার ছুটী পান নাই তাই বাড়ীতে আসা ঘটে নাই—কিন্তু আমরা তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না —কারণ ওরূপ হৃষ্ট পুষ্ট চেহারার লোকেরা প্রায়ই প্রথম রিপুর বাধ্য হয়, এ জন্য তাঁহার ছুটী লইবার তত প্রয়োজন হয় নাই। পাছে পিত্ত পড়িয়া অসুখ করে এজন্য সকাল সকাল চারটী আহার করিয়া গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটীতে আসিয়া একখানি চৌকিতে বসিয়া খট্ মট্ চক্ষে যে সে দিকে নজর দিতেছেন—অত বড় উচ্চ শ্রেণীর কর্ম্মচারীকে দেখিয়া কোথায় লোকের ভক্তি হইবে তাহা না হইয়া অনেকেই মনে মনে বিরক্ত হইলেন। অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলেই লোক ভদ্র হয় না ভদ্রতা সততায়। কেন বাবু এত বাড়াবাড়ী কেন—তুমিত ভুঁই ফোঁড়া ছেলে নও— তোমারো-ত মা মাসী আছে? অনবরত গোঁফে তা দেওয়া, মধ্যে মধ্যে ঘড়ি খুলিয়া দেখা ও নিজের পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি করা দেখিলে যে দর্শকদেরও লজ্জা করে। থেলো হুকায় তামাক টানিতে টানিতে বাবুটী মুখ সিঁটকাইয়া কহিলেন, কি জমিদার? এ কি, যাচ্ছেতাই তামাক—এমন

জিনিস কি কেউ পয়সা দিয়ে কেনে—আমাকে লিখ্‌লে খাস অম্বুরি তামাক নিয়ে আসতাম। গাঙ্গুলী উত্তর করিলেন—তাইত আপনার তামাক খাওয়াটা হল না—ওরে পান এনে দেরে?

ইত্যবসরে একটী সুসজ্জিতা সপ্তম বর্ষীয়া বালিকা আসিয়া শ্রীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ও আর একটী ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া কহিল—ও দাদা মহাশয় ও বাবা? এই দেখুন—দিদিমারা আমায় কত সোনার গয়না দিয়েছেন— আমি এ বাড়ী ছেড়ে আর যাব না!

মহাষ্টমীর দিনে একটী কুমারী বালিকার মুখে, আমি এ বাড়ী ছেড়ে যাব না—এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গঙ্গোপাধ্যায়ের সর্ব্ব শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া দুই চক্ষে দর দর ধারা বহিতে লাগিল—দুর্গা দেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে কহিলেন—মা? এসব তোমারই খেলা! এ নরাধমকে কত রকমে যে দয়া করছ তাত বলে উঠতে পারি না।

---

৬৬ গীত।

রাগিণী—তাল—একতালা।

সুর (মন চল নিজ নিকেতনে)

আমার, সম্মুখে রও শুভঙ্করী। ও রূপ, হৃদয় কক্ষে রেখে, জ্ঞান চক্ষেতে দেখে, চিত্ত, পটে চিত্র করি। ইড়া পিঙ্গলা আর সুষুম্না, রঙ্গগুলি, অগ্রেতে তোমার আঁক্‌ব পদাঙ্গুলী, নিমেষেতে তব মূর্ত্তি লব তুলি, ধৈর্য্য তুলি ধরি। তোমার প্রসাদে শিখেছি এ বিদ্যে, এঁকেছি যে কত দশ মহাবিদ্যে, ভক্তি পুষ্প আর শ্রদ্ধা রূপ নৈবিদ্যে কবে পূজ্‌বো সিদ্ধেশ্বরী; শুনেছি মা তুমি ঘট ঘটে পটে, সেই আশায় আমি আছি করপুটে, এ মহেন্দ্রে যেন অন্তে অকপটে, দিও চরণ তরি।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে গোবর্দ্ধনপুরবাসী সেই বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল; তিনি, তাঁহার স্ত্রী সাবিত্রী ও কন্যা সত্যবালাকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বদিনে এ বাটীতে আসিয়াছেন—অদ্য মহাষ্টমী উপলক্ষে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে গঙ্গোপাধ্যায় যথেষ্ট বস্ত্রাভরণে এয়ো ও কুমারী

করিয়াছেন ; এ সেই সত্যবালা স্বর্ণাভরণে ভূষিতা হইয়া গঙ্গোপাধ্যায় ও তাহার পিতা বিশ্বেশ্বরকে আসিয়া প্রণাম করিল।

রসিক বাবু। এ মেয়েটী কে?

বিশ্বেশ্বর আনুপূর্ব্বিক সমুদয় ঘটনা সকলের গোচর করিলেন ; রসিক বাবু শুনিয়া কহিলেন—শ্রীচরণ দাদা ? আমার বুঝ্বার ভুল হয়েছে—সামান্য একটু তামাকের জন্য আমি আপনাকে বিরক্ত করেছি—কিন্তু আপনার হৃদিগত সাত্ত্বিক ও পবিত্র বুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করা যার তার সাধ্য নয়। আমি পূর্ব্বে আপনার এরূপ সদ্ব্যয়ের কথা শুনেছি—কিন্তু সে কথা আমার তত স্মরণ ছিল না—যা হোক্ আপনি ধন্য, আপনার কীর্ত্তি কলাপ ও ধন্য—মানবকুলে জন্ম গ্রহণ ক'রে আপনার মত যে না হল, তার জন্মই বৃথা।

শ্রীচরণ। তুমিও যেমন রসিক বাবু—আমি আবার কিসের মানুষ, আমার ক্ষমতাটা কি—পাগলামিই হোক আর যাই হোক—এক রকম করেত দিন কাটিয়ে যাওয়া চাই ?

রসিক বাবু। না দাদা—আপনার ব্যবহার দেখলে অতিশয় পাষণ্ডেরও আক্কেল হয়।

পুরোহিত। সুমুখে বলা নয় ; ওঁর দান ধ্যানের প্রণালীই এক স্বতন্ত্র—দুর্গোৎসবের খরচ যত, আর বৎসর বৎসর এমন দিনে যে এয়ো কুমারী করা হয়—তাদের বস্ত্রাভরণ ও দক্ষিণাতেও প্রায় তত টাকা পড়ে—তা ছাড়া মাস মাস যে কত লোকের অন্ন বস্ত্র জোগান—কত লোকের যে দায় উদ্ধার করেন তা আর বলে উঠা যায় না—বিবেচনা যে কত তা বলতে গেলে একখানি বই লেখা হয়।

শ্রীচরণ। আপনারা দেখছি আমায় তাড়ালেন—পেঁচার কিচ্‌কিচনি শুনে আপনারা এত তারিফ করেন্ কেন ? (প্রস্থান)

পুরোহিত। রসিক বাবু—দেখলেন ত—লোকটীর যেমন দয়া তেমনি চক্ষুলজ্জা।

রসিক বাবু। তা বুঝেছি—ওঁর মত লোক ত আমি দেখিনি—ব্রাহ্মণ যে এত উচ্চমনা, আমি এতদিন তা জানতাম্ না।

ক্রমে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য লোক্কে আহার করান হইল—সাঙ্গ

কালে আরতির পর উপবাসী নর নারীগণ জল গ্রহণ করিলেন—নিয়মিত সমুদয় কর্ত্তব্য কার্য্য সাঙ্গ হইলে সকলে শয়ন করিলেন। অদ্য অষ্টমী পূজা শেষ হইল।

অদ্য নবমী পূজা—পূজা বাটীতে দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন—কারণ অদ্য বহু লোকের সমাগম হইবে! গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রধান পুরোহিত সুস্থ হইয়া প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানান্তে পূজায় বসিয়াছেন—পূজা ও বলিদান কার্য্য মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। সম্মুখ অঙ্গনে একটী চতুষ্কোণ বিশিষ্ট কূপ খনন করিয়া উহা কর্দ্দমাক্ত জলে অর্দ্ধ পূর্ণ করত বালক বৃদ্ধ ও যুবা সকলে একত্রিত হইয়া পরস্পরে সমবয়স্কের সহিত বল পরীক্ষা করিতে লাগিলেন—গঙ্গোপাধ্যায়ের একটী সমবয়স্ক শ্যালক, কর্দ্দমাক্ত কলেবরে তাঁহাকে দুই হস্তে বেষ্টন পূর্ব্বক রোদন স্বরে কহিলেন আহা!—ভাই তুমি গঙ্গায় ডুবে গেছিলে, আমি শুনে আর কেঁদে বাঁচিনে—এই বলিয়া সজোরে তাঁহাকে টানিয়া গহ্বরে আনিয়া, তাঁহার মুখ, মস্তক প্রভৃতি কর্দ্দমাবৃত—করিয়া দিলেন। তদ্দৃষ্টে গঙ্গোপাধ্যায়ের এক জ্ঞাতি ভ্রাতা খানিকটা ছাগমূত্র লইয়া তাঁহার দুই চক্ষে দিয়া কাঁদ কাঁদ ভাবে কহিলেন—সম্বন্ধী—তোমার বাপ মার আশীর্ব্বাদে দাদা আমার যখন বেঁচে এসেছেন, তখন আর—কাঁদ কেন ভাই চুপ কর। গঙ্গোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র আহ্লাদী চাকরাণীর ক্রোড়ে উঠিয়া এতক্ষণ আহ্লাদে করতালী দিতে ছিল—কিন্তু সে তাহার পিতার ঐ দুরবস্থা দর্শনে চীৎকার ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—বাবাকে মার্‌লে—বাবাকে মেরে ফেল্‌লে—ওঝি—চলনা—মাকে বলে দিইগে—মা এসে ওদের মারুক। পুত্রের—রোদনে গঙ্গোপাধ্যায় হাস্য করিতে করিতে তাহাকে শান্তনা করিতে আসিলেন—তাঁহার সেই ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনে অংশু পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। আহ্লাদী কহিল—কাঁদিস কেন—তোর বাবা যে! সে কহিল, দূল—বাবা কেন—ও যে জুজু—আমাল ভয় কয়ে। খোকার বাপ ও বানর, দুই ত এখন একসঙ্গে দেখিবার উপায় নাই, সুতরাং আহ্লাদী রোরুদ্যমান অংশুকে লইয়া তৎক্ষণাৎ অন্দর মধ্যে প্রবেশ করিল।

৬৭ গীত।

রাগিণী—খাম্বাজ——তাল—মধ্যমান ঠেকা।

মর হয়ে তুই এবার বানর হলি। (মন্ কি করিলি) বিষয় লাঙ্গুল বিস্তার করে—লালসা রূপ রম্ভা খেলি। শান্তি সীতা উদ্ধার তরে, এসে [illegible] লঙ্কাপুরে, পাপানল প্রজ্জ্বলিত করে, এ মহেন্দ্রের মুখ পোড়ালি॥

স্বামী পুত্র প্রভৃতির কর্দ্দমাক্ত কলেবর দেখিয়া অন্তঃপুর চারিণীগণের আর হাসির ঘটা দেখে কে। কাদামাটীর পরে সকলে স্নান করিয়া মহামায়ীকে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন—পুরোহিত মহাশয় ও হোম, দক্ষিণান্ত ও ভোগ উৎসর্গ প্রভৃতি কার্য্য একে একে সম্পন্ন করিলেন—কোন কোন স্ত্রীলোক আর্দ্র বস্ত্রে আসিয়া মা দুর্গার সম্মুখে হাতে ও মাতায় ধূনা পোড়াইলেন। পরে সকলের আহারের আয়োজন হইতে লাগিল—ব্রাহ্মণগণ, ওরে যদু কোথায় গেলি, ওরে মাণিক কোথায় গেলি—হাবা ছেলে এই দিকে আয়না—বলিয়া আপনাপন পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতিকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন—কদলী পত্র বাছাবাছির ধুম পড়িয়া গেল। কোন কোন ব্রাহ্মণ ১০।১১ ও ১২ ইত্যাদি বয়স্কা অবিবাহিতা কন্যা ইত্যাদি নিমন্ত্রণে আনিয়াছেন দেখিয়া তাঁহাদিগের পুত্রগণ দূরে দাঁড়াইয়া ক্রোধে আস্ফালন করিতেছে এবং পিতা যে নীচাশয়, চক্ষু ও মুখ ভঙ্গিমায় তাহা প্রকাশ করিতেছে। সে সময় পল্লিগ্রামে মৃত্তিকা পাত্রে জল পানের প্রথা ছিল না—সুতরাং নিমন্ত্রিতগণ অনেকেই এক একটী জল পাত্র সঙ্গে আনিয়াছেন; উহাতে দুই কার্য্য চলিবে—প্রথমে জলপান ও তৎপরে উদ্বর্ত্ত মিষ্টান্ন ও দধি ইত্যাদি গৃহ লক্ষ্মাদিগের জন্য লইয়া যাইতে পারিবেন। পায়সান্ন দিবার সময় একটী ব্রাহ্মণ কহিলেন উঁহু—আমার পাত মারা গেছে—এই ছেলটী ছুঁয়ে ফেলেছে—। সে ছেলেটী ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সকলের মুখ পানে তাকাইয়া কহিল—না মশাই—আমিত ওঁকে ছুঁই নি! তখন গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং সে ব্রাহ্মণটীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক, তাঁহার হস্ত ও মুখপ্রক্ষালনান্তে, অন্য স্থানে আর একখানি পাত করিয়া তাহাতে এক তিজল দধি ও তদোপযুক্ত মিষ্টান্ন দিয়া কহিলেন—বসুন মহাশয়—ব্রাহ্মণ

নব বৎস প্রসূতা গাভীর ন্যায় কোঁৎ কোঁৎ করিয়া উহা গিলিতে লাগিলেন। এদিকে সেই ছেলেটী আড়ে আড়ে দেখিতে লাগিল, আর মৃদুস্বরে কহিল, তুমি যেমন বেশী মোণ্ডা খাবার লোভে ছুঁয়ে ফেলেছে বলে মিথ্যে মিথ্যে আমার দোষ দিলে—আজ রাত্রে তোমার যেন বিছানা মাছুরে একাকার হয়!

ভোজনান্তে ব্রাহ্মণগণ উদ্গার তুলিতে তুলিতে প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য আহূত ও অনাহূত ব্যক্তিদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করান হইল। অন্তঃপুর মধ্যে মেয়ে খাওয়ানর সমান পরিদেবনা দেখিয়া একজন ধনাঢ্য গর্ব্বিতা গৃহিণী কহিলেন, এরা যে মুড়ি মিছরীর একদর করলে গা? মতির মালা আর কাঁসার পঁইচে কি এক দরে বিকায়? এরূপ অসহ্য বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া একটী ভট্টাচার্য্যের বনিতা কহিলেন—ও মা! মর্‌বার সময় কি ছোট, কি বড়, সকলকেই যে এক ক্ষুরে মাতা মুড়াতে হয়, এঁদের যে সে জ্ঞান আছে, তাই এঁরা সারপরতা করেন না—পয়সার মান পিঁপড়েয় খায়, আক্কেলের মান সঙ্গে যায়, তাও জাননা মা? তোমাদের গোষ্ঠীর তিন কুলের মধ্যে কেউ কি কখন কাঙ্গাল ছিল না?

সন্ধ্যার পর আরতি, জলপানীয় উৎসর্গ ও অন্যান্য নিয়মিত কর্ম্ম শেষ হইলে বৈঠকী গীত বাদ্য আরম্ভ হইল।

---

৬৮ গীত।

রাগিণী—বাহার—তাল—আড়া।

মধুকানের সুর (কে এলিরে আমার রতন মণি)

দীন বন্ধু দয়া কর দীনে। অধীনে. দেখ হরি সে দুর্দ্দিনে, দীন হীন কাঙ্গালের মত নয়ন যেন মুদিনে। শুনেছি সেই রত্নাকরে, লয়েছিলে রত্ন ক'রে, তাই বলি অধম কিঙ্করের, কে আছে আর তোমা বিনে। কালো ধলো আঁধার আলো তোমারি সৃজন; গরল বিনা শুধু সুধায় সুধাত কোন জন; কেবা তোমার অপ্রিয়জন, সময় অন্তে সব প্রয়োজন, তাই ভেবে দুর্ভাগ্যের ভাজন, করোনা এই ভজন হীনে। স্ব ইচ্ছাতে সংসারেতে আসি নাই আমি, কি জানি কি সাধে আমায় সং সাজাও তুমি; স্বীয়

কর্ম্ম সুত্র লয়ে, বিফলে দিন গেল বয়ে, মহেন্দ্র কয় কাতর হয়ে,
আর যেন ভবে আসিনে।

দেখিতে দেখিতে সুখ নবমী নিশি প্রভাতা হইল—সকলেরই অন্তঃকরণ যেন বিষাদে বিমগ্ন— মন প্রফুল্ল থাকিলে বাহ্য বস্তু ও প্রফুল্ল দেখায়—এত সাধের দুর্গা প্রতিমা অদ্য বিসর্জ্জন হইবে ভাবিয়া অনেকে প্রতিমাকে ও যেন অপ্রসন্না অনুভব করিতে লাগিল। এ দিকে পুরোহিত মহাশয় মায়ের পুজা—সাঙ্গ করিয়া বাসি অন্নের ভোগ নিবেদন করিয়া দিলেন—ওদিকে বিসর্জ্জনের বাদ্য ধ্বনি হইতে লাগিল— (চল ঠাকরুণ জলে চল ২) স্ত্রী পুরুষগণ, পুত্র কন্যা প্রভৃতি সহ শান্তিজল গ্রহণ করিলেন। গঙ্গোপাধ্যায় উচ্চৈঃস্বরে স্ত্রীগণকে—সম্বোধন করিয়া কহিলেন—ওগো ? তোমরা শীঘ্র শীঘ্র বরণ করতে এস গো ? খানিক পরে বার বেলা পড়বে। গাঙ্গুলী মহাশয় একাই এক সহস্র—তাঁহার চৌদ্দটী ভার্য্যা বেশভূষা করিয়া প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইলে, প্রতিবাসিনীদিগের আর বড় ঠাকুর দর্শন ঘটে না—এ জন্য পাড়ার অল্প মেয়েরা গাঙ্গুলী বাড়ীতে বরণ দেখিতে আসিয়াছে—কেহ কেহ কহিতেছে, ও বড় বউ—ও মনোরঞ্জনের মা ? তোমরা সব এস না—বাপ্‌রে—তোমাদের কি আর গয়না কাপড় পরা হয় না !

লাবণ্যলতা তাঁহার এক সোহাগের স্বপত্নীকে কহিলেন—থাক্ দিদি—আর জড়াও গয়না পরবার সময় নাই। দিদি কহিলেন—তুই হলি—আমাদের মধ্যে শ্রীমতা রাধা—সকলের টেক্কা—তোরে ভাল করে না সাজালে আমোদ হবে কেন—কর্ত্তা যে রাগ ক'র্‌বে ? আর তুমি বুঝি বৃন্দে দুতি ? দিদির উত্তর, তা হলেমই বা—বড়াই হবে কে ? কেন বড়াই আমাদের পাগলী দিদি। ঠিক্ বলেছিস বোন—ব্রাহ্মণকে নিয়ে যে চটক্‌। চট্‌কি করে—একটু লজ্জাও করে না।

ললনাগণ বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিয়া, বরণডালা, শ্রী ও পূর্ণপাত্র প্রভৃতি লইয়া শঙ্খ ও হুলু ধ্বনি করিতে করিতে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া দেখেন হরিপ্রিয়া অঞ্চলের দ্বারা প্রতিমার পদধূলি লইয়া কর্ত্তাটীর মস্তকে দিতেছেন—কর্ত্তাও যেন পোষা বিড়ালের মত আদরে গলিয়া যাইতেছেন—ভাগো বড় গৃহিণী আর কুমুদিনী প্রথমে মণ্ডপে প্রবেশ করিয়াছিলেন—তাই রক্ষে

—নইলে প্রতিবাসিনীরা অগ্রে কেহ আসিলে কি মনে করিত—জ্যেষ্ঠা স্ত্রী কহিলেন—যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়। বলি ও কি হচ্ছে—একেবারে মালিনীর ভেড়া হলে যে?

গঙ্গোপাধ্যায় চকিতে পর্দ্দার বাহিরে আসিয়া দাড়াইলেন—কোন রোগী যেমন কুপোথ্য চুরি করিয়া খাইয়া অম্লান বদনে অনাহারীর ন্যায় কবিরাজের নিকট কাতরতা দেখায়—গঙ্গোপাধ্যায়ও তেমনি অন্য লোকের সম্মুখে আর এক জন হইয়া দাঁড়াইলেন—যেন কত ভাল মানুষ, কিছুই জানেন না। এক সময় কোন ব্যক্তি কোন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এ জগতে গম্ভীর কে? তাহাকে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—আঁতুড়ে খোকা আর অতিশয় প্রাচীন বয়সে যাঁহার গৃহ শূন্য হইয়াছে তিনি গম্ভীর।

প্রতিমা ও বরকন্যা বরণের বাদ্য বড় মনোহর—সময় সময় অতি গম্ভির ব্যক্তির হৃদয়কেও যেন মাতাইয়া তোলে। গঙ্গোপাধ্যায় একটী বাঁধা হুকায় তামাক টানিতে টানিতে, মধ্যে মধ্যে গলা খাঁক করিয়া জ্যেষ্ঠা ভার্য্যার উলু দেওয়া ও বাউটী সুটের গহনা শুদ্ধ হাত নাড়িয়া বরণ করা দেখিতেছেন আর বহির্ভাগের নব্য তন্ত্রকে কহিতেছেন—এদের আর মরণ করা হয় না। অল্পবয়স্কা বিধবা রমণীগণ, প্রতিমার এক পার্শ্বে দাড়াইয়া বিরস বদনে বরণ দেখিতেছেন—আমোদে পড়িয়া তাঁহাদের মধ্যে কাহারো একটু স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, তিনিও—সধবাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারিতেছেন না—কারণ, পাছে লোকে মনে করে, (এখো নাচে ঢাকে, বিধবা নাচে তার সঙ্গে) দুষ্ট মেয়ে গুলি পুতুলের গহনার জন্য দুই এক খানা রাংকা চুরি করিবার পন্থা দেখিতেছে। সিন্দুর দিবার চোটে মা দুর্গার [illegible] চক্ষুটী একেবারে কাণা হইল—হওয়াই উচিত—কেন না ত্রিনয়ণী হইয়াও মায়ের চক্ষের মাত্রা নাই—গত বৎসর হয়ত এক বাড়াতে দস্তর মত পূজা খাইয়াও সে বাটীর কর্ত্তাটীর ঘাড় ভাঙ্গিয়া এ বৎসর সেখানে যাইবার পথ নিজেই বন্ধ করিয়াছেন—তাই বলিতেছি অমন চোখ্ খাগীর চক্ষু যাওয়াই ভাল। সন্দেশ ও পান খাওয়ানর ঘটায় সাত পুতুলের মুখ যেন ছানাবড়া খেগো ছেলের মুখ হইয়া গেল। প্রবীণার মধ্যে কেহ কেহ কহিলেন—ওরে অত করে দিচ্চিস কেন—মুখে একটু নাম মাত্র দিতে হয়—দেখ

দেখি—এমন সব হাসি মুখ, তোমা যেন কাঁদিয়ে দিলি—যত সব আনাড়ীর হাতে প'ড়ে মায়ের কেবল শাস্তি।

এ দিকে বহিরাঙ্গনে প্রাচীন ঢাকী নাচিয়া নাচিয়া বাবুদের সম্মুখে বত্রিশ রকম মুখ ভঙ্গিমা দেখাইয়া তালে তালে ঢাক বাজাইতেছে। রক্তবর্ণ, বড় বড় চক্ষুদ্বয় বিশিষ্ট ঝাড়ন গুঁফো সানাইদার, একখানা পুরাতন কালাপেড়ে ধুতি পরিয়া, মাতায় উড়ানী জড়াইয়া, গলা ও মুখ ফুলাইয়া, বাবুদিগের চক্ষের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাধ্যমত নিজের বাহাদুরি দেখাইতেছে। সেই তালে দুই একটী ছোট ছোট ছেলে নাচিতেছে, হাসিতেছে ও করতালী দিতেছে। বাজনার তালে উন্মত্তা হইয়া মহিলাগণের বরণ করিবার ঘটা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে—কাহার ও বক্ষস্থলের কাহারও মস্তকের বসন অদ্ধভাগ অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছে—তথাপি চৈতন্য নাই। ক্রমে সাত পাক দিয়া, ঠাকুরের পদ ধূলা লইয়া আপনাপন কন্যা ও পুত্রের মস্তকে দিয়া জল ধারা ছিটাইতে ছিটাইতে নারীগন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন—সময় বুঝিয়া বাজন্দারেরা বাজাইতে বাজাইতে অন্দরাঙ্গনে প্রবেশ পূর্ব্বক নানাবিধ রঙ্গিন বস্ত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হইল।

স্নানাহার সমাপনান্তে বেলা আড়াই প্রহর গতে প্রতিমা বিসর্জ্জনের উদ্যোগ হইতে লাগিল—বাহকগণ ধরাধরি করিয়া মাকে অঙ্গনে আনিল—টানাটানিতে দুই চারিখানা কল্কা, সরস্বতীর বীণা ও লক্ষ্মীর কাণের একর মুখ খসিয়া পড়িল—কার্ত্তিকের বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিটাও ভাঙ্গিয়া গেল। ধনুর্দ্ধারীর পক্ষে বৃদ্ধাঙ্গুলিই ধনুক ধারণের প্রধান উপায়—একলব্যের মত হইলে তাঁহার জাত ব্যবসাটী মাটী হয়—কার্ত্তিকের এ দুর্দ্দশা কেবল তাঁহার নিজের দোষে হইল—অত ভিড়ে একটু জড়সড় হইতে হয়—একেবারে বাবু সাজিয়া, বুক ফুলাইয়া বসিয়াছেন বলিয়া কি একটু সতর্ক হইতে নাই—অধিক অহঙ্কারী ও আত্মসারা ব্যক্তিরা কোন সভাস্থলে উপবিষ্ট হইলে আর যে কাহার ও বসিতে আছে এ বিবেচনা তাঁহাদের থাকে না—কেবল তাঁহারাই যেন সভার সর্ব্বে সর্ব্বা। সেই দোষে আমাদের ষড়ানন ভায়ার এত দুর্গতি।

মনোরঞ্জন ও নেপাল উভয়ে এক রকম কালাবতীর কাজ করা কিং-খাপের পোষাক পরিধান করিয়া প্রতিমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—

তাহাতে বোধ হইল, রাবণ বধের পর রাম লক্ষ্মণ বুঝি অযোধ্যায় আসিয়া পুনরায় দুর্গোৎসব করিয়াছেন। পরে রাজ নারায়ণ মিত্র, মনোরঞ্জন, নেপাল, জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের কএকটী পুত্র রাজ নারায়ণের দৌহিত্র ও জামাতা সকলে একত্রে একখানি বৃহৎ পান্সী নৌকায় উঠিয়া বাচ্ খেলাইতে আরম্ভ করিলেন—মাজীরা—মনোরঞ্জনকে কহিল—বড় বাবু! একখান নূতন কাপড় দিতে হবে—দেখ্বেন—সকলের আগে আমাদের না যাবে।

অসহায় প্রতিবাসীগণের পুত্র ও অন্যান্য নানা জাতীয় দরিদ্র ব্যক্তি, ৮।১০ জন আত্মীয় বন্ধু এবং পুরোহিত দ্বয়কে সঙ্গে লইয়া, কনিষ্ঠ পুত্রকে বক্ষে করিয়া, শ্রীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং একখানি বৃহৎ নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক, প্রতিমার নৌকার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন; তদ্দৃষ্টে তীরস্থিত নর নারীগণ ঠাকুর দর্শনের পরিবর্ত্তে এক দৃষ্টে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন, এবং অনেকেই তাঁহার দয়া ও সততার প্রশংসা করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, এমন লোকেরও আবার বিপদ ঘটে!

ক্রমে চতুর্দ্দিক হইতে অনেক প্রতিমা ও নানারূপ পরিচ্ছদ ধারী আবাল, বৃদ্ধ, বনিতার প্রতিবিম্ব জল মধ্যে পতিত হওয়ায় অদ্য জাহ্নবী দেবী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। কএকবার নৌকা চালনের পর সায়ং কালে সাধের প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া, গঙ্গাজল স্পর্শ পূর্ব্বক সকলে স্ব স্ব ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া পূর্ব্বাপর প্রথানুযায়ী, পাত্রানুসারে পরস্পর পরস্পরকে প্রণাম নমস্কার ও আলিঙ্গন করিলেন—এই শুভদিনে অনেকের বিপক্ষের সঙ্গে মিলন হইল—ভ্রাতৃ বিবাদ মিটিয়া গেল। শ্রী দুর্গা নাম লিখিয়া সিদ্ধি ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ভোজনান্তে শ্রীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার ভার্য্যাগণ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন—আমাদের পাগ্লী ঠাকুরাণী গললগ্নকৃতবাসা হইয়া তাঁহাকে ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া কহিলেন—আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমাদের তিন জনকে রেখে শীঘ্র শীঘ্র মর্তে পারি। অদ্য বিজয়া দশমী শেষ হইল; সকলে শয়ন করিয়া তিন চারি দিবসের কষ্ট দূর করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

আনন্দ।

দশমী নিশি প্রভাতান্তে একাদশী—অদ্য গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটীতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় ও একাদশী উপলক্ষে অনেককে জল পান করান হইবে—এজন্য প্রত্যুষেই তাহার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ আত্মীয় বন্ধু অনেকেই সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন—পরস্পর কথোপকথন চলিতেছে এমন সময় একটী বালক আসিয়া গঙ্গোপাধ্যায়ের পদধূলি গ্রহণ করিল, গঙ্গোপাধ্যায় তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন অপূর্ব্ব—ভাল আছ ত—তোমার মা ভাল আছেন—অতুল বাবুদের বাড়ীর সব মঙ্গল? বালক উত্তর করিল—আজ্ঞে সকলই ভাল। পরে গঙ্গোপাধ্যায় একজন ভদ্র লোককে কহিলেন—প্রসন্ন বাবু? যে ছেলেটীর কথা আপনাকে বলেছিলাম সে এই। প্রসন্ন বাবু অপূর্ব্বকে কহিলেন তুমি কাল সকালেই থানায় যেও—কাযে বসিয়ে দেব। গঙ্গোপাধ্যায়ের ইঙ্গিত অনুসারে অপূর্ব্ব, প্রসন্ন কুমার মুখোপাধ্যায় দারোগাকে প্রণাম করিল।

কিঞ্চিৎ পরে দুইজন প্রবীণ পারিষদ, একজন বরকন্দাজ ও একটী ভৃত্য সঙ্গে, লক্ষ্মণপুরের জমীদার বামন দাস বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁহার আত্মীয়বর্গ আসতে আজ্ঞা হউক বলিয়া তাঁহাদিগকে সম্ভাষন পূর্ব্বক উপবেশন করাইলেন—ভৃত্যে তাল বৃন্ত সঞ্চালন করিতে লাগিল—একজন তামাক দিয়া গেল।

বামন দাস বাবু তাঁহার জামাতাকে কহিলেন তোমার বিপদের কথা কালী বিশ্বাসের মুখে শুনে একবার তোমায় না দেখে থাকতে পারলাম না—পূজার চারদিন ত আসবার যো নাই—নিরঞ্জনের পরে চারটী আহার করেই নৌকায় উঠেছি—যাক্ ভাল আছ ত? বাড়ীর সব মঙ্গল? গঙ্গোপাধ্যায় কহিলেন এখন আমার শরীর মন্দ নাই—আপাততঃ বাড়ীর ও সব ভাল, বলিয়া শ্বশুরকে প্রণাম করিলেন।

বামন দাস বাবু কহিলেন—শীঘ্র তুমি আমার সম্মুখে বসে তোমার শাশুড়ীকে একখানা পত্র লেখ, যে তুমি ভাল আছ—নইলে স্ত্রী হত্যা হবে—কাল শুনে পর্য্যন্ত তিনি অন্ন জল ছাড়া হয়েছেন—তোমার হস্তাক্ষর না দেখলে কারো কথায় তাঁর প্রত্যয় হবে না। শ্বশুরের আদেশ মতে

গঙ্গোপাধ্যায় তৎক্ষণাৎ তাঁহার শ্বশ্রু ঠাকুরাণীকে একখানি পত্র লিখিলেন।

দেখ বাবাজী—বামন দাস বাবু জামাতাকে কহিলেন—দেখ বাবাজী আমার সঙ্গে এই যে দুটী ভদ্র সন্তান এসেছেন, এঁরা উভয়েই সঙ্গতিপন্ন গুণি ব্যক্তি—এঁদের দুজনারই প্রত্যুৎপন্ন মতি—এঁরা এমন সুরসিক যে, কথায় কথায় লোককে হাসান।

গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহাদের উভয়কে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদর করিয়া কহিলেন আজ বৈকালে এ বাড়ীতে ভাটপাড়া নিবাসী গোবিন্দ চন্দ্র যোগীর যাত্রা হবে—আপনারা এসেছেন, ভালই হয়েছে—বেস আমোদ হবেকন।

উভয়ের মধ্যে একজন কহিলেন, আপনি বল্‌লেন এ বাড়ীতে যাত্রা হবেকন—এ কার বাড়ী তাত বোঝা গেল না? গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার পরিহাস বুঝিতে পারিয়া উত্তর করিলেন—যিনি যতক্ষণ এখানে অবস্থিতি করেন এ বাড়ী ততক্ষণ তাঁরই। চিরদিনের জন্য কেউ ত ভোগ করেন না, সুতরাং কি করে বলি যে এ কার বাড়ী।

পরিচয়ে জানা গেল ব্রাহ্মণ দ্বয়ের এক জনের নাম সাতকড়ি রায় ও অন্যটীর নাম দীন নাথ চট্টোপাধ্যায়। কিঞ্চিৎ পরে বামন দাস বাবু তাঁহার কন্যা প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। স্নানাহার অন্তে পুনর্ব্বার সভ্যগণ সকলে সভায় সমাদেত হইলেন। ইতিমধ্যে গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র আসিয়া তাহার মাতামহ বামন দাস বাবুকে প্রণাম করিয়া কহিল, দাদা মহাশয়, কখন এসেছেন? দৌহিত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বাবু কহিলেন, দুরশালা—তোর গলা ভাঙ্গল কিসে? (জামাতার প্রতি) বাবাজী ছেলের বিয়ে দেবে কবে? এইত সময়—।

গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি একবার আড় চক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া, উত্তর করিলেন—অনেক সম্বন্ধত আস্‌ছে—আমার অভিপ্রায় যা, তা আপনাকে ব'লবকন।

বামন দাস বাবু। ও রায় মহাশয়? ও চাটুর্য্যে মহাশয়? এত ভদ্র লোকের সমাগম হয়েছে আপনারা থাকৃতে সভাটা জমাট হবে না?

দীননাথ চট্টোপাধ্যায়। মহা বিষুব সংক্রান্তির দিনে যদি চারটী পান্তা ভাত পাই ও ছাতুর বাবার মুখে.........।

সাতকড়ি রায়। যদি পূর্ণিমার চাঁদ যদি বারো মাস বজায় থাকে, ত দীনের চৌদ্দ পুরুষের মুখে………।

পাঠক মহাশয়—বুঝিলেন ত—সাতকড়ির অপভ্রংশ নাম ছাতু, আর দীন নাথের স্থানে দীনে। রসিকতার ছলে উভয়ে উভয়কে এরূপ ভাবে গালি দিলেন যে, কাহারো ব্যথিত এবং ক্রুদ্ধ হইবার কারণ রহিল না, অথচ সভাসদ সকলেরই আনন্দ বর্দ্ধন করিল।

ইত্যবসরে গঙ্গোপাধ্যায়ের একজন প্রজা একটী ছাগ বৎস আনিয়া উপস্থিত করিল।

দীননাথ চট্টোপাধ্যায়। (ছাগের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) এ যে দেখছি সাত কড়ি বাবুর মাতুলের সম্বন্ধী।

সাতকড়ি রায়। মহাশয় গো—আমার মামার সম্বন্ধী হলেন দীননাথ বাবুর মাসতুত ভগ্নীপতি, তা হলে ওঁর মেস মহাশয়ের কুল ক্রিয়াটা যে কত-দূর উচ্চ—তা ওঁর কথাতেই আপনারা বুঝে দেখুন।

দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ের একটি পরিচিত ভদ্রলোক তাঁহাকে দেখিয়া আহ্লাদে জিজ্ঞাসা করিলেন:——

ভদ্রলোক। কি চৌদ্দ পুরুষ? এখানে আবার কি মনে করে?

দীননাথ চট্টোপাধ্যায়। অথাদা থেকে এসেছি।

বামন দাস বাবু। (একটী বারাঙ্গনাকে গান শুনিতে আসিতে দেখিয়া জামাতাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন) ও বাবাজী—তোমার শাশুড়ী এখানে কেন?

শ্রীচরণ। রায় মহাশয়? কর্ত্তাকে বলুন—ওঁর দেখ্‌বার ভুল হয়েছে—ওটী যে আমার শালাজ্।

বামনদাস বাবু। দীন বাবু—পৃথিবীর বাজাই কি?

দীন নাথ। অহঙ্কেরে, মনগুমরে, ঠোঁট কাটা, পাত্‌ড়াচাটা; মিট্‌ মিটে, মিট্‌ খিটে, [illegible], লিংলেধে, খল ছ্যাঁচড়, পাকা ইঁচোড়, বোকা হাঁদা, হারাম জাদা, [illegible]।

এদিকে যাত্রাওয়ালাগণ যন্ত্রাদি লইয়া সভার বসিয়া টুং টাং, চুং চাং প্যাঁ পোঁ, তা কেটে ত্রে কেটে, তাধিন্ তাধিন্, করিতে লাগিল বাজনার

শব্দে অন্দর বাহির লোকে পরিপূর্ণ হইল—সীতার বনবাস-পালা আরম্ভ করিবার আদেশ হইল। প্রথমে নকীব আসিয়া গান ধরিল।

---

৬৯ গীত।

রাগিণী—তাল—তিওট।

গোবিন্দর স্বর (বৃন্দে দেখ্‌লি গোবিন্দের যে রূপ আচরণ)

ও মন, এ যাত্রায় সাজ একবার বিভীষণ। ত্যজ এই ভীষণ, মোহ ভগ্নাসন, মজ, তাঁর প্রেমে যাঁর নামে হয় যম শাসন। হয়ে, পাপ রাবণ রাহুর দাস, অন্তরে হয় না ত্রাস, (মূঢ় মন আমার) কখন, ক'র্‌বে গ্রাস, জীবন চাঁদের চাঁদ বদন। মনে জেন সার, অসার এ সংসার, ভজ সেই সীতাকান্ত সারাৎসার; নিলে, রামের নাম মৃত্যুঞ্জর, মর্‌বে পাপ লঙ্কেশ্বর, (মূঢ় মন আমার) হবে সর্ব্বেশ্বর, পাবে সুখের সিংহাসন।

বেলা চারিটা হইতে রাত্র একটা পর্য্যন্ত যাত্রা হইল—যাত্রাওয়ালারা যথেষ্ট টাকা পাইল—স্বয়ং বামন দাস বাবুই দুইশত টাকা দিলেন। গান ভঙ্গ হইলে সকলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জল যোগ করিয়া শয়ন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে বামন দাস বাবু, শ্রীচরণ বাবু ও তদীয় কএকটী ভার্য্যা অন্তঃপুর মধ্যে বসিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন।

বামন দাস বাবু। হাঁ, মেয়েটী সুলক্ষণা বটে—তবে বর্ণ একটু ময়লা মুখখানি বড় মন্দ না—তা হোক্ না—গরিবের মেয়ে, একটু যত্ন পেলেই শ্রীছাঁদ হবে—

লাবণ্য। রং আর কতই ফুটবে—আর একটু ফরসা হ'ত—আমার যেন মন খুঁৎ খুঁৎ ক'র্‌ছে—প্রথম ছেলেটীর বিয়ে দেওয়া—পাঁচ জনে দেখ্‌বে—এ যেন ঘট স্থাপনা করে দুর্গোৎসব করা হ'চ্ছে।

শ্রীচরণ। অষ্টমীর দিন মেয়েটী যখন মায়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌লে, (আমি এ বাড়ী ছেড়ে আর যাব না) সেই কথাটা সেই পর্য্যন্ত আমার

কাণে যেন বিঁধে রয়েছে—এমনি মনে হল সে সময় যে, মা দুর্গা যেন ঐ মেয়েটীর মুখে সেই কথাটী বলালেন, (আমি এ বাড়ী ছেড়ে যাব না)।

কুমুদিনী। তা মেয়ের মা যখন আমায় মা বলেছে—তাদের সঙ্গেত একটা ধর্ম্ম সুবাদ দাঁড়িয়েছে—মনে ক'রলেই মেয়েটীকে এখানে আনতে পা'রবে, দশদিন রা'খতে ও পারবে—হল, ভাল গহনা মাঝে মাঝে দুই এক খান দিলে—তা হলেই হবে।

শ্রীচরণ। সেকি পাকা কথা হ'ল গা——

মনোরঞ্জনের মাতা। তোমরা বোঝনা বউ—উনি হলেন একে সন্দিগ্ধ মানুষ—পাঁচ জনের উপরোধে পড়ে শেষটা ভেবে ভেবে একখানা রোগ করে বসুন, তখন গোষ্ঠী শুদ্ধ হায় হায় করে ম'রব। মেয়ে মন্দই বা কি—একটু রং ময়লা—তা হলই বা—(কথায় বলে—বউ করবে ঝুব্‌ড়ি, ঘর করবে চুব্‌ড়ি—) মেয়ে বেশ লক্ষণ যুক্ত—আমি দিব্যি করে বলতে পারি ওর গর্ভের ছেলে মেয়ে কখন কুৎসিত হবে না। আমি বলি গরিবই ভাল—দুঃখের দুঃখী, সুখের সুখী। কোথেকে এক বড় মানুষের মেয়ে এনে, শেষটা কিছুতে তার মন উঠ্‌বে না, হয়ত কু'টে গাছটা ও ছোঁবে না—কাটা পা দেখ্‌লে গুরুজনের পা'র ধুলও নেবেনা।

হরিপ্রিয়া। আগে আমাকে দেখেই কত ভিক্‌নেস কর্‌বে, ব'লবে এ আবার কোন দেশের আহ্লাদী পুতুল।

মনোরঞ্জনের মাতা। তুমি কি আর মন্দ ছিলে বোন—মাতার রোগেই যে তোমায় খুন কর্‌লে।

বামন দাস বাবু। বাঃ, আমার বড় মেয়েত বেস বিবেচনার কথা বলেছেন। বাবাজী—তুমি এই মেয়েই ঠিক কর।

আহ্লাদী চাকরাণীর প্রবেশ।

আহ্লাদী। গোবর্দ্ধন পুরের এঁরা সব বাড়ী যাবেন তাই দেখা কর্‌তে এসেছেন।

শ্রীচরণ। এখানে আস্‌তে বল।

বিশ্বেশ্বর, সাবিত্রী ও সত্যবালার প্রবেশ।

অবগুণ্ঠনবতী সাবিত্রী কক্ষদ্বারের অন্তরাল হইতে সকলকে প্রণাম করিলেন—সত্যবালাও সকলের পদধূলি গ্রহণ করিল, এবং বিশ্বেশ্বর

বন্দ্যোপাধ্যায় বামন দাস বাবুকে যেমন প্রণাম করিলেন, বাবু তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন——

বামন দাস। শুধু শুধু প্রণাম ক'রলে হবে না—প্রণামী চাই। তোমার ঐ কন্যাটীকে আমি যে বিয়ে ক'র্ব—কেমন—মত হয় কি ?

বিশ্বেশ্বর। আমি এমন কি পুন্য করেছি যে, আপনার মত জামাই পা'ব।

বামন দাস। এ বুড় বয়েসে সত্য সত্য কি আমি বিয়ে করব— আমার নাতি মনোরঞ্জনের জন্যে বল্ছি—অবশ্য তুমি তোমার জ্ঞাত্ কুটুম্বের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ক'রবে।

বিশ্বেশ্বর অধোবদন—দুই চক্ষে দর দর ধারা বহিতে লাগিল। ইষ্ট দেবীকে স্মরণ পূর্ব্বক মনে মনে কহিলেন—মা—নিস্তারিণী, তোমার লীলা বোঝা ভার—আগে ভ্রাতা, পরে শ্বশুর, শেষটা কন্যার বিবাহ সূত্রে বৈবাহিক হব— (আঁস্তা কুড়ের ধোঁয়া স্বর্গে যাবে)

বিশ্বেশ্বর। আপনারা হলেন মহজ্জন—যে প্রস্তাব করেছেন অবশ্য ভেবে চিন্তেই করেছেন—তাতে আমি আর কার পরামর্শ নিতে যাব— আমার তেমন সুহৃদই বা কে আছে। এ বিষয়ে আমার মত না হবার ত কোন কারণ দেখি না—তবে এ সম্বন্ধে আমার কি করা উচিৎ অনুগ্রহ করে সে উপদেশ আপনিই দিন।

বামন দাস বাবু। দোসরা অগ্রহায়ণ দিন ভাল আছে আমার বিবেচনায় সেই দিনেই বিবাহের দিন স্থির হোক্। আর আজও দিন ভাল, ইচ্ছা হয় ত আজই তুমি আমার নাতিকে আশীর্ব্বাদ ক'রতে পারো। পরে আমারাও তোমার কন্যাকে পাকা দেখা দেখ্‌বেকন।

বিশ্বেশ্বর। তা বেস ত—তাই হোক।

হরিপ্রিয়া। (সহাস্যে) মেয়ের মা বলছেন কি—আর আর সকলের সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক হয় হোক, কিন্তু গোবর্দ্ধনপুরে যিনি ওঁকে এয়ো করেছিলেন তাঁকে উনি মা ব'লেছিলেন, মা বলেই ডাক্‌বেন ?

বামন দাস বাবু। সে বিবাহের পরে বোঝা যাবে।

আশীর্ব্বাদ উপযোগী দ্রব্যাদি সমুদয় সংগৃহীত হইল। উভয় পক্ষের পুত্র কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা পরস্পর আলিঙ্গন দ্বারা

প্রীতি লাভ করিলেন। আহারান্তে বামন দাস বাবু, তাঁহার সঙ্গীদ্বয় ও বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন।

বিবাহ।

দোসরা অগ্রহায়ণ, হালিসহর নিবাসী জমীদার শ্রীশ্রীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র শ্রীমান্ মনোরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত, গোবর্দ্ধনপুর নিবাসী শ্রীবিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতি সত্যবালার শুভ বিবাহ অতি সমারোহে সম্পন্ন হইল। স্বয়ং বামন দাস বাবু কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ পূর্ব্বক শুভকার্য্য সমাধা করাইলেন।

এই বিবাহ উপলক্ষে গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্ঞাতি কুটুম্ব, বন্ধু বান্ধব, গোবর্দ্ধনপুরবাসী মামা শ্বশুর অমল বাবু, তাঁহার মাতা, তৃতীয় ও চতুর্থ ভ্রাতা; জীব কুমার ও তাহার মাতা; মুক্তার কালীচরণ বিশ্বাস ও তাঁহার কলিকাতার সঙ্গিনী পিয়ারী বেওয়া, প্রভৃতি সকলেই হালিসহরে আসিয়াছেন।

বরকন্যা বরণের পর মহিলাগণ উভয়কে গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্রোড়ে দাইয়া বধুর অবগুণ্ঠন মোচন পূর্ব্বক সকলকে কহিলেন—দেখ দেখি তোমরা, রাজা দশরথের কোলে রাম সীতার কেমন শোভা হয়েছে?

বৃদ্ধা। মানিয়েছে বটে—কিন্তু এ যেন সোনার আঙটীতে ঝুট পাথর বসান হয়েছে—শ্রীচরণের রূপের কাছে কি আর কেউ দাঁড়াতে পারে? এ মুখ যে বিধাতা নির্জ্জনে ব'সে গ'ড়েছেন।

রাসিনী। উনি যদি দশরথ হন, তবে আমাদের বড় বউ হল কৌশল্যা, লক্ষ্মণ পুত্রের বউ হ'ল লক্ষ্মণের মা সুমিত্রা; এখন তোমাদের মধ্যে কেকই হবে কে বল?

জীবর মা। (হাবীর প্রতি) হ্যাঁলা ছুঁড়ী তুই কেকই হবি?

হাবীর মাতা। বাবুর যদি দয়া হয়ত মোর হাবী কাঁকুই হ'তে কতক্ষণ; তোমরা সব্বাই ত দেখ্ছ—মোর মেয়েটার শ্রীখানি কি মন্দ গা? তবু এখন গয়না খুলে ফেলেছে।

জীবর মা। কি পাপ—কি বালাই—ভাল জায়গায় ইট ফেলেছি—গন্ধে প্রাণ গেল। (প্রকাশ্যে) বলি হ্যাঁলা হাবীর মা—তোর কি কোন ...ই—মিন্‌ষে ম'লে পর্য্যন্ত তুই দেখ্‌ছি এক মেয়ে নিয়ে পাগল হবার

যো হয়েছিস—বামন হ'য়ে চাঁদে হাত বাড়াতে চাস্? শুনেছ তোমরা ওর মেয়ে নাকি কাঁকুই হবে!

শ্রীচরণ। ঠাকুরঝীর যেমন খেয়ে দেয়ে কায নাই—(প্রস্থান)

হ'রীর মা মনে করিল, জীবর মা সর্ব্বনাশীই যত নষ্টের মূল—নইলে গাঙ্গুলী মহাশয় ত দাঁতাল, মাতাল, সিঙ্গেলের মধ্যে একজন—ও বেটী দুই যার বাধা না দিলে, হয়ত তিনি তার মেয়েকে বাঁদী করে রা'খ্তেন।

সপ্তম দৃশ্য।

গাঙ্গের হাঁড়ীতে বাড়ী।

উইল।

পুত্রের বিবাহের পর গঙ্গোপাধ্যায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি উই‍ করিলেন।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সহায়।

ইয়াদিকিদ্দ মঙ্গলালয় শ্রীশ্রীচরণ দেবশর্ম্মা, পিতার নাম ৺পীতাম্বর গঙ্গোপাধ্যায়, সাং হালিসহর, জেলা ২৪ পরগণা, উইল নামা পত্র মিদং কার্য্যানঞ্চাগে।

মানব দেহ চিরস্থায়ী নহে, আজই হউক কালই হউক, আর দশ দি পরেই হউক অবশ্যই একদিন আমাকে মানবলীলা সম্বরণ করিতে হই‍ এজন্য সময় থাকিতে লিখিতেছি যে, আমার পৈত্রিক কি সোপার্জ্জিত। সমুদয় জমী জমা, বাগান ও পুষ্করিণী প্রভৃতি আছে তন্মধ্যে সরকা খাজনা বাদে সম্প্রতি যে ১৫০০০৲ পোনেরো হাজার টাকা আয় দাঁড়াইয়া সেই আয় হইতে ক্রিয়া কর্ম্ম, লোক লৌকতা ইত্যাদি চলিবে, আর যে ৪০০০০৲ হাজার টাকা আছে আমার মৃত্যুর পর ৺গুরুদেব ২০ পুরোহিত ১০০০৲, রাজ নারায়ণ মিত্র ১০০০৲, চৌদ্দজন স্ত্রী ১৪০০০ আমার পিসতুত ভ্রাতার দুই স্ত্রী ৫০০৲ টাকার হিসাবে ১০০০৲, ও রামচ খানসামা ২০০৲ টাকা এককালীন পাইবেন। পরে বক্রী যে ২০৮০০ টাকা থাকিবে তন্মধ্য হইতে ১০০০০৲ টাকা আমার ঔর্দ্ধদেহিক কা খরচ করিয়া অবশিষ্ট ১০৮০০৲ দশ হাজার আটশত টাকা সিন্দুকে

াকিবে। ৩২ জন স্ত্রী পুরুষ যাঁহাদিগকে ১৫৲ হইতে ২০৲ টাকার হিসাবে াস মাস দেওয়া হইতেছে, আমার বিষয়ের আয় হইতে তাঁহারা আজীবন াস মাস মুসহেরা পাইবেন। আর ইহা প্রকাশ রহিল যে, আমার াাগাছিয়া তালুকের বাৎসরিক পাঁচ শত টাকা আয় হইতে আমার াতুষ্পুত্র শ্রীমান নেপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় আড়াই শত টাকা ও আমার র্ম্মচারী শ্রীরাজ নারায়ণ মিত্র আড়াই শত টাকা পুরুষানুক্রমে বরাবর াাইবেন; আমার স্ত্রীগণের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাদের পিত্রালয়ে কিম্বা কোন ীর্থ স্থানে বাস করিবেন তাঁহারা মাসিক কুড়ি টাকার হিসাবে খোরাকী াাইবেন—আর যাঁহারা এই ভদ্রাসনে থাকিবেন তাঁহারা খোরাক পাষাক বাদে প্রত্যেকেই ৮৲ আট টাকার হিসাবে মাস মাস পাইবেন। এতদার্থে আপন খুশীতে সুস্থ শরীরে অত্র উইল পত্র লিখিলাম ইতি— ই অগ্রহায়ণ ১২৫৫ সাল।

ইসাদী———

শ্রীচরণ। মিত্র দাদা—এই উইল খানা পড়ে একবার সকলকে শুনাও? (স্ত্রীগণের প্রতি) ওগো—তোমরা শোন গো?

রাজ নারায়ণ মিত্র উইল পাঠ করিলেন।

হরিপ্রিয়া। (নেপথ্যে) পোড়া কপাল মার কি—ঝাঁটা মারি অমন ...থার মুখে—ওঁর অমুক হবে আর আম... গত ভাতারদের খরচা হয়ে ...সে ব'সে খাব—অমন পেটে উনুনের ...ই দিতে হয়। এই কেন লেখনা, এই অনামুখো মাগীগুল ম'রে ...লে তোমরা তিন বাপ বেটায় সুখে স্বচ্ছন্দে বিষয় ভোগ ক'রবে?

বামন দাস বাবু। ও মা? তুমি বড় সাধারণ পাগল নও—শ্মশানের শ্যামা মা বল্'লেই হয়। তুমি যা ব'ল্‌ছ এ লেখার সে নিয়ম নয়। বিষয় হল বাবাজীর, উনি যাকে যেমন দেবেন সে তেমনি পাবে।

হরিপ্রিয়া। (স্বগত) কি জ্বালা! কি অশুভক্ষণে আজ্ রাত্ পইয়েছিল, না জানি সকাল বেলা উঠে কার মুখ দেখেছিলাম। (প্রকাশ্যে) দিতে হয়, যাকে যা দেবেন দিন না—কেউ মানা ক'রছে না—কতক- গু'ল অলক্ষণে কথা লিখে আমাদের ওর মধ্যে জড়া'ন কেন?

বামন দাস বাবু। এর পর ছেলেরা যদি তোমাদের খেতে প'রতে না দেয় ?

হরিপ্রিয়া। হাঁ বাবা ? তুমি ও যে দেখ্‌ছি এক সুর ধরেছ ? এ কপালে যদি পরমেশ্বর তাই লিখে থাকেন, আর জন্মে যা হয়েছে এ জন্মেও তাই হবে—সত্যি সত্যি কামদেব মুখুর্য্যের মেগের মত জ্ঞাতিকে ফাঁকি দিয়ে, বাপের বাড়ী গিয়ে দেল, দোল, দুর্গোৎসব করে বাহাদুরী নেওয়ার কি মেয়ে মানুষের মুখ উজ্জ্বল হয়—স্বামী অবর্ত্তমানে মরণই মঙ্গল। এই কথা নিয়ে আমি আবার কথা কাটাকাটী কর্‌ছি—মরণ আর কি ? মিত্তির ঠাকুর ? ঐ অপ্পেয়া কাগচ খানা ছিঁড়ে ফেল যে আমার হাড় জুড়ুক— তোমাদের ও রকম প্রাণ কাঁদানে কথা আমি সইতে পারিনে।

লাবণ্যলতা। বাবা—দিদিত বেস কথাই ব'লেছেন—উনি যা বলেন আপনারা তাই করুণ ?

বামন দাস বাবু। আচ্ছা তাই হ'চ্ছে।

গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার শ্বশুরের কাণে কাণে কি কহিলেন।

আহ্লাদী ঝি। হ্যাঁগা বাবু—আমার কিছু দেবেন না ? আমি যে বারো বছরের উপর এ বাড়ীতে আছি।

হরিপ্রিয়া। মুখে আগুণ—চুপ কর হাবাতে মাগী—আর কেটে কেটে নুণ দিস্‌নে—কপালে যদি তাই থাকে—তুই ও আমার সঙ্গে সমরণে যাস্।

আহ্লাদী। হাঁগা—সোয়ামী গেল—দশ বছুরে ছেলেটা তিন দিনের জ্বরে ধড় ফড় করে মলো—তাই যার বেঁচে আছি, তা আমি নাকি জল জীয়ন্ত মানুষ্‌টো পুড়ে ম'র্‌তে পারি ?

জীবর মা। না তোর পুড়ে ম'র্‌তে হবে না—তুই অখণ্ড পেরমাই নিয়ে কাক ভুষণ্ডী হয়ে বেঁচে থাক্।

শ্রীচরণ। সত্য—আহ্লাদীর কথাটা ভুলে গেছি—মিত্তির দাদা— আহ্লাদীর নামে ২০০৲ টাকা লেখ।

হাবীর মা। বাবু ? তুমি নাকি কপ্পতরু হয়েছ—তা মোরা মায়ে ঝিয়ে কিছু পাব না ?

জীবর মা। কি বালাই—কি পাপ—মর মাগী—হ'চ্ছে ওঁদের ঘরের কথা—তুই বেটী কোথাকার কে—ভিতরের খবর জানিস্‌নে—চৌদ্দ

শ্যাকের মধ্যে জল পরামাণিক হয়ে এলি। (শ্রীচরণের প্রতি) গাঙ্গুলী? তোমার যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নাই—সকাল বেলা উঠে যেন মাছের দোকান খুলে বসেছ—আর যত চিল শকুন উড়্‌তে আরম্ভ করেছে। শত্রু মুখে ছাই দিয়ে তোমার বয়েসটা কি—এখন এ পাগ্‌লামী কেন—স্বচ্ছন্দে বেঁচে থা'ক তা হলেই হল। (বলে—যাকে নিয়ে দেব দেবলা, তাতেই অবহেলা।)

বামন দাস বাবু। থাক্ বাবা—এখন এ সব রা'খ।

লাবণ্যলতা। পাগ্‌লী দিদিকে দেখ্‌ছিনে কেন—তিনি কোথায় গেলেন!

শ্রীচরণ। দে'খ দে'খ, তোমরা উঠে দেখগে—কি জানি—তা'র্ত একটুতে টনক নড়ে—দেখে শুনে একখানা কিছু করে না বস্‌লে বাঁচি—তাকে নিয়ে আমার বিষম যন্ত্রণা হয়েছে। আমি থাক্‌তে থাক্‌তে সে মরেত আমি বাঁচি। আর ভালো লাগে না।

স্ত্রীগণের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

গোদের উপর বিষ ফোড়া।

আহ্লাদী। ওগো—তোমরা শীগ্‌গীর এস! তিনি গলায় দড়ী দিয়েছেন।

রাজ নারায়ণ। চুপ্ কর্ চেঁচাস্ নে—থানার লোক শুন্‌তে পেলে এখনি বাড়ী শুদ্ধ লোকের হাতে দড়া দিয়ে বেঁধে নে যাবে।

সকলে দ্রুতবেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখেন একটী কক্ষ মধ্যে হরিপ্রিয়ার দেহ রজ্জুতে দোদুল্যমান হইতেছে—সত্বরে রজ্জু কর্ত্তন করিয়া অতি সন্তর্পণে দেহটী ভূমিতে রক্ষা করা হইল।

মহিলাগণ। (স্ব রোদনে) ও বউ, তোর মনে এই ছিল! ও দিদি—তোমার মনে এই ছিল! শেষটা অপমৃত্যু মলে—বুড় মায়ের মুখের দিকে চাইলে না। তাঁর উপায় কি কর্‌লে গো।

বামন দাস বাবু। চুপ্ চুপ্ চুপ্! ও ব'লে কাঁদে না।

লাবণ্যলতা। তবে কি ব'লে কাঁদ্'ব?

বামন দাস বাবু। বল—এত চিকিৎসা করেও তোমায় বাঁচাতে পার্-লাম না—

লাবণ্যলতা। ওগো দিদি গো! এত চিকিচ্ছে করেও তোমায় বাঁচাতে পারলেম না, কি কাল রোগে তোমায় ধরেছি'ল—দুদিন দেখ্‌তে দিলে না গো!

আহ্লাদী। (রোদনে) আর কি আছেন—এতক্ষণ প্রাণটা বেরিয়ে গিয়েছে! (নাসিকার নথ্‌টী ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিল।)

নথ আকর্ষণ কালে হরিপ্রিয়ার বদন ও নাসিকা কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হইল; তদ্দর্শনে সকলে বুঝিলেন যে, তাঁহার প্রাণ বায়ু এখন ও আছে। আহ্লা-দীর এরূপ দুর্ব্যাবহারে অনেকে তাহাকে যৎপরনাস্তি তিরস্কার করিলেন—রাম ঘোষ তাহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক যথেষ্ঠ প্রহার করিতে লাগিল।

রাজ নারায়ণ। মারিস্‌নেরে—মারিস্‌নে—নথ টানা এক প্রকার ভালই হয়েছে—তবু জানা গেল যে এখন ও আছেন।

শ্রীচরণ। হরিপ্রিয়ে—একি সর্ব্বনাশ—এমন কায কেন কর্‌লে! (রোদনে) একেবারে আমার মাতাটা খেলে! লোক ধর্ম্ম হাসালে! আমার যে মুখ দেখা'ন ভার হল! বড় ভাল বাস্‌তে তারকি এই প্রতি-শোধ; যার পায় একটা কাঁটা ফুট্‌লে তুমি কেঁদে অস্থির হতে—তাকে তুমি কি ভয়ানক বিপদে ফেল্'ছ তা একবার ভেবে দেখ্‌লে না; (বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক) হা সর্ব্বনাশী! হা রাক্ষসী; তোর মনে শেষ এই ছিল;

---

৭০ গীত।

(ব্রজরায়ের সুর)——

এ'ত যাবার সময় তোমার নয় হে প্রিয়ে কি ভাবিয়ে কি কায করিলে। করে ঋণ পরিশোধ, বাধিয়ে বিরোধ, জন্মের শোধ বিদায় হলে। উঠে ব'স চন্দ্রমুখী, প্রফুল্ল পঙ্কজ আঁখি, হেরে হই সুখী;—এমন, দুঃখের দুঃখী, সুখের সুখী, পা'ব আর কোথায় গেলে।

রাজ নারায়ণ। আপনি অত অস্থির হবেন না—ঐ দেখুন ক্রমশঃ চৈতন্ত হোচ্ছে—বোধ করি ঈশ্বরের ইচ্ছায় এ যাত্রায় রক্ষা পেলেন।

শুশ্রূষা ও নানা প্রকার প্রক্রিয়ার গুণে হরিপ্রিয়ার চৈতন্য হইল। সমস্ত দিবসের পর সায়ংকালে তিনি উঠিয়া বসিয়া একবার তাঁহার স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাৎ করিয়া লজ্জাবনত মুখী হইলেন—অন্য কাহারও দিকে দৃষ্টি নাই, কেবল অধোবদনে অবিশ্রাম অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

শ্রীচরণ। কাঁদ্‌ছ কেন—এখন ত বেঁচে উঠেছ?

হরিপ্রিয়া। তোমাকে কাঁদিয়েছি তাই কাঁদ্‌ছি। বাঁচার চেয়ে আমার মরণ ভাল ছিল।

শ্রীচরণ। এরূপ মরণে যত সুখ তাত হাতে হাতেই জান্‌লে। কিছু খাবে কি?

হরিপ্রিয়া। খাবারের বদলে তুমি আমার মুখে আগুণ দেও।

শ্রীচরণ। আগুণ দিতে হবে না—তোমার হাতে পায়ে বেড়ী দিয়ে ঘরে চাবী দিয়ে রা'খব।

হরিপ্রিয়া। তাই কর—আমি এ মুখ আর কাউকে দেখাব না।

শেষ কাণ্ড।

স্বভাব যায় মলে, ময়লা যায় ধুলে।

এই দুর্ঘটনার পর দিবস বামন দাস বাবু, গঙ্গোপাধ্যায় ও অন্যান্য আত্মীয় কুটুম্বগণ স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন। জীবকুমারের মাতা, পিয়ারী বেওয়া, হাবীর মাতা ও হাবীর ত সংসার ধর্ম্ম আছে—পরের বাটীতে আসিয়া আর কত দিনই বা আদর চলে; সন্দেশ রসগোল্লার স্থানে যে দিন ছোলা ভিজা বাতাসা জল খাবার দিবে, সে দিন আর পলাইবার পথ পাইবেন না—এজন্য এই সময় মানে মানে তাঁহারাও বিদায় হইলেন। প্রস্থান কালে গঙ্গোপাধ্যায় প্রত্যেককেই যথাযোগ্য বস্ত্র ও পথ খরচ দিলেন।

বাটী হইতে আগমন কালে জীবকুমারের মাতা পাঁচ খানি বস্ত্র একখানি গাত্র মার্জ্জনী ও একছড়া রুদ্রাক্ষ মালা সঙ্গে আনিয়াছিলেন; কি

গৃহে প্রত্যাগমন কালে একেবারে যক্ষিণী হইয়া চলিলেন। একটী বৃহৎ পেঁট্‌রার মধ্যে না আছে এমন সামগ্রী নাই—পাণের মসলা, রন্ধনের মসলা, ছাতা ধরা সন্দেশ ও মিঠাই, নাড়ু, গব্যঘৃত, নারিকেলের তৈল, সন্দব, মুগের ডাউল ও বাদাম ইত্যাদি। এই সকল সামগ্রীর মধ্যে অধিকাংশই চুরি করা—বাটী নিকটে হইলে তরকারী ও ভর্জ্জিত মৎস্য প্রভৃতিও ছাড়িতেন না। কাপড়ের ত কথাই নাই, চৌদ্দজন ঝ'য়ের নিকটে চৌদ্দ থান আদায় করা হইয়াছে; এতদ্ব্যতিত গঙ্গোপাধ্যায় একখানা গরদ ও একখানা বিবাহের নমস্কারী দিয়াছেন। (কথায় বলে—মেঙ্গে খেলে পেট পড়ে না) টাকা আধুলি, সিকি ও পয়সাতেও এক পুঁটুলী বাঁধিয়াছেন। জীবকুমারের মাতার মনের ভাব এই যে, এ যাত্রায় তিনি একপ্রকার দিন কিনিয়াছেন—বামন দাস বাবুর স্ত্রী তাঁহার মাতা, সেই সম্পর্কে শ্রীচরণ গাঙ্গুলী একজন দেশ বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁহার ভগ্নীপতি—আবার বামন দাস বাবুর সরকারে তাঁহার পুত্র জীবকুমারের একটু চাকুরি ও হইয়াছে—আর তাঁহাকে পায় কে—তাঁহার এখন পাতরে পাঁচ কীল—বড় লোকের বাড়ীর মেয়েদের কাছে আদর পসার আর ধরে না—গরিব দেখিলে তাহার সঙ্গে আর ভাল করিয়া কথাই কন না—দুঃখী লোক এখন যেন তাঁহার নিকট জানোয়ার বিশেষ—লোকের ময়লা কাপড় দেখিলে হেসেই খুন হন—আর বলেন এ ম্যাগো—তুই কি বিছানায় শুতিস্—তোর—কাছে বস্‌লে অন্নপ্রাসনের ভাত উঠে পড়ে। হীন অবস্থার লোকেরা ভগবান্ অপেক্ষা ভাগ্যবান্‌কে অধিক ভয় করে, সুতরাং জীব কুমারের মাতাকে কিছু না বলিয়া মনে মনে ঈশ্বরকে জানায়। পিপীলিকার পক্ষ নির্গত হইলে যেমন তাহার মৃত্যু নিকট হয়—সেইরূপ সামান্য অবস্থার অসার লোকের সুসময় হইলে দম্ভ আসিয়া তাহার পতন সাধন করে—দম্ভ থাকিতে লোকে দম্ভের মর্য্যাদা বুঝে না। আপন অপেক্ষা উচ্চ অবস্থার লোকের সহিত বন্ধুত্ব কিম্বা ধর্ম্ম সুবাদ পাতাইলে অনেক সময় উপকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা বটে, কিন্তু এক পাত্রে স্থিত তৈল ও জল যেরূপ; অর্থাৎ তৈল উপরে থাকে জল তাহার নিম্নদেশে অবস্থিতি করে, হীন অবস্থার লোককেও সেইরূপ সচরাচর ধনীর পদদলিত হইতে হয়। সাক্ষাতে গৌর দাদা—অসাক্ষাতে গৌরে বেটা।

পিয়ারী বেওয়া ভাবিতেছেন, কালীচরণ বিশ্বাসের ত এখন বৃদ্ধ বয়স যদি তাঁহার কোন ভদ্রাভদ্র হয়. (কিম্বা পার হয়ে পাটনী শালার মত) ধর্ম্মজ্ঞান জন্মাইয়া তাহাকে অসময় যদি পরিত্যাগ করেন, তবে যাঁহার বিপদে সে এতটা উপকার করিয়াছে সেই গাঙ্গুলী মহাশয় কখন তাহাকে অবজ্ঞা করিবেন না—অসময় তাঁহার আশ্রয়ে উপস্থিত হইলে অবশ্যই এক মুঠ অন্ন ও একখান বস্ত্র দিবেন—তাহা হইলে শেষটা তাহাকে আর টুকনী হাতে করিয়া লোকের দুয়ার দুয়ার বেড়াইতে হইবে না।

হাবী ও তাহার মাতার মনের ইচ্ছাত মাকাল ঠাকুর পূর্ণ করিলেন না —ঘুনি পাতিয়া বৃহৎ মৎস্য ত ধরা গেল না—সুতরাং দুর্ভিক্ষ পীড়িতার ন্যায় দুই মায়ে ঝিয়ে বড় মনের কষ্টে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। অভিমানে উভয়ে ভাবিতে লাগিল, অমন গাঙ্গুলী বামণ পৃথিবীতে থাকা আর না থাকা দুই সমান—যে পুরুষ আশা ধারিণীকে নিরাশ করে সেকি আবার ব্যাটা ছেলে? জীব কুমারের মাতার উপর হাবীর মায়ের এত রাগ যে, সে কোন দেবতা প্রণাম কালে জীবকুমারের মাতাকে এই বলিয়া গালি দিত —ঠাকুর—ঝ্যামন সেই সর্ব্বনাশী বাম্‌ণী আমাদের মনে ব্যথা দিয়েছে, শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর সে ঝ্যান তার ব্যাটার মাতা খায়। কি সর্ব্বনাশ! এই মানুষ কি ভয়ানক জন্তু! নির্ব্বোধ লোক কি ভয়ানক শত্রু। কুকুরকে নাই দিলে সে কাঁধে ওঠে, নয়ত তাহার দন্তাঘাতে জীবনান্ত ঘটে।

গোবর্দ্ধনপুরে অবস্থান কালে বহির্দ্দেশ হইতে প্রত্যাগমন সময় শ্রীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় যে একটী নীচ কুলোদ্ভবা স্ত্রীলোকের মারফৎ একখানি বেনামী প্রেম পত্রিকা পাইয়া, অসৎ কর্ম্মে অগ্রসর হওয়া অনাবশ্যক বিবেচনায় ঔদাস্য করিয়াছিলেন, সেই পত্র প্রেরিকা অভিমানে ও মনস্তাপে দিন দিন যেন অবসন্না হইয়া পড়িতেছেন; প্রণয়কে পরাভব করিয়া সম্প্রতি তাঁহার হৃদয় রাজ্যে ক্রোধ রাজা ও হিংসা রাণী হইয়াছে —অভিমান—রাজার সেবক, ঘৃণা ও লজ্জা তাহার পরিচারিকার কার্য্য করিতেছে। সেই অবলার অন্তঃকরণের বেগ এখন এতদূর প্রাবল্যে উত্থিত হইয়াছে যে, তিনি এক সময় যাঁহার জন্য জাতি, কুল ও ধর্ম্ম প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন, সম্প্রতি তাঁহাতে আর তিনি নাই; স্বার্থপরতা সহচরী এখন সর্ব্বদাই তাঁহাকে এই কুমন্ত্রণা দিতেছে যে, যে তোমাকে এতদূর

অনুরক্তা করিল, তুমি তাহাকে এই অভিসম্পাত কর যে, জন্ম জন্ম যেন সে ব্যক্তি নপুংসক রূপে এই পৃথিবীতে যাতায়াত করে।

নেপাল ও নেপালের মাতার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভালই বলিতে হইবে ; কারণ নেপালের পিতা ৩০৲ টাকা বেতনের একজন সামান্য কেরাণী মাত্র ছিলেন। গঙ্গোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে আসা অবধি তাহাদের রাজার হালে দিন যাপন হইতেছে। সুশিক্ষার প্রভাবে নেপালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণ, মনোরঞ্জনের সহিত নেপালের কি আহারীয়, কি পরিধেয় এবং কি বিদ্যা সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে স্বার্থপরতা করেন না। ভবিষ্যতে নেপালের যদি কোন কর্ম্ম কার্য্য না হয় তবে তাহার জ্যেষ্ঠতাত যে আড়াই শত টাকা আয়ের একটু বিষয় দিয়াছেন, বুঝিয়া চলিতে পারিলে তাহাকে কখন অন্ন বস্ত্রের কষ্ট পাইতে হইবে না। (ইহাকেই বলে—আসুল কুলে কলাগাছ ; শুক্‌নো ডেঙ্গায় জল পড়া ও প'ড়ে পাওয়া চৌদ্দআনা)

অপূর্ব্ব এখন বেস সুখে স্বচ্ছন্দে আছে—প্রসন্ন কুমার মুখোপাধ্যায় দারোগার কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে—থানার মুহুরিগিরি হইতে সে এখন নায়েব দারোগার পদে প্রতিষ্ঠিত। মানুষের দিন কখন সমান যায় না—সুসময় আসিলে পাচক ব্রাহ্মণ হয়ত সেরেস্তাদার হয়—নাড়া বুনে কীর্ত্তনে হয়—গোবরা গোবর্দ্ধন হয়—আবার যাত্রার দলে যে ছেলেটী তামাক সাজিত অথবা ভূত সাজিত সে হয়ত শিব সাজে—এজন্য বুদ্ধিমানেরা কাহাকেও ঘৃণা না করিয়া সকলকেই হাতে রাখেন। দুঃখের বিষয় এই অপূর্ব্বের খুল্লতাতের অবস্থা এখন অতি মন্দ—পরের মন্দ করিলে আপনার মন্দ হয়, তিনি হাতে হাতে সেই ফল পাইয়াছেন—বাত রোগাক্রান্ত হইয়া তাঁহার চলৎশক্তি রহিত—সুতরাং চাকরিটীও গিয়াছে। যে অপূর্ব্বের পিতৃ বিয়োগান্তে তাঁহারা তাহাদের যৎপরনাস্তি কষ্ট দিয়াছেন, সেই ভাঙ্গা কুলা এখন কাযে লাগিয়াছে—অপূর্ব্বই এখন তাঁহাদের ভরণ পোষণের ভার স্কন্ধে করিয়াছে—পিতৃ পোষ্য সর্পের দংশনে প্রপীড়িত হইয়াও অপূর্ব্ব পুনরায় সেই সর্পের পোষন করিতেছে। (কথায় বলে—যে সাপে কামড়ালে মরি, সেই সাপ নিয়ে খেলা করি) হরি হরি।

৭১ গীত।

বেহালার রথের দলের সুর (আরত ব্রজে যাবনা ভাই।)

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তিনে কল্প তরুবর। তরুমূল মা কুলকুণ্ডলিণী ব্যপ্ত যিনি চরাচর। লক্ষ্মী সরস্বতী রাধা, স্কন্ধ রূপে সংস্থিতা; (আবার) অন্য দেবতারা তাঁরা শাখা পল্লব পরস্পর। মূলে দিলে ভক্তি বারি, তাতেই তৃপ্তি হয় সবারি; (শেষে) পার করেন ভববারি, চিদানন্দে গদাধর। মহেন্দ্র কয় মূলে ভুলে করোনা মন মতান্তর; (সে যে) বেদের উক্তি, সার যুক্তি, শক্তি ছাড়া নাই ঈশ্বর।

———:*:———

সমাপ্ত